খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

নবম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

কর্ণফুলী টানেল, চট্টগ্রাম

কর্ণফুলী টানেল কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে ৪ লেন বিশিষ্ট সড়ক টানেল। টানেলটি কর্ণফুলী নদীর দুই তীরের অঞ্চলকে সুড়ঙ্গ পথে যুক্ত করবে। এই টানেলে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক যুক্ত হবে। টানেলের দৈর্ঘ্য ৩.৪৩ কিলোমিটার। এটিই বাংলাদেশের প্রথম সুড়ঙ্গ পথ। যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজীকরণ, আধুনিকায়ন, শিল্প কারখানার বিকাশ সাধন এবং পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের ফলে কর্ণফুলী টানেল বেকারত্ব দূরীকরণসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

নবম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা

রেভারেন্ড জন এস. কর্মকার
রেভারেন্ড ড. তপন রায়
ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা, সিএসসি
রেভারেন্ড রোয়েল মজুমদার
নাসরিন আহমেদ
সুইটি বৃজেট গোমেজ
শিউলী ক্লারা রোজারিও
মোঃ ইকরামুজ্জামান খান
মোঃ দুলাল মিঞা ভূঞা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : , ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ

সুবীর মন্ডল

চিত্রণ

কামরুন নাহার ময়না

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

কে. এম. ইউছুফ আলী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

তোমার জন্য কিছু কথা

প্রিয় শিক্ষার্থী,

তোমাকে খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষার নতুন পাঠ্যপুস্তকে স্বাগত জানাই! তোমাকে একটু বলে রাখি যে, পাঠ্যপুস্তকটি নতুন আঙ্গিকে লেখা হয়েছে যার ধারণা তুমি ইতোমধ্যেই ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পেয়েছো। পাঠ্যপুস্তকটি "অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন" বা ইংরেজিতে "Experiential Learning" (উচ্চারণ হবে এভাবে : "এক্সপেরিয়েন্শিয়াল্ লার্নিং")। এই নতুন ধরনের শিক্ষা তোমাকে কিছু অভিজ্ঞতা বা মজার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কারণ এই নতুন ধরনের শিক্ষাক্রম বিশ্বাস করে যে, আমরা কোনো কিছু আনন্দ নিয়ে করি এবং তার মধ্য দিয়ে "প্রকৃত শিক্ষা" লাভ করি। "প্রকৃত শিক্ষা" আমাদের শুধু দক্ষ মানুষই তৈরি করে না, একজন ভালো মানুষ হিসেবে নিজেকে গঠন করার সক্ষমতাও প্রদান করে। পাঠ্যপুস্তকটিতে তোমরা যীশুর মৃত্যু, পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ ও পুনরাগমন বিষয়ে জানতে পারবে। তাছাড়াও একে অপরের সাথে কীভাবে সহমর্মিতায় মিলেমিশে বসবাস করা যায়, প্রকৃতি ও মানুষের কল্যাণে ভূমিকা রাখা যায় তাও জানতে পারবে। আমরা অবশ্যই সৃষ্টিকে ভালোবাসবো এবং তার যত্ন করবো, কারণ প্রভু যীশু সৃষ্টিকে ভালোবাসতে ও তার যত্ন নিতে বলেছেন।

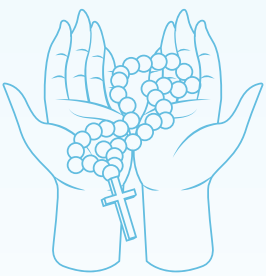

কীভাবে এই বইটা পড়বে

এই বইটা পড়া সহজ কিন্তু! এই বই তোমাকে যীশুর জীবনের গল্প বলবে; অনেক অনেক মজার কাজ করতে বলবে। শিক্ষক তোমাকে এবং তোমার সহপাঠীদের বেড়াতে নিয়ে গেলে তোমাকে কী করতে হবে তা বলবেন; মাঝে মাঝে মা-বাবা/অভিভাবক বা আত্মীয়ের সাথে এবং প্রতিবেশীর সাথে আলোচনা করতে বলবেন- সব মিলিয়ে এই বইটায় কোনো পাঠ ১, পাঠ ২ নেই, অনুশীলনী নেই, কোনো বহুনির্বাচনি - বর্ণনামূলক প্রশ্নও নেই। কি? বলেছিলাম না, এই বইটা পড়া কিন্তু সহজ!

তোমার শিক্ষকের কাছেও একটা বই আছে যেটার নাম শিক্ষক সহায়িকা। তোমাদের কীভাবে এই নতুন ধরনের শিক্ষাটা তিনি দেবেন ঐ বইটায় তা বিস্তারিত লেখা আছে। তোমার বইটা কিন্তু তোমার শিক্ষকের কাছে নেই। এই বইয়ে "অধ্যায়" বা "পাঠ" শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়নি। বইটা তোমাকে তিনটি যোগ্যতায় নিয়ে যাবে। এই তিনটি যোগ্যতা তোমাকে তিনটি "অঞ্জলি" দিয়ে জানানো হচ্ছে; "অঞ্জলি ১" থেকে "অঞ্জলি ৩" এভাবে। আর "অঞ্জলি" শব্দটার মানে তোমাকে বলে রাখি, অঞ্জলি মানে দুই হাত একসাথে করে রাখা (দেখো, একটা ছবি দেওয়া আছে), যেমনটি আমরা করি কোনো কিছু নেয়া বা দেয়ার সময়। আর "অঞ্জলি" মানে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য, উপহার, দান, অর্পণ ও উৎসর্গ করা। আমরা আমাদের "অঞ্জলি" বা দুই হাত একসাথে ঊর্ধ্বে তুলে নিজের নৈবেদ্য ঈশ্বরের নিকট অর্পণ করি। আমাদের জ্ঞানার্জন সবই যেন ঈশ্বরের গৌরব ও অন্যের মঙ্গলার্থে নিবেদিত হয়।

প্রতিটি অঞ্জলির অন্তর্ভুক্ত অংশগুলোর নাম হলো "উপহার"। তোমার শিক্ষক তোমাকে এই বইটায় থাকা কিছু কাজ করতে বলবেন। তখন তিনি পৃষ্ঠা নম্বর বা "অঞ্জলি" কতো তা জানালে সে অনুযায়ী শিক্ষকের বলা অংশটি খুঁজে বের করবে। এই বইটিতে খ্রীষ্টধর্মের বিভিন্ন বিশেষ শব্দগুলোর যে বানান তুমি দেখতে পাবে তার ভিন্ন কিছুরূপ হয়ত তুমি অন্য বই বা কোথাও দেখতে পারো। সে রূপগুলো যাতে তুমি সহজে বুঝতে পারো তাই এই বইতে ব্যবহৃত বানানের একটি তালিকা বইটির শেষে দেয়া আছে।

তোমার জন্যে অনেক শুভকামনা।

সূচিপত্র

অঞ্জলি ১		
উপহার ১-২	সমসাময়িক আলোচিত সংবাদ সংগ্রহ ও বাছাই	২
উপহার ৩-৪	প্রশ্ন তৈরির খেলা	৩
উপহার ৫-৭	মিসর দেশে ইস্রায়েলিদের অবস্থান ও দাসত্ব	৫
উপহার ৮-৯	নির্যাতন প্রতিরোধে তোমাদের অংশগ্রহণ	১০
উপহার ১০	ঈশ্বরের বিধিবিধান সম্পর্কে জানব	১১
উপহার ১১-১২	চলো ফেস্টুন তৈরি করি	১৫
উপহার ১৩-১৪	পবিত্র বাইবেলের বাণী	১৭
উপহার ১৫-১৬	চলো দশ আজ্ঞার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে জানি	২৩
উপহার ১৭-১৮	ডিজিটাল ডকুমেন্টারি / স্ক্র্যাপবুক তৈরি করব	২৬
অঞ্জলি ২		
উপহার ১৯	স্মৃতিচারণ	২৯
উপহার ২০	ফটোকোলাজ তৈরি করি	৩০
উপহার ২১	শ্রেণিকক্ষে ফটোকোলাজ উপস্থাপন	৩১
উপহার ২২-২৩	তালিকা তৈরি	৩২
উপহার ২৪-২৫	বাইবেল পাঠ ও ব্যাখ্যা	৩৩
উপহার ২৬-২৭	পরিবার পরিদর্শন ও গঠনগত পার্থক্যের প্রবাহচিত্র তৈরি	৩৭
উপহার ২৮	ফ্যামিলি ট্রি	৩৯
উপহার ২৯-৩০	সাক্ষাৎকার	৪১
উপহার ৩১-৩২	পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব সম্বন্ধে বাইবেলের শিক্ষা	৪৩
উপহার ৩৩	বিতর্ক অনুষ্ঠান	৪৭
উপহার ৩৪-৩৬	পরিবারের সদস্যদের প্রতি দায়িত্ব পালন	৪৮
অঞ্জলি ৩		
উপহার ৩৭	চলো পরিদর্শন করতে যাই	৫১
উপহার ৩৮	পোস্টার পেপারে লিখন	৫২
উপহার ৩৯-৪০	আত্মত্যাগের মাধ্যমে অন্যকে সেবা	৫৪
উপহার ৪১-৪২	সমবায় উন্নয়নে ত্যাগের মাধ্যমে সেবা	৬০
উপহার ৪৩	পোর্টফোলিও উপস্থাপন	৬৫
উপহার ৪৪	ছবি দেখে ধারণা পাই	৬৬
উপহার ৪৫	ফ্লিপ চার্ট তৈরি করি	৭০
উপহার ৪৬	প্রকৃতির সুরক্ষায় বাইবেল থেকে শিক্ষা	৭২
উপহার ৪৭-৪৮	প্রকৃতির সুরক্ষায় গ্রেটা থুনবার্গ	৭৪
উপহার ৪৯-৫০	প্রকৃতির সুরক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি- সেমিনার	৭৯
উপহার ৫১	সকলের প্রতি সহমর্মী হই	৮১
উপহার ৫২	সমস্যার সমাধান খুঁজি	৮২
উপহার ৫৩-৫৪	বাইবেলের ব্যাখ্যায় সহমর্মিতা	৮৩
উপহার ৫৫-৫৬	একাত্মতা কর্নার	৮৫
খ্রীষ্টধর্মের বিশেষ শব্দসমূহের বানানগুলোর একটি তালিকা		৮৭

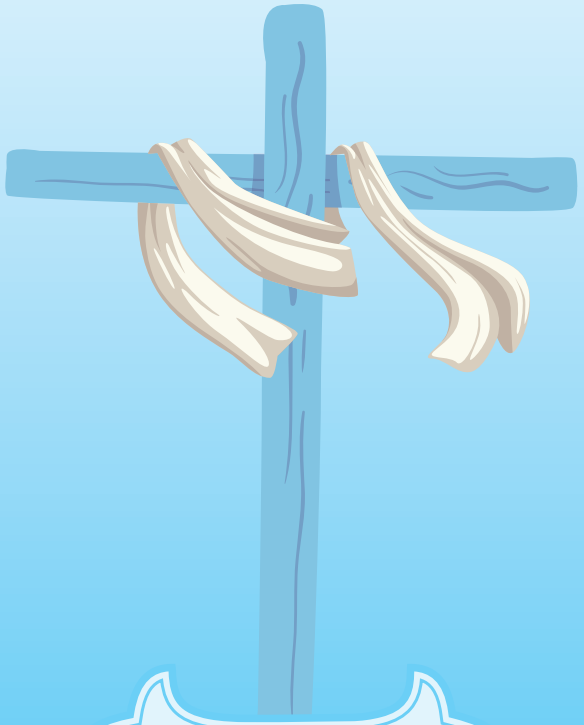

অঞ্জলি ১

প্রিয় শিক্ষার্থী

নবম শ্রেণির খ্রীষ্টধর্মের অঞ্জলি- ১ এ তোমরা কতগুলো আকর্ষণীয় শ্রেণি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে জ্ঞান অর্জন করবে এবং ধর্মীয় ইতিহাস ও জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবে।

এই অঞ্জলিতে তোমরা বর্তমান সময়ের কিছু বাস্তব ঘটনা দৈনিক সংবাদপত্র বা অনলাইন সংবাদ থেকে জানতে পারবে এবং তা বিশ্লেষণ করে বাইবেলের নির্দেশনা অনুযায়ী খ্রীষ্টভক্তদের জীবন যাপন কেমন হবে তা উপস্থাপন করতে পারবে। শিক্ষক তোমাদের সংবাদ সংগ্রহ করে পাঠ করতে বলবেন। তোমরা মনোযোগ দিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করবে, সংগৃহীত সংবাদগুলো পড়বে এবং প্রশ্ন তৈরির খেলার মধ্য দিয়ে সমাজ থেকে অন্যায্যতা দূর করতে অনুপ্রাণিত হবে। Interactive play-তে অংশগ্রহণ, বাইবেল পাঠ ও ভিডিও দেখে ঈশ্বরের বিধিবিধান উপলব্ধি করতে পারবে। উপস্থিত বক্তৃতা, স্ক্র্যাপবুক ও ডিজিটাল ডকুমেন্টারি তৈরি এসব শ্রেণি-কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তোমরা ঈশ্বরের বিধিবিধান পালনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে। এভাবে তোমরা খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ হতে ধর্মীয় জ্ঞান, ইতিহাস ও জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানবে এবং নৈতিক ও মানবিক গুণসম্পন্ন হতে পারবে।

পাঠ্যপুস্তকটির বিভিন্ন অংশে পবিত্র বাইবেল থেকে সরাসরি কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বাইবেলের উদ্বৃতির সাথে অন্যান্য অংশের বানানের পার্থক্য রয়েছে। তবে তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে বিষয়গুলো সহজ বাংলাতেও লেখা আছে।

অভিজ্ঞতা ১

উপহার ১-২

সমসাময়িক আলোচিত সংবাদ সংগ্রহ ও বাছাই

প্রিয় শিক্ষার্থী,

আজ খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা বিষয়ক সেশনে এ বছরের জন্য তোমার প্রথম উপস্থিতি। সহপাঠীদের সঙ্গে তুমি পরিচিত হবে। তোমার পরিচয় সবাইকে জানাবে। শিক্ষক ও সহপাঠীদেরও ভালোমন্দ খোঁজখবর নিবে।

এই অঞ্জলির অংশ হিসেবে শিক্ষক তোমাকে বিগত এক সপ্তাহের সংবাদপত্র বা অনলাইন সংবাদ থেকে সমসাময়িক বহুল আলোচিত ঘটনাগুলো পড়তে ও সংগ্রহ করতে বলবেন। শিক্ষকের নির্দেশনাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনবে।

সংবাদপত্র সংগ্রহ : তোমার পরিবারে যদি সংবাদপত্র সংগ্রহ বা পাঠের অভ্যাস না থাকে বা আশপাশে কোথাও সংবাদপত্র পাওয়া না যায়, তবে নিকটবর্তী বিক্রয়কেন্দ্র থেকে সংবাদপত্র সংগ্রহ করবে। তোমার মা-বাবা বা পরিবারের কারো যদি স্মার্টফোন থাকে তবে তা ব্যবহার করে তুমি গুগল থেকে অনলাইন সংবাদ পাঠ করবে।

পাঠ ও কাটিং সংগ্রহ : বিগত এক সপ্তাহের সংবাদ থেকে তুমি বহুল আলোচিত ঘটনার বিবরণগুলো পাঠ করে কাটিং সংগ্রহ করবে যেন পরবর্তী সেশনে নিয়ে যেতে পারো। কাটিং সংগ্রহে মা-বাবা/অভিভাবকের সাহায্য নিতে পারো।

ঘটনার বিবরণ উপস্থাপন : এবার তুমি বিভিন্ন সংবাদপত্র বা অনলাইন সংবাদ থেকে সংগৃহীত সমসাময়িক বহুল আলোচিত ঘটনাগুলোর বিবরণ শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। শিক্ষকও তাঁর নিজের সংগৃহীত সংবাদ তোমাদের সামনে উপস্থাপন করবেন। তোমরা শিক্ষকের দ্বারা সংগৃহীত সংবাদটি ভালোভাবে দেখবে, শুনবে ও পাঠ করবে।

মিল খোঁজা ও বাছাই করা : শিক্ষকের দ্বারা উপস্থাপিত সংবাদটির সঙ্গে তোমার ও সহপাঠীদের উপস্থাপিত সংবাদের বিবরণের সঙ্গে মিল খুঁজে বের করবে। যে সংবাদগুলোর মিল খুঁজে পাবে সেগুলো আলাদাভাবে বাছাই করে শ্রেণিতে উল্লেখ করবে।

শিক্ষককে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

পেপার কাটিং-এর নমুনা

উপহার ৩-৪

প্রশ্ন তৈরির খেলা

শিক্ষক ও সহপাঠীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে সমবেত প্রার্থনা করো। অঞ্জলির এই অংশে তোমাদের দলগতভাবে কাজ করতে হবে। শিক্ষক তোমাদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিবেন এবং আলোচনার জন্য বসার ব্যবস্থা করবেন। তোমরা দলে কী কী কাজ করবে শিক্ষক তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিবেন। শিক্ষকের নির্দেশনা তোমরা ভালোভাবে জেনে নিবে। তোমরা তোমাদের দলের একজন দলনেতা নির্বাচন করবে। সে তোমাদের দলের কাজগুলো শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। তুমিও দলনেতা হতে পারো, তাই নিজেকে প্রস্তুত রাখবে। ভালো কাজের জন্য তুমিও প্রশংসিত হতে পারো।

প্রশ্ন তৈরি করো

নিশ্চয়ই মনে আছে পূর্বের সেশনে তোমরা তোমাদের সংগৃহীত সংবাদের বিবরণ থেকে শিক্ষকের দেখানো সংবাদের সঙ্গে মিল রেখে কিছু সংবাদ বাছাই করেছ। তোমাদের সংবাদগুলোর পেছনের বিষয়গুলো নিয়ে তোমরা দলে আলোচনা করবে এবং অনুসন্ধানমূলক কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি করবে।

উত্তর খুঁজে বের করো

বাছাইকৃত সংবাদের উপর তোমরা নিশ্চয় ইতোমধ্যে বেশ কিছু প্রশ্ন তৈরি করেছ। এবার তোমাদের তৈরি সেই প্রশ্নগুলোর সম্ভাব্য উত্তর কী হতে পারে তা দলের মধ্যে আলোচনা করে খুঁজে বের করো।

প্রশ্নোত্তর উপস্থাপন

প্রিয় শিক্ষার্থী, এবার একটি পোস্টার পেপারে তোমাদের দলগত প্রশ্ন ও উত্তরগুলো "আমাদের প্রশ্ন, আমাদের উত্তর" নামে একটি টেবিলের দুটো কলামে ভাগ করে লেখো। নিচের নমুনা ছকটি তোমাদের সহায়তা করতে পারে।

ক্রমিক নং	আমাদের প্রশ্ন	আমাদের উত্তর

প্রশ্নোত্তর উপস্থাপনের সময় কী কী বলতে বা করতে হবে তোমরা তা শিক্ষকের নিকট থেকে ঠিকভাবে জেনে নেবে। মনে রাখবে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিন্তু তোমাদের উপস্থাপনা শেষ করতে হবে। তাই স্পষ্ট ভাষায়, অল্প সময়ে, ঠিক তথ্য উপস্থাপন করার চেষ্টা করবে। দলগত উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সহপাঠী বা বন্ধুদের সঙ্গে মিলেমিশে উপস্থাপন করবে। খেয়াল রাখবে, সবাই যেন তোমার কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে।

শিক্ষককে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

উপহার ৫-৭

মিসর দেশে ইস্রায়েলীদের অবস্থান ও দাসত্ব

প্রিয় শিক্ষার্থী,

এখন চলো খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান, ইতিহাস, জীবন ব্যবস্থা এবং মণ্ডলীর শিক্ষাসমূহ একটু জানা যাক। তোমাদের শিক্ষক এই বিষয়গুলো বাইবেল থেকে পাঠ ও ব্যাখ্যাসহ জানাবেন। কিছু এনিমেশন বা ভিডিও ক্লিপ দেখাতে পারেন। একই সঙ্গে কিছু প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়গুলো স্পষ্ট করবেন। এই পুস্তকেও তোমরা বিষয়গুলো চাইলে পড়তে পারো। যখনই কোনো কিছু বুঝতে কষ্ট হবে তোমার মা-বাবা/অভিভাবক বা ভাই/বোন বা শিক্ষককে জিজ্ঞেস করতে পারো। তোমার বাসায় যদি কম্পিউটার বা স্মার্টফোন থাকে তাহলে তার মাধ্যমেও শিক্ষকের দেখানো ভিডিও ক্লিপগুলো তোমরা দেখতে পারো। এই সেশন তিনটিতে শিক্ষক তোমাদের ছবি আঁকার কাজ দিতে পারেন। কাজগুলো গুরুত্বের সঙ্গে করার চেষ্টা করবে। মনে রাখবে এই কাজের উপর তোমাদের মূল্যায়ন হবে।

পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ

মিসর দেশে ইস্রায়েলীদের দাসত্ব

যাত্রাপুস্তক ৩:১-১০

একদিন মোশি তাঁর শ্বশুর যিথ্রোর, অর্থাৎ রূয়েলের ছাগল-ভেড়ার পাল চরাচ্ছিলেন। যিথ্রো ছিলেন মিদিয়নীয়দের একজন পুরোহিত। ছাগল-ভেড়ার পাল চরাতে চরাতে মোশি মরু-এলাকার অন্য ধারে ঈশ্বরের পাহাড় হোরেবের কাছে গিয়ে পৌঁছালেন। সেখানে একটা ঝোপের মাঝখানে জ্বলন্ত আগুনের মধ্য থেকে সদাপ্রভুর দূত তাকে দেখা দিলেন। মোশি দেখলেন যে, ঝোপটাতে আগুন জ্বললেও সেটা পুড়ে যাচ্ছে না। এই ব্যাপার দেখে তিনি মনে মনে বললেন, "আমি এক পাশে গিয়ে এই আশ্চর্য ব্যাপারটা দেখব, দেখব ঝোপটা পুড়ে যাচ্ছে না কেন।"

ঝোপটা দেখবার জন্য মোশি একপাশে যাচ্ছেন দেখে সদাপ্রভু ঈশ্বর ঝোপের মধ্য থেকে ডাকলেন, "মোশি, মোশি।" মোশি বললেন, "এই যে আমি।" সদাপ্রভু বললেন, "আর কাছে এসো না। তুমি পবিত্র জায়গায় দাঁড়িয়ে আছ। তোমার পায়ের জুতা খুলে ফেল। আমি তোমার বাবার ঈশ্বর; আমি অব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের ঈশ্বর।" তখন মোশি তার মুখ ঢেকে ফেললেন, কারণ ঈশ্বরের দিকে তাকাতে তাঁর ভয় হল।

সদাপ্রভু বললেন, "মিসর দেশে আমার লোকদের উপরে যে অত্যাচার হচ্ছে তা আমার নজর এড়ায় নি। মিসরীয় সর্দারদের অত্যাচারে ইস্রায়েলীয়েরা যে হাহাকার করছে তা আমি শুনেছি। তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা আমি জানি। মিসরীয়দের হাত থেকে তাদের রক্ষা করবার জন্য আমি নেমে এসেছি। আমি তাদের সেই দেশ থেকে বের করে কনানীয়, হিত্তীয়, ইমোরীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়দের দেশে নিয়ে যাব। দেশটা বেশ বড় এবং

সুন্দর; সেখানে দুধ, মধু আর কোন কিছুর অভাব নেই। ইস্রায়েলীয়দের কান্না এখন আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। মিসরীয়েরা কিভাবে তাদের উপর অত্যাচার করছে তা-ও আমি দেখেছি। কাজেই তুমি এখন যাও।

আমি তোমাকে ফরৌণের কাছে পাঠাচ্ছি। তুমি গিয়ে আমার লোকদের, অর্থাৎ ইস্রায়েলীয়দের মিসর থেকে বের করে আনবে।"

ভিডিও ক্লিপ

নিচের লিংকে "Moses and the Ten Commandments" শিরোনামে চলচ্চিত্রটি পাওয়া যাবে। এই চলচ্চিত্রের প্রথম অংশে প্রবক্তা মোশির আহ্বান, মিসর দেশে ইস্রায়েলীদের দাসত্ব এবং মোশির দ্বারা রাজা ফরৌণের অত্যাচারের হাত থেকে ইস্রায়েলীয়দের মুক্ত হওয়ার বিষয়টি অভিনয়ের মাধ্যমে জীবন্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষক শ্রেণিতে চলচ্চিত্রটির এই অংশ পর্যন্ত তোমাদের দেখাবেন; এতে ইস্রায়েলীয়দের দাসত্বের বিষয়ে তোমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হবে।

তুমি চাইলে নিচের লিংক থেকে তোমার বাসায় যদি কম্পিউটার থাকে সেখানে অথবা তোমার মা-বাবা/অভিভাবকের স্মার্টফোনে চলচ্চিত্রটি দেখতে পারো।

লিংক: https://www.youtube.com/watch?v=Fykc-HjOfXo

ব্যাখ্যা

দাসত্ব হলো পরের অধীনতা। তাদের কোনো স্বাধীনতা নেই। এমনকি তাদের ব্যক্তিগত মত প্রকাশেরও কোনো সুযোগ নেই। দাসত্ব বলতে একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের অধীনে থাকাকে বুঝায়। নিজেদের জীবন ও জীবিকা অন্য মানুষের উপর নির্ভর করে। তারা অন্যের জন্য কাজ করে। এতে তারা কাজের বিনিময়ে থাকা-খাওয়ার সুযোগ পায় কিংবা সামান্য আর্থিক সহায়তা পায়। অনেক সময় তারা মালিকের কাছে বিক্রি হয়ে যায়। তাদের দিয়ে মালিক তার বাড়ি খামার বা প্রতিষ্ঠানের সকল কাজ করতে বাধ্য করে। এতে দাসদের অবাধ্য হওয়া বা কাজ না করার কোনো সুযোগ নেই। এমনকি তাদের অভাব, অভিযোগ বা আপত্তি করার কোনো জায়গা নেই; সুযোগও নষ্ট করে দেওয়া হয়। অনেকটা যেন বন্দি জীবন। তাই মালিকগণ তাদের উপর ভারী ভারী কাজের বোঝা চাপিয়ে দেয়। এই বোঝা বহন করতে না পারলে কিংবা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া বোঝা বহন করতে না পারলে, মালিকগণ অকথ্য নির্যাতন চালাতেন।

পবিত্র বাইবেল থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইস্রায়েল জাতি এক সময় মিসরের রাজা ফরৌণের অধীনে দাস-এ পরিণত হয়েছিলো। রাজা তাদেরকে দিয়ে কঠোর পরিশ্রম করিয়েছে। দিনরাত তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। তাদের মানবীয়, নৈতিক ও মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের কোনো সুযোগ ছিলো না। বরং তাদের উপর শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচার ও নানা নির্যাতন করা হতো।

পবিত্র বাইবেলের উল্লেখিত অংশ (যাত্রাপুস্তক ৩:১-১০), বইয়ে ছাপানো কয়েকটি ছবি এবং ভিডিও ক্লিপ বা চলচ্চিত্র (Moses and the Ten Commandments) থেকে আমরা জানতে পারি ও দেখতে পাই দয়াময় ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতির দুঃখ-কষ্টের কান্না ও প্রার্থনা শুনেছেন। তিনি প্রবক্তা মোশিকে আহ্বান করেছেন এবং তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন যেন মোশি তার নিজের জাতিকে ফরৌণের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেন। ঈশ্বর মোশির দ্বারা ইস্রায়েল জাতিকে এই দাসত্ব ও নির্যাতন থেকে নানা অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়ে রক্ষা করেছেন।

তবে, মানুষ শুধু অপর মানুষের কাছে অত্যাচারিত বা দাস হয়ে থাকে না। মানুষ পাপ করে পাপের দাস হয়ে পড়ে এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। ইস্রায়েল জাতি মিসরের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেলেও পাপের দাসত্বে পতিত হয়েছিল। ফলে ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুখ্রীষ্টকে এ জগতে প্রেরণ করেছিলেন যাতে তিনি মানুষকে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন। প্রভু যীশুখ্রীষ্ট যন্ত্রণাদায়ক ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করেছেন। ঈশ্বর আমাদেরও আহ্বান করেন বর্তমান বাস্তবতায় আমাদের চারপাশে যে সকল মানুষ অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হচ্ছে আমরা যেন তাদের পাশে দাঁড়াই এবং তাদের রক্ষার জন্য কাজ করি। আমাদের সমাজকে যেন আমরা দাসত্ব মুক্ত করি। আর এর মধ্য দিয়ে আমরা যেন নৈতিক ও মানবীয় গুণসম্পন্ন মানুষ হতে পারি।

মিসরে ইস্রায়েলীয়দের দাসত্বের বা কঠোর পরিশ্রমের ছবি

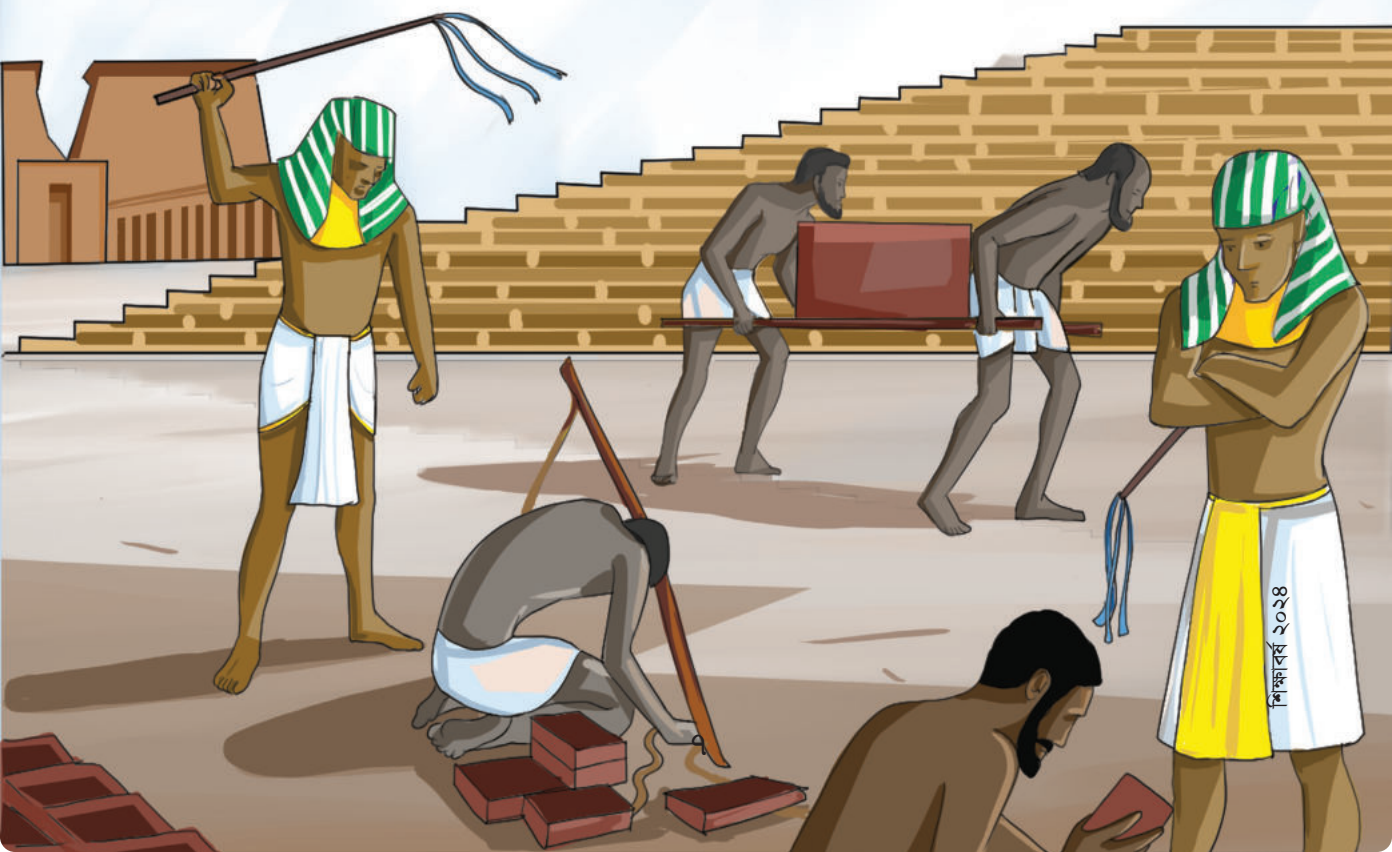

রাজা ফরৌণের রাজসভায় ভাববাদী

মোশির নেতৃত্বে ইস্রায়েলীয়দের লোহিত সাগর পাড়ি

চলো ছবি আঁকি

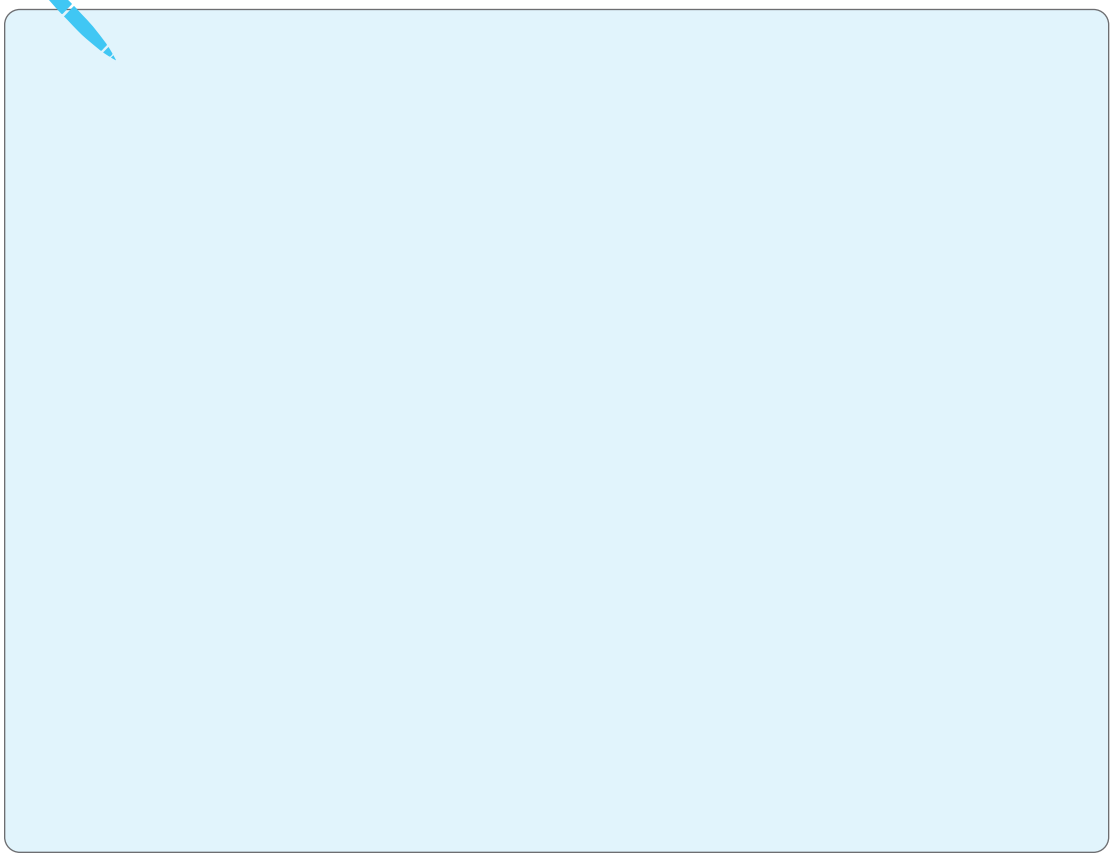

অঞ্জলির এই অংশের মূল বিষয়বস্তু “মিসর দেশে ইস্রায়েলীয়দের অবস্থান ও দাসত্ব” সম্পর্কে পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ করে, ভিডিওতে বাস্তব চিত্র দেখে এবং শিক্ষকের ব্যাখ্যা শুনে তোমরা নিশ্চয় দাসত্ব ও অন্যায্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা লাভ করেছো। একজন নৈতিক ও মানবীয় গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ হয়ে উঠা সম্পর্কে আরও স্পষ্টকরণের জন্য এবার দলগতভাবে তোমরা ছবি অঙ্কন করবে।

শিক্ষক তোমাদের ৩-৪ জন করে কয়েকটি দলে ভাগ করে আলাদা স্থানে বসতে বলবেন। তিনি প্রতিটি দলকে দুটি করে ছবি আর্ট পেপারে অঙ্কন করতে বলবেন। প্রথম ছবিতে তোমরা দাসত্ব ও অন্যায্যতার বিষয় এবং দ্বিতীয় ছবিতে মানবতা ও ভালোবাসার দিকগুলো প্রকাশ করবে। ছবি দুটোর নিচে তোমরা বিবরণী লিখবে। মানবতা ও ভালোবাসা প্রকাশের জন্য কী কী গুণ থাকা প্রয়োজন তা বিবরণীতে লিখবে। তোমাদের আঁকা ছবিগুলো শ্রেণিকক্ষের সামনে টাঙানো রশিতে ঝুলিয়ে দাও। এবার সবাই সারিবদ্ধভাবে হেঁটে হেঁটে অন্য দলের ছবিগুলো দেখো এবং লেখাগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো। লেখাগুলো পড়ার পর তোমার যদি কোনো বিষয় ভালো লাগে তা তোমার নোটবুকে লিপিবদ্ধ করো।

আনন্দদায়ক সেশনের জন্য শিক্ষককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

উপহার ৮-৯

নির্যাতন প্রতিরোধে তোমাদের অংশগ্রহণ

প্রিয় শিক্ষার্থী,

তোমাদের শিক্ষক “সুন্দরের পাদপীঠতলে যেখানে কল্যাণদীপ জ্বলে সেথা পাবে স্থান” কথার সুরে সবাইকে নবজীবনদাতা হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সমবেত কণ্ঠে একটি গান গাইতে বলবেন। তোমরা উৎসুকচিত্তে ও আনন্দিত প্রাণে গানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অংশগ্রহণ করবে।

পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন

অঞ্জলির এই অংশে শিক্ষক তোমাকে নিজ পরিবার, গ্রাম, সমাজ বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যে সকল মানুষ নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, তাদেরকে রক্ষা ও সাহায্য করার জন্য কিছু বাস্তব ও দৃষ্টান্তমূলক কাজ করতে বলবেন।

পরিকল্পনা

তুমি নির্যাতন প্রতিরোধে কোথায় কী কাজ করবে তা খুঁজে বের করো। তুমি শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে বাস্তবধর্মী একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় কী করবে, কার জন্য করবে, কখন করবে, কোথায় যাবে বা তাদের কোথায় পাবে এবং কীভাবে কাজটি করবে (স্থান, সময়, ব্যক্তি, তথ্য, উপাত্ত) তা উল্লেখ থাকতে হবে।

বাস্তবায়ন

তোমার পরিকল্পনা অনুসারে তুমি ধাপে ধাপে কাজগুলো সম্পন্ন করবে। তোমার পরিকল্পনা অনুসারে তুমি যে কাজগুলো করেছ তার প্রমাণ রাখার জন্য ছবি তুলে রাখবে।

প্রতিবেদন

এবার তুমি তোমার পরিকল্পনার এবং তা বাস্তবায়নের একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। তোমার লিখিত প্রতিবেদনে কিন্তু তোমার মা-বাবা/অভিভাবকের স্বাক্ষর ও মতামত সংগ্রহ করতে হবে।

উপস্থাপন

তোমার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকৃত কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রণীত সচিত্র প্রতিবেদনটি শিক্ষকের নিকট জমা দিবে। নির্ধারিত সময়ে তুমি এই প্রতিবেদনটি শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে এবং তোমার অনুভূতিও প্রকাশ করবে। মনে রাখবে, তোমার এই কাজের উপর তোমাকে মূল্যায়ন করা হবে।

সবাই উঠে দাঁড়িয়ে শিক্ষককে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

অভিজ্ঞতা ২

উপহার ১০

ঈশ্বরের বিধিবিধান সম্পর্কে জানব

সেশনের শুরুতে তোমার শিক্ষককে শুভেচ্ছা জানিয়ে সমবেত প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করো।

এ সেশনে শিক্ষক তোমার জন্য একটি অংশগ্রহণমূলক খেলা (Interactive Play)'র আয়োজন করবেন। খেলাটিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষক তোমাকে কিছু নির্দেশনা দিবেন। খেলাটির শুরুতে তুমি শ্রেণিকক্ষের সামনে টেবিলের উপর সিনাই পর্বতের ছবি, মোশি ও তাঁর লাঠির ছবি, দুটি পাথর-ফলকের ছবি দেখতে পাবে। লক্ষ করো যে প্রতিটি ছবির সঙ্গে একটি লম্বা সুতা বাঁধা আছে এবং সুতা ধরে ধরে তুমি যদি সামনে এগিয়ে যাও তবে অন্য প্রান্তে একটি বিবরণীপত্র দেখতে পাবে। শিক্ষক প্রতিটি ছবির বিবরণীপত্রের দিকের সুতার প্রান্ত শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন জায়গায় বেঁধে রেখেছেন। তুমি ছবিগুলোর সুতা ধরে ধরে এগিয়ে যাবে এবং বিবরণীপত্র কোথায় আছে খুঁজে বের করবে। তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ বিবরণীপত্রে কী লেখা আছে। দেখবে মজার কিছু বিষয় আছে। বিবরণীপত্রগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়বে।

প্রতিটি বিবরণীপত্রে পর্যায়ক্রমে যা লেখা আছে তা তোমার জন্য দেওয়া হলো—

সিনাই পর্বতে ঈশ্বর মোশিকে বলেছিলেন পবিত্র জীবন যাপনের জন্য ইস্রায়েল জাতিকে তাঁর দেয়া বিধিবিধান মেনে চলতে হবে।

সিনাই পর্বতের ছবি

মোশি ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে লাঠি ও ঈশ্বরের আদেশের মাধ্যমে অলৌকিক নিদর্শন দেখিয়ে ইস্রায়েল জাতিকে মিশরীয়দের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেছেন।

মোশি ও তাঁর লাঠির ছবি

ছবি: দশ আজ্ঞার পাথরের ফলক

ঈশ্বর নিজের হাতে দুটি পাথরের ফলকে বিধিবিধান লিখে মোশির হাতে দিয়েছেন।

এ তিনটি ছবি শ্রেণিকক্ষের সামনে টেবিলের উপর রাখা হবে।

তুমি যখন খেলাটি খেলবে তখন শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন যে তুমি ঠিকমতো কাজগুলো করেছ কী না।

খেলাটি শেষ হলে তুমি নিজ আসনে বসবে। শিক্ষক হয়ত তোমাকে জিজ্ঞেস করবেন, 'এসব ছবি কোন ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয় ?' তুমি কিন্তু ঠিক উত্তর দিও।

বাড়ির কাজ

শিক্ষক তোমাকে একটি বাড়ির কাজ দিবেন। বাড়িতে গিয়ে মা-বাবা/অভিভাবকের সঙ্গে ছবিগুলো ও বিবরণীপত্র থেকে যা জেনেছ তা নিয়ে আলোচনা করবে। মা-বাবা/অভিভাবককে প্রশ্ন করে জেনে নিবে প্রাত্যহিক জীবনে তারা ইস্রায়েল জাতিকে দেয়া ঈশ্বরের বিধিবিধানগুলো কীভাবে পালন করে এবং তা আমাদের কী কী মানবিক গুণ অর্জনে সহায়তা করে। মা-বাবা/অভিভাবকের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য নোটবুকে লিপিবদ্ধ করে পরবর্তী সেশনে নিয়ে আসবে।

মা-বাবা/অভিভাবক বুঝতে না পারলে তাঁদের নিচের লেখাটি দেখাও।

প্রিয় মা -বাবা/অভিভাবক,

আপনার সন্তান/পোষ্য ইস্রায়েল জাতির জন্য দেয়া ঈশ্বরের বিধিবিধান সম্পর্কে জানতে চায়।
তাকে সময় দিন কারণ এটা তার শ্রেণির কাজের অংশ।

সেশনের শেষে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক শিক্ষককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করো।

উপহার ১১-১২

চলো, ফেস্টুন তৈরি করি

শিক্ষকের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করো। তোমার সহপাঠীদের পরিবারে কেউ কি অসুস্থ আছে ? যদি থাকে তবে অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থতার জন্য সবাই মিলে প্রার্থনা করো।

প্রিয় শিক্ষার্থী, তুমি পরিবার এবং প্রাথমিক শাখার ধর্মশিক্ষা বই থেকে জেনেছ যে ইস্রায়েল জাতির জন্য দেয়া বিধিবিধানগুলোকে দশ আজ্ঞা বলা হয়। আজ তোমরা দলগতভাবে এ আজ্ঞাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করবে। তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য শিক্ষক দশ আজ্ঞার তালিকা শ্রেণিকক্ষের সামনে টাঙিয়ে দিবেন। সেটা দেখে তোমরা সবাই একবার সরবে পাঠ করবে।

শিক্ষক তোমাদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। দলের সংখ্যা অনুযায়ী আলোচনার জন্য প্রতি দলে ২/৩টি আজ্ঞা ভাগ করে দিবেন। তোমার দলের জন্য যে আজ্ঞাগুলো নির্ধারিত হবে তা নিয়ে আলোচনা করো। আলোচনা শেষে ফেস্টুন তৈরি করতে হবে । তাই হাতের কাছে রঙিন কাগজ, রিবন, রং পেন্সিল, আঠা ও পিন প্রস্তুত রাখবে।

১ম দলে ১ম ও ২য় আজ্ঞা, ২য় দলে ৩য় ও ৪র্থ আজ্ঞা—এভাবে ৫টি দলে ১০টি আজ্ঞা এবং আলোচনার জন্য শিক্ষক ভাগ করে দেবেন। দলের সংখ্যা কম/বেশি হলে আলোচনার জন্য নির্ধারিত আজ্ঞার সংখ্যা কম/বেশি হতে পারে। তোমরা দলে বসে আজ্ঞাগুলো কীভাবে পালন করা যায় এবং কী কী নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন করা যায় আলোচনা করো। রঙিন কাগজ, রিবন ও রং পেন্সিল ব্যবহার করে ফেস্টুন তৈরি করো। তোমরা ফেস্টুনে আজ্ঞাটি কীভাবে পালন করা যায় এবং তার দ্বারা অর্জিত মানবিক গুণ বড়ো অক্ষরে লেখো। ৩/৪টির বেশি বাক্য লিখবে না। নিচে ফেস্টুন কেমন হতে পরে তার নমুনা দেওয়া হলো। শিক্ষক দলগত কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন। ১৫/২০ মিনিট সময় পেতে পারো। পরবর্তী পৃষ্ঠায় একটি নমুনা ফেস্টুন দেওয়া হলো।

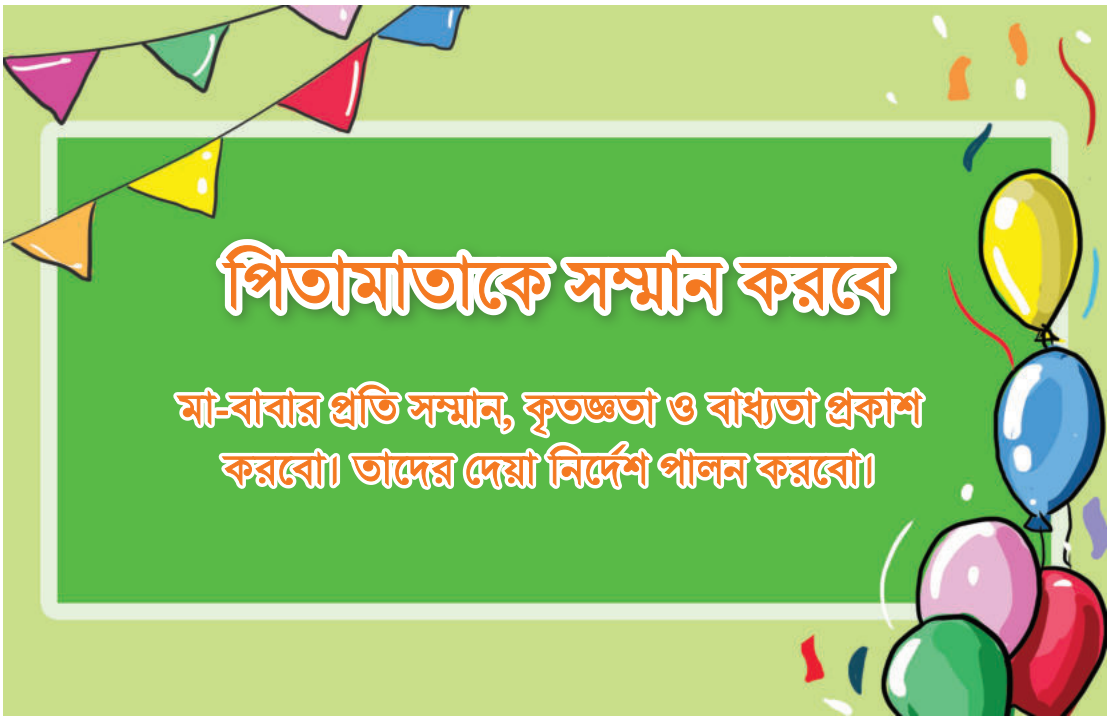

পিতামাতাকে সম্মান করবে

মা-বাবার প্রতি সম্মান, কৃতজ্ঞতা ও বাধ্যতা প্রকাশ করবো। তাদের দেয়া নির্দেশ পালন করব।

পিতামাতাকে সম্মান করবে

মা-বাবার প্রতি সম্মান, কৃতজ্ঞতা ও বাধ্যতা প্রকাশ করবো। তাদের দেয়া নির্দেশ পালন করব।

নির্দিষ্ট সময় শেষে প্রতি দল থেকে একজন শিক্ষার্থী ফেস্টুন হাতে নিয়ে শ্রেণিকক্ষের সামনে দাঁড়াবে। তোমরা সবাই তা দেখে সরবে পাঠ করবে। তোমার দল থেকে তুমি চাইলে ফেস্টুন প্রদর্শন করতে পারো। ফেস্টুনগুলো কত সুন্দর, তাই না? তাতে যা লেখা আছে, তা আরও গুরুত্বপূর্ণ। ফেস্টুনগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়বে কিন্তু।

শিক্ষককে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

উপহার ১৩-১৪

পবিত্র বাইবেলের বাণী

শিক্ষককে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করো। শিক্ষকের পরিচালনায় তুমি অথবা তোমার কোনো সহপাঠী ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদমূলক প্রার্থনা করতে পারো।

প্রিয় শিক্ষার্থী, তুমি জানো যে ইস্রায়েল জাতিকে মিশরীয়দের দাসত্ব থেকে ঈশ্বর রক্ষা করেছিলেন। মোশি ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে তাদের দিক-নির্দেশনা দিয়ে পরিচালিত করেছিলেন। লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে তারা সিনাই পর্বতের কাছে পৌঁছলেন। তখন ঈশ্বর মোশিকে পর্বতের উপরে ডেকে নিলেন এবং তাঁর কাছে দশটি আজ্ঞা দিলেন। ঈশ্বর বললেন যে, এ দশ আজ্ঞা ইস্রায়েল জাতিকে মেনে চলতে হবে। চলো দেখি, বাইবেলে এ বিষয়ে কী লেখা আছে।

মোশির হাতে ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা

যাত্রা ২০:১-১৭

এর পর ঈশ্বর বললেন, “হে ইস্রায়েলীয়েরা, আমি সদাপ্রভুই তোমাদের ঈশ্বর। মিসর দেশের গোলামী থেকে আমিই তোমাদের বের করে এনেছি।

“আমার জায়গায় কোন দেবতাকে দাঁড় করাবে না।

“পূজার উদ্দেশ্যে তোমরা কোন মূর্তি তৈরি করবে না, তা আকাশের কোন কিছুর মত হোক বা মাটির উপরকার কোন কিছুর মত হোক কিম্বা জলের মধ্যেকার কোন কিছুর মত হোক।

তোমরা তাদের পূজাও করবে না, তাদের সেবাও করবে না, কারণ কেবলমাত্র আমি সদাপ্রভুই তোমাদের ঈশ্বর। আমার পাওনা ভক্তি আমি চাই। যারা আমাকে ঘৃণা করে তাদের পাপের শাস্তি আমি তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত দিয়ে থাকি। কিন্তু যারা আমাকে ভালবাসে এবং আমার সব আদেশ পালন করে, হাজার হাজার পুরুষ পর্যন্ত তাদের প্রতি আমার বুক ভরা দয়া থাকবে।

“কোন বাজে উদ্দেশ্যে তোমরা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম নেবে না। যে তা করবে তাকে সদাপ্রভু শাস্তি দেবেন।

“বিশ্রামবার আমার উদ্দেশ্যে আলাদা করে রাখবে এবং তা পালন করবে। সপ্তার ছয়দিন তোমরা পরিশ্রম করবে এবং তোমাদের সমস্ত কাজ করবে, কিন্তু সপ্তম দিনটা হলো তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বিশ্রামের দিন। সেইদিন তোমরা, তোমাদের ছেলেমেয়ে, তোমাদের দাস-দাসী, তোমাদের পশু বা তোমাদের শহর ও গ্রামে বাস-করা অন্য জাতির লোক, মোট কথা, কারও কোন কাজ করা চলবে না। সদাপ্রভু ছয় দিনে মহাকাশ,

পৃথিবী, সমুদ্র এবং সেগুলোর মধ্যেকার সব কিছু তৈরি করেছিলেন, কিন্তু সপ্তম দিনে সেই কাজ আর করেন নি। সেইজন্য তিনি এই বিশ্রাম দিনটাকে আশীর্বাদ করে তাঁর নিজের জন্য আলাদা করেছিলেন।

"তোমাদের মা-বাবাকে সম্মান করে চলবে।

তাতে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর দেওয়া দেশে তোমরা অনেক দিন বেঁচে থাকবে।

"খুন কোরো না।

"ব্যভিচার কোরো না।

"চুরি কোরো না।

"কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ো না।

"অন্যের ঘর-দুয়ার, স্ত্রী, দাস-দাসী, গরু-গাধা কিম্বা আর কিছুর উপর লোভ কোরো না।"

ঈশ্বর নিজ হাতে পাথরের ফলকে দশ আজ্ঞা লিখে দিলেন

দ্বিতীয় বিবরণ ৫: ২২ পদ

"সেই পর্বতের উপর আগুন, মেঘ ও গাঢ় অন্ধকারের মধ্য থেকে সদাপ্রভু এই আদেশগুলোই তোমাদের সকলের কাছে জোরে ঘোষণা করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি তোমাদের কাছে আর কিছু বলেননি। পরে তিনি সেগুলো দুটি পাথরের ফলকের উপর লিখে আমার কাছে দিয়েছিলেন।"

পরবর্তী পৃষ্ঠার ছবিটি লক্ষ করো।

সহজ করে বলি

আমাদের জীবন যাপন সুন্দর ও পবিত্র করার জন্য আমাদের কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। দশ আজ্ঞা হলো ঈশ্বর প্রদত্ত মৌলিক বিধিবিধান যা আমাদের নির্দেশ দেয় আমাদের কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়। মোশির হাতে দুটি ফলক ছিল। একটি ফলকে মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক সংক্রান্ত কিছু আজ্ঞা এবং অন্যটিতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সংক্রান্ত অবশিষ্ট আজ্ঞাগুলো রয়েছে। আপন প্রভু ঈশ্বরকে পূজা করবে এবং কেবল তাঁরই সেবা করবে, প্রতিমা পূজা করবে না, অনর্থক ঈশ্বরের নাম নিবে না এবং রবিবার দিন বিশ্রাম করে তা শুদ্ধভাবে পালন করবে- এ আজ্ঞাগুলো আমাদের ঈশ্বরের প্রতি পালন করতে হবে। পিতামাতাকে সম্মান করবে, নরহত্যা করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না, পরদ্রব্যে এবং পরস্বামী/স্ত্রীতে লোভ করবে না- এ আজ্ঞাগুলো মানুষের প্রতি মানুষের করণীয় দায়িত্ব নির্দেশ করে।। দশ আজ্ঞা আদর্শ খ্রীষ্টীয় জীবন যাপনের জন্য মৌলিক নির্দেশনা। এই আজ্ঞাগুলো আমাদের এই পৃথিবীতে জীবন, চরিত্র, সম্পত্তি রক্ষা এবং ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে বাধ্য জীবন যাপনের জন্য। এ আজ্ঞাগুলো মেনে চলার ক্ষেত্রে আমরা অবিচল থাকব।

সিনাই পর্বতে মোশির হাতে পাথরের ফলকে লেখা দশ আজ্ঞা

চলো ভিডিও দেখি

বাইবেল পাঠের পর সিনাই পর্বতে মোশির কাছে দশ আজ্ঞা দেয়ার ঘটনাটি শিক্ষক তোমাদের ভিডিওতে দেখানোর ব্যবস্থা করবেন। এখানে লিংক দেওয়া হলো। তুমি ইচ্ছে করলে বাড়িতে ইউটিউবে দেখতে পারবে।

Moses and the ten commandments:
https://youtube.com/watch?v=yHKFvxgQOFI&FEATURE=share

ভিডিওটির কথোপকথন সহজ ইংরেজিতে করা হয়েছে। তাই তোমার বুঝতে সমস্যা হবে না। প্রয়োজনে বড়োদের সাহায্য নিতে পারো।

ভিডিও দেখা ও শোনার ক্ষেত্রে যে শিক্ষার্থীদের চ্যালেঞ্জ আছে তাদেরকে শিক্ষক অবশ্যই সাহায্য করবেন। তুমিও তোমার সহপাঠীকে প্রয়োজনে সাহায্য করবে।

আমরা দশ আজ্ঞা মনে রাখব এবং এগুলো পালনের মাধ্যমে পবিত্রভাবে জীবনযাপন করব। নিচে বাইবেলে লেখা আজ্ঞাগুলো ১ থেকে ১০ ক্রমিক নং দিয়ে (মণ্ডলী নির্দেশিত) দেওয়া হলো ।

ক্যাথলিক মণ্ডলীর বিশ্বাস অনুযায়ী	প্রটেস্ট্যান্ট মণ্ডলীর বিশ্বাস অনুযায়ী
১. তুমি আপন প্রভু ঈশ্বরকে পূজা করবে ও কেবল তাঁরই সেবা করবে।	১. আমা বিনা আর কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া মান্য করিও না।
২. ঈশ্বরের নাম অনর্থক নিবে না।	২. প্রতিমা পূজা করিও না।
৩. বিশ্রামবারে (রবিবারে) বিশ্রাম করে তা শুদ্ধভাবে পালন করবে।	৩. তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অনর্থক মুখে লইও না।
৪. পিতামাতাকে সম্মান করবে।	৪. বিশ্রামবার পবিত্রভাবে পালন করিও।
৫. নরহত্যা করবে না।	৫. পিতামাতাকে সমাদর করিও।
৬. ব্যভিচার করবে না।	৬. নরহত্যা করিও না।
৭. চুরি করবে না।	৭. ব্যভিচার করিও না।
৮. মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।	৮. চুরি করিও না।
৯. পরস্বামী/স্ত্রীতে লোভ করবে না।	৯. তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।
১০. পরদ্রব্যে লোভ করবে না।	১০. তোমার প্রতিবেশীর কোন বস্তুতে লোভ করিও না।

দলগত কাজ

'কর্তব্য' এবং 'নিষেধাজ্ঞা' বিষয় পৃথকীকরণ

দশ আজ্ঞাগুলোয় কিছু কর্তব্য এবং কিছু নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছে।

এবার তোমার শিক্ষক তোমাকে উপরে প্রদত্ত দশ আজ্ঞার তালিকা হতে 'কর্তব্য' এবং 'নিষেধাজ্ঞা' বিষয়গুলো পৃথক করতে বলবেন।

শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী তোমরা ৩-৪ জন করে কয়েকটি দলে বিভক্ত হও এবং আলোচনার মাধ্যমে নিচের ছকে কাজ করো এবং শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করো।

কর্তব্য	নিষেধাজ্ঞা
১. তুমি আপন প্রভু ঈশ্বরকে পূজা করবে এবং তাঁরই সেবা করবে	১. ঈশ্বরের নাম অনর্থক নিবে না
২.	২.
৩.	৩.

পবিত্র জীবন যাপনের জন্য দশ আজ্ঞা ঈশ্বর প্রদত্ত নির্দেশনা । যীশুখ্রীষ্ট এ দশটি আজ্ঞা পূর্ণভাবে সমর্থন করেছেন। চলো দেখি, পবিত্র বাইবেলে যীশু এ বিষয়ে কী বলেছেন।

যীশুর প্রধান দুটি আজ্ঞা

লূক ১০: ২৫-২৮ পদ

একবার একজন ধর্ম-শিক্ষক যীশুর কাছে আসলেন। যীশুকে পরীক্ষা করার জন্য সেই শিক্ষক বললেন, "গুরু, কি করলে আমি অনন্ত জীবন লাভ করতে পারব?"

যীশু তাকে বললেন, "মোশির আইন-কানুনে কি লেখা আছে? সেখানে কি পড়েছেন?"

সেই ধর্ম-শিক্ষক যীশুকে উত্তর দিলেন, "তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত অন্তর, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি ও সমস্ত মন দিয়ে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে : আর তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।"

যীশু তাকে বললেন, "আপনি ঠিক উত্তর দিয়েছেন। যদি আপনি তা করতে থাকেন তবে জীবন পাবেন।"

সহজ করে বলি

সেই ধর্মশিক্ষক জানতেন যে, ঈশ্বর প্রদত্ত দশ আজ্ঞা পালন না করে অনন্ত জীবন লাভ করা যায় না। সে যীশুকে যাচাই করার জন্য প্রশ্ন করেছিল কারণ সে দেখতে চেয়েছিল যীশু দশ আজ্ঞার পক্ষে নাকি বিপক্ষে। যীশু যে উত্তর দিয়েছিলেন তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তিনি মোশির বিধান লোপ করতে আসেননি বরং তিনি একে পূর্ণতা দান করতে এসেছেন। তিনি ঐ ধর্মশিক্ষককে বলেছেন সে যেন দশ আজ্ঞা মেনে চলে। আর দশ আজ্ঞার মূল বিষয় হচ্ছে—তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত অন্তর, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি ও সমস্ত মন দিয়ে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভালোবাসবে এবং তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসবে। দশ আজ্ঞার উপর ভিত্তি করে যীশুখ্রীষ্ট প্রধান দুটি আজ্ঞা দিয়েছেন।

চলো ভিডিও দেখি

ধর্মশিক্ষক ও যীশুর মধ্যে কথোপকথন— এ ঘটনাটি শিক্ষক তোমাদের ভিডিও–'র মাধ্যমে দেখাবেন। এখানে ভিডিও লিংক দেয়া হলো যেন তুমি নিজেও ইউটিউবে দেখতে পারো।

The Good Samaritan (Luke 10:25-37)

http;//youtube.com/watch?v=osfQg4yKtq8&feature=share

শিক্ষকের সঙ্গে তুমিও তোমার সহপাঠীদের সাহায্য করতে পারো যাদের ভিডিও দেখা বা শোনার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ আছে।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে শিক্ষককে বিদায় জানাও।

উপহার ১৫-১৬

চলো দশ আজ্ঞার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে জানি

শিক্ষকের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করো। সবাই মিলে নিচের গানটি গাও –

যীশুর, ঘৃণার রাজ্যে এনেছ, তোমার প্রেম

এই প্রেমে, প্রভু, আমাদের কর প্রবুদ্ধ।।

১। যীশু, হিংসার রাজ্যে এনেছ তোমার শান্তি

এই শান্তিতে, প্রভু, আমাদের কর প্রবুদ্ধ।।

২। যীশু, আঁধার রাজ্যে এনেছ তোমার জ্যোতি

এই জ্যোতিতে, প্রভু, আমাদের কর প্রবুদ্ধ

৩। যীশু, পাপের রাজ্যে এনেছ তোমার ক্রুশ

এই ক্রুশে, প্রভু, আমাদের কর প্রবুদ্ধ।।

(গীতাবলী ১৯৫) অথবা ধর্মসংগীত/খ্রীষ্টসংগীত থেকে সমতুল্য গান গাওয়া যাবে)

এ সেশনে শিক্ষক তোমাকে দশ আজ্ঞার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝিয়ে বলবেন। শিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। তুমি দৈনন্দিন জীবনে দশ আজ্ঞা পালন করবে। এজন্য তোমাকে আজ্ঞাগুলোর নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ অনুধাবন করতে হবে। শিক্ষকের কথা বলা শেষ হলে তোমাকে এ বিষয়ে একক বক্তৃতা দিতে হবে। তুমি কোন আজ্ঞাটি সম্পর্কে বক্তৃতা দিবে তা লটারির মাধ্যমে ঠিক করা হবে। লটারির জন্য কাগজের টুকরায় আজ্ঞা নং নির্দেশিত সংখ্যা লিখে শিক্ষক সেগুলো একটি বাক্সে রাখবেন। শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি হলে একই সংখ্যা লেখা কাগজের টুকরা একাধিক হবে।

এবার চলো দশ আজ্ঞার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে জানি।

১. ঈশ্বরের প্রতি পালনীয় আজ্ঞাসমূহ

দশ আজ্ঞার প্রথম তিনটি/চারটি আজ্ঞা একমাত্র ঈশ্বরকে ভালোবাসা, আরাধনা ও সেবা করার নির্দেশ দিয়েছে। আমরা কেবল ঈশ্বরের পূজা করব, অন্য কারো পূজা করব না। জাগতিক বিষয়ের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ প্রতিমা পূজার সঙ্গে তুলনা করা যায়। আমরা অনেক সময় ঈশ্বরকে ভক্তি ও অনুরাগ নিবেদন না করে অন্য

কিছুতে আসক্ত হয়ে পড়ি । যখন আমাদের ভালোবাসা, সময়, জীবন, ভক্তি, লক্ষ্য, সবকিছুই অর্থ-উপার্জন, বিলাসিতা, ফ্যাশন, গান-বাজনা ইত্যাদিতে সমর্পণ করি, তখন আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের জন্য ভক্তি ও ভালোবাসা থাকে না।

আমরা ঈশ্বরের নামের সম্মান করব। অনর্থক ঈশ্বরের নাম নিব না। তাঁর 'পবিত্র নাম' উচ্চারণ করে মিথ্যা শপথ করব না।

বিশ্রামবার বা প্রভুর দিন আমরা পবিত্রভাবে পালন করব। ঈশ্বর ছয় দিনে সমস্ত কাজ করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছেন। তিনি যেমন এ দিনটিকে বিশেষ মূল্য দিয়েছেন ,আমাদেরও উচিত এ পবিত্র দিনটি বিশেষ মর্যাদা সহকারে পালন করা। সমস্ত কর্মব্যস্ততা থেকে বিরতি নিয়ে আমরা স্বস্তি ও প্রশান্তি নিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হব। এ আজ্ঞাটি পালনের বিষয়ে মণ্ডলী নির্দেশ দেয় যে বিশ্রামবার বা রবিবার দিন আমরা খ্রীষ্ট প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করব। এজন্য আমরা সমস্ত দৈহিক শ্রম থেকে বিরত থেকে প্রার্থনা ও ভালো কাজে নিয়োজিত থাকব। সপ্তাহের একটি দিন আমরা জাগতিক কাজকর্ম হতে বিরত থেকে ঈশ্বর-চিন্তায় মনোনিবেশ করব। এ বিশ্রাম আমাদের আধ্যাত্মিক দিক থেকে নবীকৃত হয়ে নতুন আরেকটি সপ্তাহ শুরু করতে সাহায্য করবে। প্রভু যীশুখ্রীষ্ট নিজেও নিয়মিত বিশ্রামবারে উপাসনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। তিনি বিশ্রামবারে অসুস্থদের সুস্থতা দান করে এ দিনটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছেন। তিনি বলেছেন, 'বিশ্রামবার মানুষের জন্য, মানুষ বিশ্রামবারের জন্য নয় ।'

২. মানুষের প্রতি পালনীয় আজ্ঞাসমূহ

সন্তানেরা তাদের জীবনের জন্য মা-বাবার কাছে ঋণী। মা-বাবাকে সম্মান করার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে সম্মান করি।

ঈশ্বর তাঁর নিজ প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাই সকল মানুষই আমাদের প্রতিবেশী। মানুষের মধ্যে আত্মপ্রেম প্রবল হলে সে অন্যকে ভালোবাসতে পারে না। প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসতে হবে। আমরা প্রতিবেশীর কষ্টে সমব্যথী ও তার আনন্দে আনন্দিত হব। আমাদের ব্যস্ত সময় থেকে প্রতিবেশীকে সময় দিব তাদের নিঃসঙ্গতা দূর করতে, প্রয়োজনে সাহায্য করতে এবং অসুস্থতায় সেবা দানের জন্য।

প্রতিবেশীর প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা থাকলে মানুষ অন্যের জিনিস চুরি করবে না, নরহত্যা করবে না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না, পরদ্রব্যে লোভ করবে না এবং পরস্বামী/স্ত্রীতে লোভ করবে না। আমরা প্রতিবেশীর কোনো কিছুর প্রতি লোভ করব না। প্রতিবেশীর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাকে অপমানিত করব না।

বিবাহ সংস্কারের দ্বারা নর ও নারী, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। ব্যভিচার হচ্ছে বিবাহ সংস্কারের প্রতি অবিশ্বস্ততা প্রদর্শন। নিজের স্ত্রী/স্বামীর প্রতি অবিশ্বস্ত হয়ে অন্যের স্ত্রী/স্বামীর বা অন্য নারী/পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাকে ব্যভিচার বলে। ব্যভিচার হচ্ছে মানুষের দেহ ও মনের শুচিতার বিরুদ্ধে পাপ।

ঈশ্বর মানুষকে জীবন দিয়েছেন। এ জীবন নাশ বা হত্যা করার অধিকার কারো নেই। তাই নরহত্যা মহাপাপ। আমরা নিজের জীবনকে ভালোবাসব এবং অন্যের জীবনের নিরাপত্তা দিব।

এবার শিক্ষক তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিবেন ধ্যান করার জন্য। এ সময়ের মধ্যে তুমি 'শিক্ষক আজ্ঞাগুলো সম্পর্কে কী বলেছেন' তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করো এবং বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতি নাও। ভয় পেয়ো না, লটারিতে যে আজ্ঞাই তোমার জন্য উঠুক না কেন তুমি সে বিষয়ে আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলার চেষ্টা করবে।

লটারি ও উপস্থিত বক্তৃতা

শিক্ষক প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন সংখ্যা লেখা কাগজের টুকরাগুলো একটি বাক্সে টেবিলের উপর রাখবেন। তোমরা পর্যায়ক্রমে একজন একজন করে বাক্স থেকে কাগজের টুকরা তুলবে এবং তাতে যে সংখ্যা লেখা থাকবে সে অনুযায়ী বক্তৃতা দিবে। ধরো তুমি '১' লেখা কাগজটি পেয়েছ তাহলে প্রথম আজ্ঞার অর্থ ব্যাখ্যা করবে। বক্তৃতা দেওয়ার সময় যথেষ্ট জোরে এবং সঠিক উচ্চারণে কথা বলবে। তোমার সহপাঠীরা যখন বক্তৃতা দিবে তুমি তখন মনোযোগ দিয়ে শুনবে। বক্তৃতার আগে ও পরে করতালি দিয়ে তাদের উৎসাহিত করবে।

প্রিয় শিক্ষার্থী, বক্তৃতা দেয়ার পর তোমার কেমন লাগছে? যে কোনো বিষয়ে সবার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার অভিজ্ঞতা কিন্তু দারুণ। এটা তোমার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে এবং সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে ভয় আর পাবে না।

বিশেষ নির্দেশনা

প্রিয় শিক্ষার্থী, পরিবার, মা-বাবা ও ধর্ম-শিক্ষকের নির্দেশনায় তুমি শৈশব থেকেই দশ আজ্ঞা পালন করে আসছো। পরবর্তী সেশনে শিক্ষক তোমাদের স্ক্র্যাপবুক/ডিজিটাল ডকুমেন্টারি তৈরি করার নির্দেশ দিবেন। যদি স্ক্র্যাপবুক তৈরি করো তবে তাতে তুমি কীভাবে দশ আজ্ঞা পালন করো তার সচিত্র বর্ণনা/প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে। আর যদি ডিজিটাল ডকুমেন্টারি তৈরি করো তবে স্মার্টফোনে তুমি যেভাবে দশ আজ্ঞা পালন করো তার ভিডিও ধারণ করবে। পরবর্তী সেশনের পূর্বেই তোমাকে এসব প্রস্তুতি নিতে হবে।

উপহার ১৭-১৮

ডিজিটাল ডকুমেন্টারি /স্ক্র্যাপবুক তৈরি করব

প্রিয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক এই সেশনটি একটি ছোট প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শুরু করতে পারেন। তিনি তোমাকেও প্রার্থনায় নেতৃত্ব দিতে বলতে পারেন। তুমি আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে পারো। তুমি সুন্দর পরিবার এবং আদর্শ মা-বাবা পেয়েছ–এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনা করতে পারো।

তোমাদের আগেই বলেছি এ সেশনে শিক্ষক তোমাদের দশ আজ্ঞা পালন সংক্রান্ত কাজের উপরে স্ক্র্যাপবুক/ ডিজিটাল ডকুমেন্টারি তৈরি করতে দিবেন। তোমরা নিশ্চয়ই প্রস্তুত হয়ে এসেছ। প্রাত্যহিক জীবনে আজ্ঞাটি কীভাবে পালন করো এবং তা তোমার জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা দিয়ে ডকুমেন্টারি বা স্ক্র্যাপবুক তৈরি করবে। কাজটি করার জন্য শিক্ষক তোমাদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিবেন। বিশেষ করে ডকুমেন্টারি তৈরির কাজটি দলগত হলে ভালো হবে কারণ তোমাদের মধ্যে একজনের স্মার্টফোন বা ক্যামেরা না থাকলে দলের অন্য কেউ তাকে সাহায্য করতে পারবে।

তুমি একজন খ্রীষ্টান ছেলে বা মেয়ে হিসেবে ছয়/সাত বৎসর বয়স থেকেই দশ আজ্ঞা বলতে শিখেছ ও পালন করছো। যেমন- তুমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে তাঁর উপাসনা করছো। প্রতি রবিবার গির্জায়/চার্চে প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করছো। কখনও কারো নামে মিথ্যাসাক্ষ্য দাও না। মা-বাবা ও গুরুজনদের সম্মান করে চলো। অন্যের জিনিস না বলে ব্যবহার করো না। এভাবে দশ আজ্ঞা তোমার মধ্যে ঈশ্বর-ভক্তি, গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা, সত্যবাদিতা, নির্লোভ থাকা, পবিত্রতা, শুচিতা, প্রতিবেশী-প্রেম বা ভ্রাতৃপ্রেম– এসব মূল্যবোধ বিকশিত করেছে। দশ আজ্ঞা পালনের মধ্য দিয়ে তোমার জীবন সুন্দর ও পবিত্র হয়ে উঠেছে।

এবার তুমি দশ আজ্ঞা কীভাবে পালন করো এবং তা তোমার জীবনকে প্রভাবিত করে তা দিয়ে ডিজিটাল ডকুমেন্টারি তৈরি করো। প্রতিটি ঘটনা এবং কাজের ভিডিও-অডিও যন্ত্র সহকারে তৈরি করো। যদি তা সম্ভব না হয় তবে তুমি আজ্ঞা পালনের কাজগুলোর ছবি তুলে তা দিয়ে স্ক্র্যাপবুক তৈরি করবে। যেমন– তুমি 'চুরি করবে না' এ আজ্ঞাটি যদি পালন করো তবে দেখাতে পারো যে বিদ্যালয়ের বাগানের ফুল দেখে ছিঁড়তে ইচ্ছা করেছে কিন্তু তখনই 'চুরি করবে না' আজ্ঞাটি মনে পড়াতে তুমি ফুল ছেঁড়া থেকে বিরত থেকেছ।

আশা করি, তোমরা সুন্দর করে ডিজিটাল ডকুমেন্টারি/স্ক্র্যাপবুক তৈরি করবে এবং শিক্ষকের নিকট তা জমা দিবে।

একমাত্র ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসা দশ আজ্ঞার মূল বিষয়। যীশু বলেছেন যে ঈশ্বরকে সর্বান্তকরণে এবং প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবেসে মানুষ অনন্ত জীবন লাভ করতে সক্ষম হবে। মথি ১০: ২৫-২৮ পদে যীশুর দেওয়া প্রধান দুটি আজ্ঞা দশ আজ্ঞাগুলোকে পূর্ণভাবে সমর্থন করছে।

বাড়ির কাজ

খ্রীষ্টধর্মে বিবাহ একটি পবিত্র সংস্কার। পরিবার গঠন শুরু হয় বিবাহ সংস্কারের মধ্য দিয়ে। আগামী সেশনে তুমি অংশগ্রহণ করেছ এমন একটি বিবাহ অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা শিক্ষক তোমাকে বর্ণনা করতে বলবেন। তাই তুমি ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে আসবে যেন সম্পূর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠান শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে পারো।

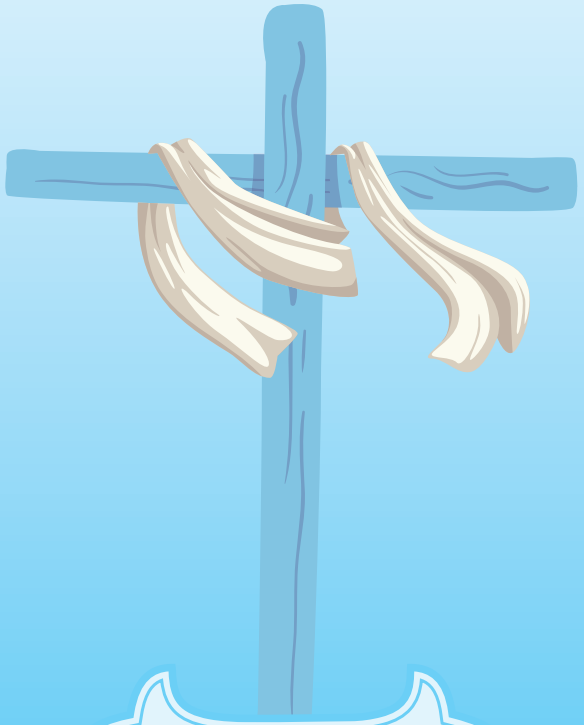

অঞ্জলি ২

প্রিয় শিক্ষার্থী,

'অঞ্জলি ২'-এ তোমরা খ্রীষ্ট ধর্মের বিধিবিধান, বিবাহ সংস্কার, পারিবারিক দায়িত্ব, মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের ও সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার কর্তব্য সম্পর্কে জেনে সেগুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করবে।

এ অঞ্জলি চলাকালীন তুমি একটি খ্রীষ্টিয়ান আত্মীয়ের বিবাহে যোগদানের অভিজ্ঞতা সহপাঠীকে জানাবে। তুমি এই কাজটি করার জন্য পারস্পরিক ও দলে আলোচনার সুযোগ পাবে। তোমরা তোমাদের পরিবারের/ আত্মীয়ের বিবাহের অ্যালবাম থেকে বিবাহের বিভিন্ন পর্যায়ের ছবি সংগ্রহ করে ফটোকোলাজ তৈরি করে বিবাহের রীতিনীতি সম্পর্কে জানতে এবং জানাতে পারবে। পবিত্র বাইবেলের শিক্ষার আলোকে এবং বিবাহের ভিডিও দেখার মাধ্যমে বিবাহের খ্রীষ্টিয় রীতিনীতি জেনে আদর্শ খ্রীষ্টিয় পরিবারের ভালো দিকগুলো জেনে লিপিবদ্ধ করে দলে উপস্থাপন করবে। এই শিক্ষার আলোকে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী কয়েকটি পরিবার পরিদর্শন করে তাদের গঠনগত কাঠামো জেনে একটি প্রবাহচিত্র তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে। ফ্যামিলি ট্রি অঙ্কন, সাক্ষাৎকার, পবিত্র বাইবেলের আলোকে পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব জেনে, বিতর্কের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব বিশ্লেষণ এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি দায়িত্ব পালনের মধ্যদিয়ে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করবে।

অভিজ্ঞতা ১

উপহার ১৯

স্মৃতিচারণ

প্রিয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও পাশের সহপাঠীর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করো। তোমার সহপাঠী কেমন আছে তা জিজ্ঞেস করো। 'যীশু তোমাকে ভালোবাসে' এই বলে উৎসাহ দাও। সুন্দর পরিবার প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে সমবেত প্রার্থনার মাধ্যমে সেশনটি শুরু করো।

তোমরা বাড়িতে নিশ্চয়ই চিন্তা করে প্রস্তুতি নিয়েছ যে এ সেশনে বিবাহে যোগদানের কোনো অভিজ্ঞতার কথা সহপাঠীকে জানাবে। শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে জোড়ায় বসো। তোমরা তোমাদের আত্মীয়ের বিবাহে যোগদানের অভিজ্ঞতা কীভাবে সহযোগিতা করবে তা ঠিক করো।

বিবাহ অনুষ্ঠানে তুমি কী কী হতে দেখেছিলে তার একটি আউটলাইন তৈরি করো যেন তোমার অভিজ্ঞতা ভালোভাবে বলতে পারো। তোমাদের জন্য আউটলাইনের একটি নমুনা এখানে দেওয়া হলো।

তোমরা একে অপরকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আত্মীয়ের বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করে বিবাহের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছ তা বর্ণনা করো। তুমি যখন তোমার সহপাঠীর কাছ থেকে বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদানের অভিজ্ঞতা শুনছো, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নোট নিতে ভুলো না কিন্তু।

বিবাহ অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা শেয়ারিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য সহপাঠীকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনটি সমাপ্ত করো।

বাড়ির কাজ

তোমরা প্রত্যেকে একটি খ্রীষ্টিয়ান বিবাহের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ছবি সংগ্রহ করে আনবে। এজন্য তোমাদের মাতা-পিতা, বড়ো ভাই, বোন অথবা নিকটাত্মীয়ের বিবাহের অ্যালবামের ছবি সংগ্রহ করে নিয়ে এসো।

উপহার ২০

ফটোকোলাজ তৈরি করি

প্রিয় শিক্ষার্থী, এ সেশনে তোমরা বিবাহের একটি ফটোকোলাজ তৈরির মধ্য দিয়ে বিবাহের রীতিনীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। ফটোকোলাজ তৈরির জন্য তোমরা প্রয়োজনীয় ছবি, কাঁচি, পোস্টার পেপার ও আঠা সংগ্রহে রাখো।

শিক্ষক ও সহপাঠীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সমবেত প্রার্থনার মাধ্যমে তোমরা সেশনটি শুরু করো। শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে চারজন করে দলে ভাগ হও। প্রত্যেক দলের জন্য একটি করে পোস্টার পেপার সংগ্রহে রাখো। এখন তোমরা দলগতভাবে ছবিগুলো দিয়ে বিবাহের একটি ফটোকোলাজ তৈরি করো। ফটোকোলাজটি বিবাহের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ক্রমানুসারে সাজিয়ে তৈরি করো। একটি সাধারণ খ্রীষ্টিয়ান বিবাহে যে পর্যায়গুলো থাকে, তা হলো বাগ্‌দত্তা, বানপ্রকাশ, গায়ে হলুদ, আংটি বদল, মালা বদল, বিবাহের উপাসনা, বিবাহনিবন্ধনে স্বাক্ষর, বিবাহ ভোজ, হানিমুন ও পরিবার। এজন্য বিবাহের এ পর্যায়গুলোর ছবি ফটোকোলাজে রেখে তোমরা একটি বিবাহের সামগ্রিক চিত্র প্রকাশ করতে পারো।

ফটোকোলাজের একটি নমুনা-চিত্র নিচে দেওয়া হলো। এটির অনুরূপ অথবা তোমাদের চিন্তা ব্যবহার করে নতুনভাবেও ফটোকোলাজটি তৈরি করতে পারো।

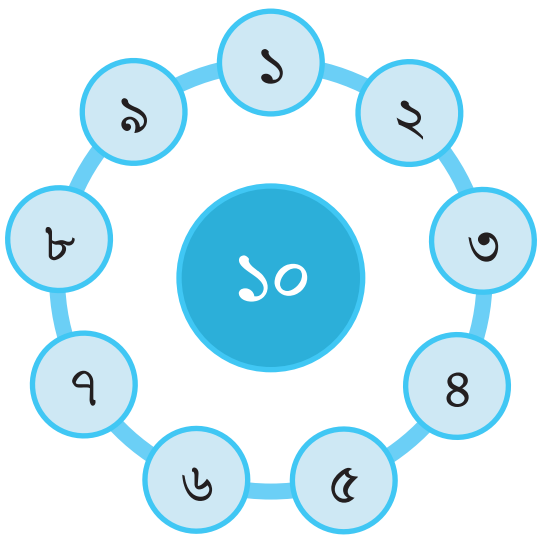

প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা তোমাদের তৈরিকৃত ফটোকোলাজটি পরবর্তী সেশনে উপস্থাপন করবে। এজন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পাদনের সময় কী কী বিধিবিধান/ রীতিনীতি অনুসরণ করা হয়েছিল, সেগুলো চিন্তা করে এসো। এ বিষয়ে প্রত্যেক দল আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে এসো, যেন সুন্দর করে উপস্থাপন করতে পারো।

শিক্ষক ও সহপাঠীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সেশনটি শেষ করো। ধন্যবাদ–

উপহার ২১

শ্রেণিকক্ষে ফটোকোলাজ উপস্থাপন

প্রিয় শিক্ষার্থী, এ সেশনে তোমাদের রশি, আঠা ও ক্লিপ দরকার হতে পারে। তোমরা যেন ফটোকোলাজগুলো রশিতে ঝুলিয়ে/ক্লিপবোর্ডে টাঙিয়ে/আঠা দিয়ে দেয়ালে লাগিয়ে রাখতে পারো, সেজন্য শিক্ষকের কাছ থেকে সেগুলো সংগ্রহে রাখো।

সকলের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে ছোটো একটি প্রার্থনার মাধ্যমে সেশনটি শুরু করো। ফটোকোলাজ তৈরি এবং ছবি দেখে বিবাহের রীতিনীতি জেনে কেমন লেগেছিল তা জানাও। সেশনের শুরুতে নিচের গানটি অথবা শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে সমতুল্য পরিচিত একটি গান করো।

আমরা এক প্রভুর প্রেমের বন্ধনে
আমরা এক প্রভুর প্রেমের বন্ধনে, আমরা এক প্রভুর প্রেমের বন্ধনে
এস প্রভুর আত্মাতে আত্মায় মিলি একসাথে।
আমরা এক প্রভুর প্রেমের বন্ধনে।
এসো সবে মিলে করি প্রভুর গান এসো বলি যে প্রেম দিয়েছেন তিনি
এসো সবে মিলাই হাত যাতে জগত জানতে পাক
আমরা এক প্রভুর প্রেমের বন্ধনে।

খ্রীষ্ট সঙ্গীত (নতুন প্রজন্ম-৩১)

https://youtub.be/izbqltLLuYUI?feature=shared

বিগত ক্লাসে তোমরা দলগতভাবে বিবাহের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ক্রমানুসারে সাজিয়ে যে ফটোকোলাজগুলো তৈরি করেছিলে সেগুলো আজ শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে। শুরুতেই শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে ফটোকোলাজগুলো শ্রেণির নির্দিষ্ট স্থানে ঝুলিয়ে, ক্লিপ বোর্ডে আটকে অথবা দেওয়ালে লাগিয়ে রেখো যেন সকলে দেখতে পায়। প্রত্যেক দল থেকে তোমরা দুজন তোমাদের তৈরিকৃত ফটোকোলাজের বিষয়গুলো বর্ণনা করো। একজন ফটোকোলাজ দেখে বিবাহের আউটলাইন উপস্থাপন করো এবং অন্যজন ফটোকোলাজের ছবি দেখে কী কী বিধিবিধান অনুসরণ করা হয়েছিল সেগুলো উপস্থাপন করো। তোমরা প্রত্যেকে শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে সঠিক সময় তোমাদের উপস্থাপনা সমাপ্ত করবে।

বাড়ির কাজ

পরবর্তী সেশনে তোমরা একটি আদর্শ খ্রীষ্টিয় পরিবারের ভালো দিকগুলো মাতা-পিতা/অভিভাবকের কাছ থেকে জেনে নোটবুকে লিখে আনবে।

শিক্ষক ও সহপাঠীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সেশনটি সমাপ্ত করো।

উপহার ২২-২৩

তালিকা তৈরি

প্রিয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও সহপাঠীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি সমবেত প্রার্থনার মাধ্যমে সেশনটি শুরু করো।

শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ হও। প্রত্যেক দলের জন্য একজন দলনেতা নির্বাচন করো। যদি তুমি দলনেতা নির্বাচিত না হও মনে কষ্ট রেখো না। তুমি দলে অংশগ্রহণ করে একসঙ্গে কাজ করছো এটিই বড়ো বিষয়। তোমরা মাতা-পিতা/অভিভাবকের কাছ থেকে আদর্শ খ্রীষ্টিয় পরিবারের যে ভালো দিকগুলো জেনেছ সেগুলো দলে আলোচনা করে একটি তালিকা তৈরি করো। তালিকাটি শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে। তালিকা তৈরি এবং উপস্থাপনের জন্য শিক্ষক তোমাদের প্রত্যেক দলকে যে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেন সে সময়ের মধ্যে উপস্থাপনা শেষ করতে হবে। একটি নমুনা তালিকা নিচে দেওয়া হলো।

ক্রমিক নং	একটি আদর্শ খ্রীষ্টিয় পরিবারের ভালো দিকসমূহ
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

শিক্ষককের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিদায় নাও।

উপহার ২৪-২৫

বাইবেল পাঠ ও ব্যাখ্যা

বিবাহ ও পরিবার

প্রিয় শিক্ষার্থী, এ সেশনে তোমরা পবিত্র বাইবেল ও শিক্ষকের কাছ থেকে বিবাহ ও পরিবার সম্পর্কে জানবে। তোমরা শিক্ষক ও সহপাঠীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করো। শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে নিচের গানটি অথবা সমতুল্য একটি গান করো।

আবার গাও, মিষ্টি স্বরে গাও

১। আবার গাও, মিষ্টি স্বরে গাও
জীবনদায়ী বাক্য!
তাহা আমায় আরও শিখাও
জীবনদায়ী বাক্য!
ঈশ্বরের ঐ উক্তি
শিখায় বিশ্বাস, ভক্তি!

ধূয়া- সুন্দর বাক্য, মধুর বাক্য।
জীবনদায়ী বাক্য।

২। খ্রীষ্ট যীশু দেন মানব সবে,
জীবনদায়ী বাক্য,
ও ভাই শুন প্রেমের রবে,
জীবনদায়ী বাক্য,
দত্ত বিনা দামে,
লওয়ায় স্বর্গধামে।

৩। কিবা শুভ সংবাদ ধ্বনি
জীবনদায়ী বাক্য;
ক্ষমা শান্তি তাহে শুনি,
জীবনদায়ী বাক্য;
যীশু জীবনদাতা,
যীশু পরিত্রাতা।

খ্রীষ্ট সঙ্গীত ১৫৬

গানের Link: http://youtu.be/IN7CcKvJ2-A?feature=shared

ঈশ্বরের সাদৃশ্যে মনুষ্য সৃষ্টি

আদিপুস্তক ১:২৭-২৮

পরে ঈশ্বর তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন। হ্যাঁ, তিনি তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করলেন পুরুষ ও স্ত্রীলোক করে। ঈশ্বর তাঁদের আশীর্বাদ করে বললেন, "তোমরা বংশবৃদ্ধির ক্ষমতায় পূর্ণ হও, আর নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে পৃথিবী ভরে তোলো এবং পৃথিবীকে নিজেদের শাসনের অধীনে আন। এছাড়া তোমরা সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখী এবং মাটির উপর ঘুরে বেড়ানো প্রত্যেকটি জীবন্ত প্রাণীর উপরে রাজত্ব কর।"

তোমাকে সহজ করে বলি

ঈশ্বর সকল মানুষের স্রষ্টা। তিনি সকল মানুষকে তাঁর সম্প্রদানযোগ্য গুণাবলি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যেন সকল মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সসীম গুণাবলির দিক থেকে মানুষ ঈশ্বরের সাদৃশ্য বা প্রতিমূর্তি। কিন্তু অপ্রদান বা অসীম গুণাবলির দিক থেকে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা। তিনি মানুষকে পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিবাহের পরিকল্পনা তিনিই করেছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা এই, একজন পুরুষ ও নারী উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করে যেন পরিবার গঠন করেন।

বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর প্রতি ঈশ্বরের প্রথম আশীর্বাদ হলো তারা যেন সন্তান জন্ম দিয়ে বংশবৃদ্ধি করে পৃথিবী পূর্ণ করে। দ্বিতীয় আশীর্বাদ হলো, বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে পৃথিবী পূর্ণ করে সবকিছুর যত্ন ও তত্ত্বাবধান করে। তাই উপযুক্ত বয়সে বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠন করে সন্তান জন্ম দেওয়া, ঈশ্বরের উদ্দেশে লালনপালন করে বড়ো করে তোলা এবং সৃষ্টি দেখাশুনা করা ঈশ্বরেরই দেওয়া পবিত্র দায়িত্ব।

নারী-পুরুষ পরস্পরের জীবনসঙ্গী হওয়ার জন্যই সৃষ্টি

আদিপুস্তক ২: ১৮-২৩

পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর বললেন, "মানুষটির পক্ষে একা থাকা ভাল নয়। আমি তার জন্য একজন উপযুক্ত সংগী তৈরি করব।" সদাপ্রভু ঈশ্বর মাটি থেকে ভূমির যে সব জীবজন্তু ও আকাশের পাখী তৈরি করেছিলেন সেগুলো সেই মানুষটির কাছে আনলেন। সদাপ্রভু দেখতে চাইলেন তিনি সেগুলোকে কি বলে ডাকেন। তিনি সেই সব জীবন্ত প্রাণীগুলোর যেটিকে যে নামে ডাকলেন সেটির সেই নামই হল। তিনি প্রত্যেকটি গৃহপালিত ও বন্য পশু এবং আকাশের পাখীর নাম দিলেন, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে সেই পুরুষ মানুষটির, অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমেই আদমের কোন উপযুক্ত সংগী দেখা গেল না। সেইজন্য সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমের উপর একটা গভীর ঘুম নিয়ে আসলেন, আর তাতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন তিনি তাঁর একটা পাঁজর তুলে নিয়ে সেই জায়গাটা বন্ধ করে দিলেন। আদম থেকে তুলে নেওয়া সেই পাঁজরটা দিয়ে সদাপ্রভু ঈশ্বর একজন স্ত্রীলোক তৈরি করে তাঁকে আদমের কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁকে দেখে আদম বললেন, "এবার হয়েছে। এঁর হাড়-মাংস আমার হাড়-মাংস থেকেই তৈরি। পুরুষ লোকের দেহের মধ্য থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে বলে এঁকে স্ত্রীলোক বলা হবে।"

তোমাকে সহজ করে বলি

মানুষ সামাজিক জীব। সে একা থাকতে পারে না। তার উপযুক্ত জীবনসঙ্গী দরকার। পুরুষের উপযুক্ত জীবনসঙ্গী কেবল স্ত্রীলোকই হতে পারে। একইভাবে একজন স্ত্রীলোকের জীবনসঙ্গী কেবল পুরুষলোকই হতে পারে। সৃষ্টির প্রথমেই ঈশ্বরের সৃষ্ট সমস্ত প্রাণী আদমের কাছে আনা হয়েছিল যেন তিনি সেগুলোর নাম রেখে তাদের মধ্য থেকে নিজের জন্য উপযুক্ত জীবনসঙ্গী খুঁজে পেতে পারেন। কিন্তু কোনো প্রাণীর মধ্যেই নিজের জন্য জীবন সঙ্গী খুঁজে পেলেন না। এজন্য ঈশ্বর আদমকে গভীরভাবে ঘুম পাড়িয়ে তাঁর একটি পাঁজর নিয়ে একজন স্ত্রীলোক তৈরি করলেন তাঁর জীবনসঙ্গী হওয়ার জন্য। এই গভীর ঘুমকে বর্তমানে আমরা ঈশ্বরের কাছে গভীর প্রার্থনা ও নির্ভরতাকে বোঝাতে পারি। আদম আনন্দিত হয়ে খুশিতে তাঁর নাম দিলেন 'স্ত্রীলোক'। পুরুষ মানুষের দেহ থেকে তৈরি হওয়ার জন্য 'স্ত্রীলোক' নামটি দেয়া হয়েছে। মানুষের হাড়, মাংস, রক্ত, বুদ্ধিমত্তা, আবেগ-অনুভূতি ও দায়িত্ববোধে একটি সুন্দর মিল আছে। এ মিল মানুষের সঙ্গে অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে পাওয়া যায় না। পুরুষ মানুষের উপযুক্ত জীবনসঙ্গী কেবল নারীই হবে, এটাই মানুষের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা। একজন পুরুষ/স্ত্রীলোক উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করে পরিবার গঠন করবে এবং সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখবে।

বিবাহ বিচ্ছেদ বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

মার্ক ১০:১-১২

পরে যীশু সেই জায়গা ছেড়ে যিহূদিয়া প্রদেশে এবং যর্দন নদীর অন্য পারে গেলেন। অনেক লোক আবার তাঁর কাছে এসে জড়ো হল। তখন তিনি তাঁর নিয়ম মতই লোকদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। এই সময় কয়েকজন ফরীশী এসে যীশুকে পরীক্ষা করবার জন্য বললেন, "মোশির আইন-কানুন মতে স্ত্রীকে ছেড়ে দেওয়া কি কারও পক্ষে উচিত?" যীশু তাঁদের বললেন, "মোশি আপনাদের কি আদেশ দিয়েছেন?" তাঁরা বললেন, "তিনি ত্যাগপত্র লিখে স্ত্রীকে ছেড়ে দেবার অনুমতি দিয়েছেন " যীশু বললেন "আপনাদের মন কঠিন বলেই মোশি এই আদেশ লিখেছিলেন। কিন্তু এ-ও লেখা আছে যে, সৃষ্টির আরম্ভে 'ঈশ্বর তাদের পুরুষ ও স্ত্রীলোক করে সৃষ্টি করেছিলেন। এইজন্যই মানুষ মা-বাবাকে ছেড়ে তার স্ত্রীর সংগে এক হয়ে থাকবে, আর তারা দু'জন একদেহ হবে।' সেইজন্য তারা আর দুই নয়, কিন্তু একদেহ। তাহলে ঈশ্বর যা একসঙ্গে যোগ করেছেন মানুষ তা আলাদা না করুক।"

তোমাকে সহজ করে বলি

মোশির সময়ে লোকদের অন্তর খুব কঠিন ছিলো। তারা ঈশ্বরের অবাধ্য ছিলেন। লোকেরা ছোট ছোট কারণে মৌখিক ঘোষণার মাধ্যমে সহজেই স্ত্রীদেরকে পরিত্যাগ করতেন। স্ত্রী পরিত্যাগ বিষয়টি সহজ হওয়ার কারণে সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিচ্ছেদের পর অনেক স্ত্রীলোকের জীবন কঠিন হয়ে উঠেছিলো। ঐ প্রেক্ষাপটে স্ত্রী পরিত্যাগের হার কমানোর জন্য মোশি লিখিতভাবে পরিত্যাগের নিয়ম দিয়েছিলেন। কিন্তু সৃষ্টির শুরুতে এমন নিয়ম ছিল না। ঈশ্বর সৃষ্টির প্রথম থেকেই মানুষকে পুরুষ ও স্ত্রীলোক করে সৃষ্টি করেছিলেন যেন তারা সারা জীবন স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একসঙ্গে থাকেন। এজন্যই মানুষ মা-বাবাকে ছেড়ে একটি নতুন পরিবার গঠন করে একসঙ্গে থাকবে।

ঈশ্বর বিবাহোত্তর শান্তিপূর্ণ বৈবাহিক জীবনকে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, 'ঈশ্বর যা একসঙ্গে যোগ করেছেন মানুষ যেন তা আলাদা না করে।' পবিত্র শাস্ত্রে যীশু আরও বলেছেন যে, যদি কোনো স্বামী নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে অন্য স্ত্রীকে বিয়ে করে তাহলে সে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে। একইভাবে যদি কোনো স্ত্রীলোক তার স্বামীকে ত্যাগ করে অন্য পুরুষকে বিয়ে করে তবে সেও ব্যভিচার করে। পবিত্র বাইবেল বিবাহ বিচ্ছেদকে নিরুৎসাহিত করেছে। এজন্য বিবাহ বিচ্ছেদকে আমাদের 'না' বলা দরকার এবং বিবাহিত নারী-পুরুষকে ঈশ্বরের বাক্যের বাধ্যতায় জীবনযাপন করা দরকার।

প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা এখন নিচের লিংকের ভিডিওটি দেখবে। তবে শিক্ষক তোমাদের সমতুল্য একটি ভিডিও দেখাতে পারেন। খ্রীষ্টিয়ান বিবাহের এই ভিডিওটিতে কী কী রীতিনীতি অনুসরণ করা হয়েছে সেগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখো। এ বিষয়ে একটি ভিডিও লিংক সংযুক্ত করা হলো।

https://www.youtube.com/watch?v=FBUXE6WmVE4

খ্রীষ্টিয় বিবাহের ধর্মীয় বিধিবিধানের তালিকা তৈরি

প্রিয় শিক্ষার্থী, শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে চারটি দলে ভাগ হও। প্রত্যেকটি দলে একজন দলনেতা নির্বাচন করো। তোমরা দলগতভাবে বাইবেলের শিক্ষার আলোকে এবং ভিডিও দেখে খ্রীষ্টিয়ান বিয়ে সম্পর্কে যে সকল ধর্মীয় বিধিবিধান সম্বন্ধে জেনেছ তার একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করো। শিক্ষকের দেওয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজটি করো।

ক্রমিক নং	খ্রীষ্টিয় বিবাহের বিধিবিধান
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

উপহার ২৬-২৭

পরিবার পরিদর্শন ও গঠনগত পার্থক্যের প্রবাহচিত্র তৈরি

প্রিয় শিক্ষার্থী, এ সেশনে শিক্ষক তোমাদের একটি প্রবাহচিত্র তৈরি করতে বলবেন। প্রবাহচিত্রটি তৈরি করার জন্য তোমাদের নিকটাত্মীয়ের/নিজ এলাকার কয়েকটি পরিবার পরিদর্শনে যেতে হবে।

তোমরা প্রত্যেকে পাঁচটি পরিবার পরিদর্শনের জন্য একটি পরিকল্পনা করো। তুমি কোন পাঁচটি পরিবার পরিদর্শন করবে তা ঠিক করে নাও। পরিবার নির্বাচন করার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টি অবশ্যই মাথায় রেখো। যাতায়াতের জন্য যানবাহনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখো। তোমার সঙ্গে তুমি তোমার মা-বাবা/ অভিভাবক নিতে পারো। তুমি চাইলে তোমার প্রতিবেশীর পরিবারও পরিদর্শনে যেতে পারো।

পরিদর্শনের জন্য পরিবারগুলোর সঙ্গে আগে থেকে যোগাযোগ করে দিন, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করো, যেন তুমি যখন যাও তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারো। পরিদর্শনের উদ্দেশ্য আগে থেকে জানিয়ে রেখো যেন তারা তোমার পরিদর্শনের গুরুত্ব বুঝতে পারেন।

প্রত্যেকের জীবনে পরিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তুমি নিজের এবং জীবন সম্পর্কে কেমন অনুভব করো তার উপর তোমার পরিবার বড়ো একটি প্রভাব ফেলতে পারে। সময়ের পরিবর্তন এবং বয়স বৃদ্ধিরসঙ্গে তুমি পরিবারের কেমন পরিবর্তন আশা করো। পরিবারের পরিবর্তন শুধু সংস্কৃতিগত না হয়ে কাঠামোগতও হতে পারে। পরিবারগুলোর মধ্যে সমস্যা বা দ্বন্দ্ব থাকতে পারে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি পরিবারের মধ্যে কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। একটি পরিবার হওয়ার কোনো একক সঠিক উপায় নেই এবং কোনো দুটি পরিবার একইরকম নয়।

পরিদর্শনের সময় লক্ষণীয় বিষয়বস্তু

তুমি যে পরিবারগুলো পরিদর্শন করবে, সে পরিবারগুলোর গঠনগত কাঠামো তোমার নোটবুকে লিখে রেখো। গঠনগত দিকগুলোর পেছনে যে সকল ধর্মীয় বিধিবিধান কাজ করেছে, সেগুলোও জিজ্ঞেস করে জেনে নিও। পরিবারগুলো পরিদর্শন শেষে গঠনগত কাঠামোর যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পেয়েছ সেগুলো নিয়ে একটি প্রবাহচিত্র তৈরি করো। প্রবাহচিত্র তৈরি হলে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে। নিচে প্রবাহচিত্রের একটি নমুনা দেওয়া হলো ।

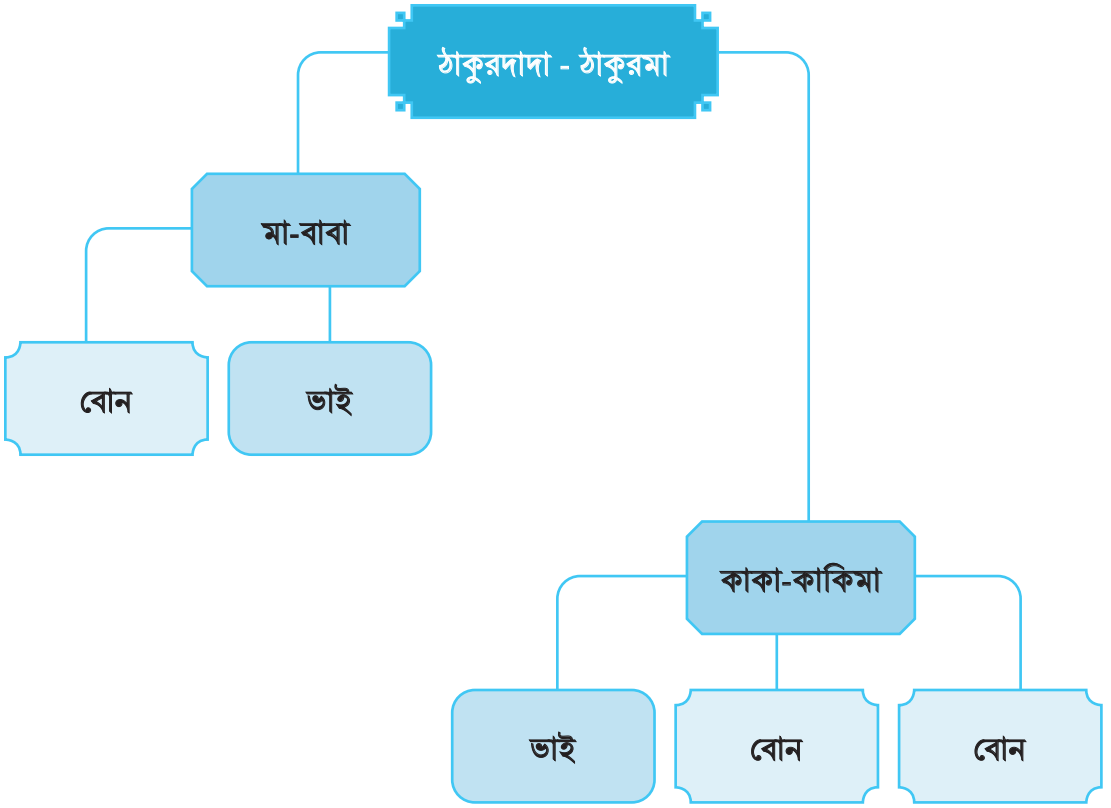

উপস্থাপনা সমাপ্ত হলে শিক্ষককে ধন্যবাদ জানাও।

অভিজ্ঞতা ২

উপহার ২৮

ফ্যামিলি ট্রি

প্রিয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক এ সেশনটি একটি ছোটো প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শুরু করতে পারেন। তিনি তোমাকেও প্রার্থনায় নেতৃত্ব দিতে বলতে পারেন। তুমি আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে পারো।

প্রিয় শিক্ষার্থী, আমাদের প্রত্যেকের একটি পরিবার আছে। আমার যেমন একটি পরিবার আছে তেমনি তোমাদেরও পরিবার আছে। আমার যেমন বাবা, বাবার বাবা অর্থাৎ ঠাকুরদাদা আছে তেমনি ঠাকুরদাদারও বাবা ছিল। একইভাবে তোমাদেরও ঠাকুরদাদা ⟶ বাবা ⟶ তুমি। এভাবেই বংশানুক্রমে তোমাদের উৎপত্তি হয়েছে। তোমরা বিভিন্ন শ্রেণিতে হয়তো 'ফ্যামিলি ট্রি' তৈরি করেছ। এখন আমরা একটি পরিবারের ফ্যামিলি ট্রি-তে সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের পারস্পরিক দায়িত্বসমূহ উপস্থাপন করব। এরকম একটি ফ্যামিলি ট্রির নমুনা নিচে দেওয়া হলো।

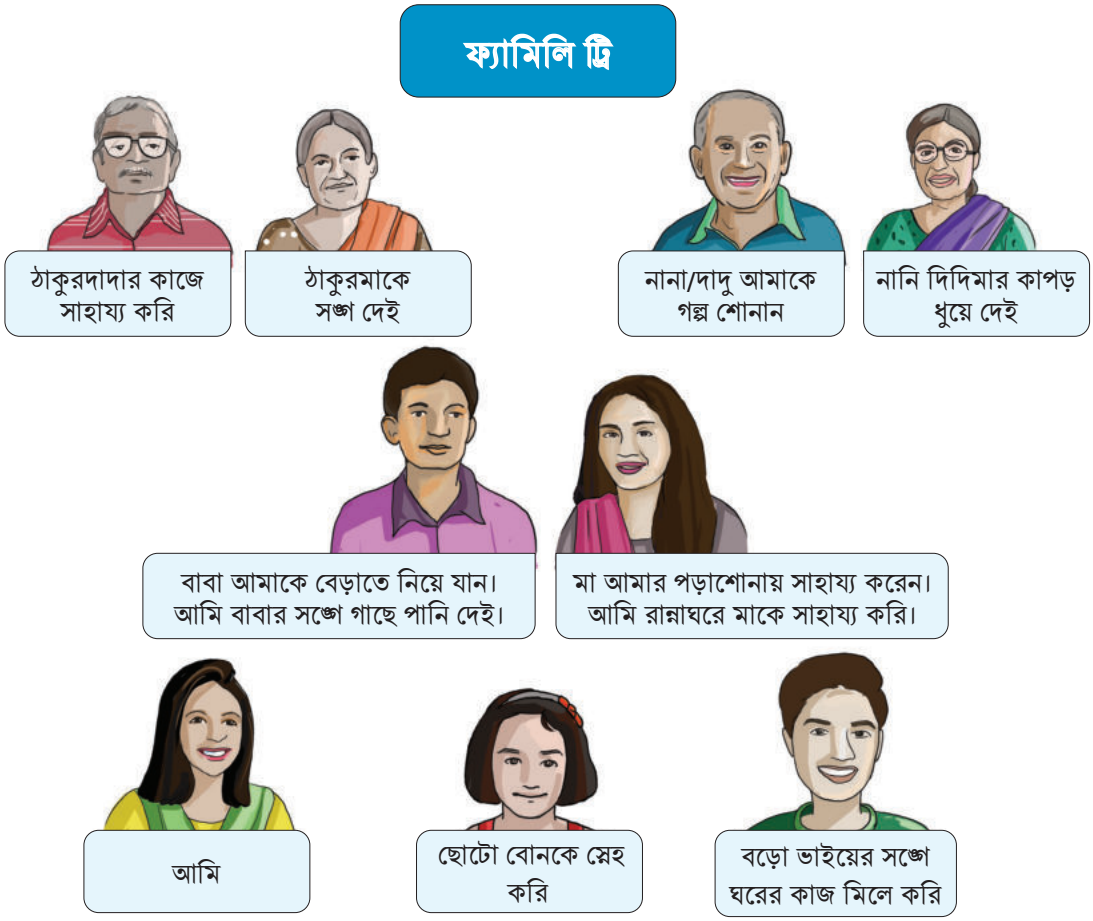

শিক্ষক একটি পোস্টার পেপারে একটি পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়িত্বসম্বলিত একটি ফ্যামিলি ট্রি এঁকে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করবেন। একইভাবে তোমরা প্রত্যেকে পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়িত্বসম্বলিত একটি ফ্যামিলি ট্রি আঁকবে। ফ্যামিলি ট্রি-তে উল্লিখিত সকল সদস্য তোমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না-ও হতে পারে অর্থাৎ তোমার পরিবারে যে ক'জন সদস্য রয়েছে সে ক'জনের কথাই উল্লেখ করবে।

বাড়ির কাজ

প্রিয় শিক্ষার্থী, বাড়িতে গিয়ে তোমার তৈরি ফ্যামিলি ট্রি নিয়ে মা-বাবা/অভিভাবকের সঙ্গে আলোচনা করবে। আলোচনার পরে আরও কিছু সংযুক্ত করতে চাইলে তা করতে পারবে।

শিক্ষককে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

উপহার ২৯-৩০

সাক্ষাৎকার

শুভেচ্ছা বিনিময় করে পবিত্র বাইবেল থেকে নিচের অংশটুকু পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করতে পারেন। তুমি এ অংশটুকু পড়ে প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে পারো। কারণ শিক্ষক তোমাকেও এ অংশ থেকে পাঠ করতে বলতে পারেন।

হিতোপদেশ ৬:৬-১১ পদ

“হে অলস, তুমি পিঁপড়ার কাছে যাও, তাঁর চলাফেরা দেখে জ্ঞান লাভ কর। তাকে আদেশ দেবার কেউ নেই, তাঁর উপরে কোন পরিচালক বা শাসনকর্তা নেই;

তবুও সে গরমকালে তার খাবার জমা করে রাখে

আর ফসল কাটবার সময় খাবার যোগাড় করে।

হে অলস, আর কতকাল তুমি শুয়ে থাকবে? কখন ঘুম থেকে উঠবে?

তুমি বলে থাক, “আর একটু ঘুম, আর একটু ঘুমের ভাব,

বিশ্রামের জন্য আর একটুক্ষণ হাত গুটিয়ে রাখি।”

কিন্তু বারে বারে দস্যু আসলে কিম্বা অস্ত্রশস্ত্রে সাজা

ব্যাক্তির হাতে পড়লে যেমন অভাব আসে, ঠিক তেমনি করে তোমারও অভাব আসবে।”

জোড়ায় কাজ

তোমরা নিশ্চয়ই ফ্যামিলি ট্রি-এর কাজটি সম্পন্ন করেছ। পরিবারের সদস্যদের প্রতি তোমার দায়িত্ব এবং তোমার প্রতি পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব কী কী তা লিখেছ। শিক্ষক জোড়ায় তোমাদের একটি মজার কাজ করতে দিবেন। তোমরা জোড়ায় একে অন্যের সাক্ষাৎকার নিবে। শ্রেণিকক্ষে সকলের সামনে তোমরা সাক্ষাৎকার নিবে। সাক্ষাৎকারে যে বিষয়গুলো থাকবে তা হলো—

- মা, বাবা/অভিভাবকের প্রতি তোমার দায়িত্ব;

- তোমার প্রতি মা, বাবা/অভিভাবকের দায়িত্ব;

- ঠাকুরমা, ঠাকুরদাদা, নানি (দিদিমা), নানা (দাদু)-র প্রতি তোমার দায়িত্ব।

সংলাপ লিখতে হবে (যেমন–মা-বাবা/অভিভাবকের নির্দেশনা অনুসারে কাজ করা, ঠাকুরমা/ঠাকুরদাদার কাপড় ধুয়ে দেওয়া... ইত্যাদি)।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো এককভাবে চিন্তা করে তোমাকে খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে যাতে সাক্ষাৎকারের সময় তোমরা দ্রুত উত্তর দিতে পারো। এ কাজটির জন্য কিছুসময় বরাদ্দ থাকবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজটি করবে।

তোমাদের কাজ সম্পন্ন হলে পর্যায়ক্রমে প্রতি জোড়াকে সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য জানানোর জন্য আহ্বান করা হবে। উপস্থাপনের সময় নতুন তথ্যের উপর বেশি গুরুত্ব দিবে। সব ক'টি জোড়ার উপস্থাপন সম্পন্ন হলে শিক্ষক তোমাদের উৎসাহিত করবেন এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পারিবারিক দায়িত্বের উপসংহার টানবেন।

শিক্ষককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সাক্ষাৎকার নিচ্ছে

উপহার ৩১-৩২

পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব সম্বন্ধে বাইবেলের শিক্ষা

প্রিয় শিক্ষার্থী, শুভেচ্ছা বিনিময় করে নিচের গানটি অথবা খ্রীষ্টসংগীত, ধর্মগীত থেকে সমতুল্য একটি গান দিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন। তুমি গানটি Youtube অথবা তোমার মা-বাবা/অভিভাবকের কাছ থেকে শিখে নিতে পারো।

প্রণাম করি মিষ্ট যীশু, আসি তোমার দুয়ারে

আমার হৃদয়, বাক্য চিন্তা, কার্য সঁপি তোমারে।।

১. তোমার প্রেমের চিন্তা আমি মনে রাখব সতত
অপর কোন চিন্তার মাঝে যেন না হই বিব্রত।।

২. আমি তুলব চক্ষু তোমায় দেখতে ঊর্ধ্বে আগারে
আমার হৃদে প্রতি স্পন্দন প্রীতি দিবে তোমারে।।

৩. আমি শুনব নিত্য নিত্য তোমার বাক্য সমুদয়
পালন করব তোমার ইচ্ছা প্রীতিযুক্ত বাধ্যতায়।।

৪. অবশেষে আসবে সন্ধ্যা দিনমান শেষ হয়ে
প্রণাম করব এসে তখন সেবার আনন্দ লয়ে।।

৫. আশীর্বাদ দেও, যীশু মোরে তবে আমি কাজে যাই
তোমার সঙ্গে রয়ে আবার তোমার সাক্ষাৎ পাই।।

- গীতাবলী ৫০৩

পরিবারের সদস্যদের প্রতি তোমার দায়িত্ব এবং তোমার প্রতি পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব কী তা বিভিন্নভাবে জেনেছ। এ সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলে কী লেখা আছে তা দেখি।

পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ

শিক্ষক তোমাদের মধ্য থেকে ২/৩ জন শিক্ষার্থীকে ইফিষীয় ৫:২২, ২৩, ২৫, ৩১-৩৩ পাঠ করতে বলবেন। তুমি আগে থেকে পড়ে প্রস্তুত থেকো। তুমিও পড়ার সুযোগ পেতে পারো। ভক্তি সহকারে শুদ্ধ উচ্চারণে বাইবেলের অংশটুকু পাঠ করবে। কোথাও ভুল হলে তিনি সংশোধন করে দিবেন।

স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব

ইফিষীয় ৫:২২, ২৩, ২৫, ৩১-৩৩

তোমরা যারা স্ত্রী, প্রভুর প্রতি বাধ্যতার চিহ্ন হিসাবে তোমরা নিজের নিজের স্বামীর অধীনতা মেনে নাও, কারণ খ্রীষ্ট যেমন মণ্ডলীর, অর্থাৎ তাঁর দেহের মাথা, স্বামীও তেমনি স্ত্রীর মাথা। তাছাড়া খ্রীষ্টই এই দেহের উদ্ধারকর্তা। তোমরা যারা স্বামী, খ্রীষ্ট যেমন মণ্ডলীকে ভালবেসেছিলেন এবং তাঁর জন্য নিজেকে দান করেছিলেন ঠিক তেমনি তোমরাও প্রত্যেকে স্ত্রীকে ভালবেসো।

পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, "এইজন্যই মানুষ মা-বাবাকে ছেড়ে তার স্ত্রীর সংগে এক হয়ে থাকবে আর তারা দু'জন একদেহ হবে।" এটা একটা মহান গুপ্ত সত্য– কিন্তু আসলে আমি খ্রীষ্ট এবং তাঁর মণ্ডলীর কথা বলছি। কিন্তু যাক সেই সব কথা। তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্ত্রীকে নিজের মত ভালবেসো, আর স্ত্রীরও উচিত যেন সে নিজের স্বামীকে সম্মান করে।

সহজ করে বলছি

এই পদগুলোতে স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে মণ্ডলীর তুলনা করা হয়েছে। স্ত্রী যেমন স্বামীর প্রতি বাধ্য ও নম্র, যীশু ও মণ্ডলীর প্রতি আমাদের তেমনি নম্র থাকতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। যীশুখ্রীষ্ট যেমন মণ্ডলীর জন্য জীবন উৎসর্গ করে ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন, স্বামীর উচিত স্ত্রীকে তেমনি ভালোবাসা এবং নিজের জীবন স্ত্রীর জন্য দান করা।

পবিত্র বাইবেলে স্বামী-স্ত্রীকে একত্রে থাকতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। নতুন পরিবার গঠন করার জন্য তারা একত্রে থাকবেন। নতুন পরিবার গঠন করার জন্য মা-বাবা তাদের সাহায্য করবেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও গোপন সত্য। সাধু পৌল স্বামী-স্ত্রীর এই সম্পর্কের সঙ্গে যীশু ও মণ্ডলীর তুলনা করেছেন। যীশু যেমন মণ্ডলীকে ভালোবেসেছেন, স্বামীরও উচিত স্ত্রীকে তেমনি ভালোবাসা। স্বামী-স্ত্রী অবশ্যই একে অপরকে সম্মান করবে।

ইফিষীয় ৬:১-৩; হিতোপদেশ ১:৮-৯, ২২:৬,১৫; ২৩:২২-২৫; ২৯:১৭ এবং লেবীয় ১৯:৩২ পদে মা, বাবা ও সন্তানের দায়িত্ব সম্পর্কে কী বলা হয়েছে তা দেখি-

মা, বাবা ও সন্তানের দায়িত্ব

ইফিষীয় ৬:১-৩

ছেলেমেয়েরা, প্রভু যেভাবে চান সেইভাবেই তোমরা মা-বাবার বাধ্য হয়ে চল, কারণ সেটাই হওয়া উচিত। পবিত্র শাস্ত্রে প্রথম যে আদেশের সংগে প্রতিজ্ঞা রয়েছে তা এই– "তোমার মা-বাবাকে সম্মান কর, যেন তোমার মঙ্গল হয় এবং তুমি অনেক দিন পর্যন্ত এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পার।"

হিতোপদেশ ১:৮-৯

ছেলে আমার, তুমি তোমার বাবার উপদেশে কান দাও; তোমার মায়ের দেওয়া শিক্ষা ত্যাগ কোরো না। সেগুলো হবে তোমার মাথায় জড়াবার সুন্দর মালা আর গলার হারের মত।

হিতোপদেশ ২২:৬, ১৫

ছেলে বা মেয়ের প্রয়োজন অনুসারে তাকে শিক্ষা দাও, সে বুড়ো হয়ে গেলেও তা থেকে সরে যাবে না। ছেলে বা মেয়ের অন্তরে বোকামি যেন বাঁধা থাকে, কিন্তু শাসনের লাঠি তা তার কাছে থেকে দূর করে দেয়।

হিতোপদেশ ২৩:২২-২৫

তোমার বাবার কথা শোন যিনি তোমাকে জন্ম দিয়েছেন; তোমার মা বুড়ী হয়ে গেলে তাকে তুচ্ছ কোরো না। যে কোন মূল্যেই হোক না কেন সত্য, জ্ঞান, শিক্ষা এবং বিচারবুদ্ধি লাভ কর; কোন কিছুর বদলে তা অন্যকে দিয়ো না। ঈশ্বরভক্ত লোকের বাবা মহা আনন্দ লাভ করেন; জ্ঞানী ছেলের বাবা তাঁর ছেলের দ্বারা সুখী হন। তোমার মা-বাবা যেন সুখী হন; যিনি তোমাকে প্রসব করেছেন তিনি যেন আনন্দিতা হন।

হিতোপদেশ ২৯:১৭

তোমার ছেলেকে শাসন কর, তাতে সে তোমাকে শান্তিতে রাখবে আর তোমার প্রাণে আনন্দ দেবে।

লেবীয় ১৯: ৩২ পদ

“যারা বৃদ্ধ তারা কাছে আসলে উঠে দাঁড়াতে হবে এবং তাদের সম্মান করতে হবে। তোমরা তোমাদের ঈশ্বরকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করবে। আমি সদাপ্রভু।”

সহজ করে বলছি

পবিত্র বাইবেলে ঈশ্বরের প্রত্যাশা অনুসারে সন্তানদের মা-বাবার বাধ্য হয়ে চলতে বলা হয়েছে। এখানে মা-বাবাকে সম্মান করতে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। মা-বাবাকে সম্মান করলে সন্তানেরা আশীর্বাদ পাবে এবং তারা দীর্ঘজীবী হবে। তাদের উপদেশ ও শিক্ষা সন্তানের মাথার মুকুট ও গলায় হারের মতো। মাথার মুকুট ও গলায় হার যেমন সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তেমনি মা-বাবার উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করলে সন্তানদের সুন্দর দিকগুলোও মানুষ দেখতে পায়।

সন্তানদের যেভাবে শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন সেভাবে শিক্ষা দিলে তারা বৃদ্ধ হলেও ভুলে যাবে না। তারা না বুঝে অনেক ভুল করে কিন্তু মা-বাবার ভালোবাসাপূর্ণ শাসনের ফলে তা শুধরে নেয়। সন্তানদের মা-বাবার কথা শোনার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। মা-বাবা বৃদ্ধ হলে তাদের অবহেলা করা যাবে না। তাদের কাছ থেকে শিক্ষা, বুদ্ধি ও জ্ঞান লাভ করতে হবে। মা-বাবার পাশাপাশি সকল বৃদ্ধ ব্যক্তিকে যথাযথ সম্মান জানাতে হবে। ঈশ্বরভক্ত ও জ্ঞানী সন্তানদের দেখে মা-বাবা খুশি হন।

একক কাজ

প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা পূর্ববর্তী সেশনে তোমাদের পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের দায়িত্বের ফ্যামিলি ট্রি তৈরি করেছ, সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেও পারস্পরিক দায়িত্ব সম্বন্ধে জেনেছ। এখন পবিত্র বাইবেলের শিক্ষার আলোকে পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব সম্বন্ধে যে দিক-নির্দেশনা রয়েছে তা কতটুকু অনুসরণ করা হচ্ছে বিশ্লেষণ করে প্রত্যেকে লিপিবদ্ধ করো।

শিক্ষার্থীদের কাজ সম্পন্ন হলে কয়েকজনকে প্রশ্ন করে তাদের উত্তরগুলো জেনে নিন। অন্য শিক্ষার্থীরা কোনো নতুন তথ্য পেলে তা নোট করবে।

বিতর্কের প্রস্তুতি

পরবর্তী সেশনে শিক্ষক তোমাদের বাইবেলের শিক্ষার আলোকে একটি বিতর্ক অনুষ্ঠান করতে দিবেন। বিতর্কের বিষয়– **‘পরিবারের সকল সদস্যের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ।’**

শিক্ষক তোমাদের দুটি দলে ভাগ করে দিবেন। একটি পক্ষ দল, অন্যটি বিপক্ষ দল। তোমাদের নির্ধারিত বিষয়টি দলে আলোচনা করে যুক্তি/পয়েন্ট ঠিক করতে হবে। শিক্ষক একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় তোমাদের মধ্য থেকে তিনজন বক্তা নির্বাচন করবেন। তিনজনের মধ্যে একজন হবে দলনেতা। বিতর্কের জন্য তোমরা বাড়ি থেকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে আসবে।

শিক্ষককে ধন্যবাদ জানাও।

উপহার ৩৩

বিতর্ক অনুষ্ঠান

সেশনের শুরুতে শিক্ষকের সঙ্গে ছোটো একটি প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করো।

বিতর্ক অনুষ্ঠান

বাইবেলের শিক্ষার আলোকে তোমাদের আজ একটি বিতর্ক অনুষ্ঠান করতে হবে। বিতর্কের বিষয়– **'পরিবারের সকল সদস্যের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ'** যা পূর্ববর্তী সেশনে জেনেছ।

শিক্ষক ইতোমধ্যে তোমাদের দুটি দলে ভাগ করে দিয়েছেন। একটি **পক্ষ** দল, অন্যটি **বিপক্ষ** দল। তোমাদের নির্ধারিত বিষয়টি দলে আলোচনা করার জন্য নির্দিষ্ট সময় দিবেন। ঐ সময় অন্যান্য শিক্ষার্থীরা বিতর্ক অনুষ্ঠান পরিচালনার প্রস্তুতি নিবে। তোমাদের মধ্য থেকে একজন সময় রক্ষক ঠিক করে দিবেন। একজন শিক্ষার্থীকে সঞ্চালনার দায়িত্ব দেওয়া হবে।

প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে শিক্ষক বিতর্কের নিয়মাবলি জানিয়ে দিবেন। সাধারণ বক্তা সময় পাবে তিন মিনিট। দলনেতার জন্য সময় বরাদ্দ থাকবে পাঁচ মিনিট। প্রথমে দেওয়া হবে তিন মিনিট এবং যুক্তি খন্ডানোর জন্য দুই মিনিট। এরপর বিতর্কের কার্যক্রম শুরু করবেন।

বিতর্ক অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষক বিজয়ী দল ও শ্রেষ্ঠ বক্তার নাম ঘোষণা করবেন।

তোমাদের শ্রেণিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা যদি কম হয় সেক্ষেত্রে বিষয়টির উপর শিক্ষক ভিন্ন কাজ করাতে পারেন।

শিক্ষককে আনন্দদায়ক কাজটির জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

উপহার ৩৪-৩৬

পরিবারের সদস্যদের প্রতি দায়িত্ব পালন

শুভেচ্ছা বিনিময় করে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন।

জোড়ায় কাজ

প্রিয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক তোমাদের জোড়ায় ভাগ করে দিবেন। তোমার মা-বাবা/গুরুজনের প্রতি তোমার দায়িত্ব কী তা জেনেছ। তুমি তোমার পরিবারের যে কোনো দুজন সদস্যের প্রতি কোন কোন দায়িত্ব কীভাবে পালন করতে চাও তা জোড়ায় আলোচনা করে পরিকল্পনা তৈরি করবে। পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য যে সময় বরাদ্দ থাকবে সে সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করবে। প্রয়োজনে শিক্ষক তোমাকে সহায়তা করবেন।

বাড়ির কাজ

পরবর্তী সেশনের আগেই তোমরা প্রত্যেকে পরিকল্পনা অনুযায়ী বাড়িতে এ কাজটি সম্পন্ন করবে এবং খাতায় লিপিবদ্ধ করবে। প্রয়োজনে মা-বাবা/অভিভাবকের সহায়তা নিতে পারবে।

তথ্য ছক পূরণ করি

পরবর্তী সেশনে শিক্ষক কাজটি সম্পন্ন করার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন। তোমার মা-বাবা/গুরুজনের প্রতি যে দায়িত্ব পালন করেছ তার মধ্য থেকে দুটি দায়িত্বের বিবরণী নিচের তথ্য ছকে পূরণ করতে হবে। পূরণকৃত তথ্য ছকে তোমার মা-বাবা/অভিভাবকের স্বাক্ষর নিয়ে জমা দিবে।

তথ্য ছকের নমুনা–

শিক্ষার্থীর নাম :

পরিবারের যে সদস্যের প্রতি দায়িত্ব পালন করেছ তার পরিচয় :

যে যে দায়িত্ব পালন করেছ তার তালিকা :

যেভাবে দায়িত্ব পালন করেছ :

তোমার অনুভূতি :

এরূপ অনুভূতির কারণ :

এ দায়িত্ব পালনে যিনি তোমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন তার নাম :

পরবর্তী সময়ে আর যে সকল দায়িত্ব পালনে তুমি ইচ্ছুক :

মা/বাবা/অভিভাবকের স্বাক্ষর :

মহান কাজটির জন্য শিক্ষক তোমাদের প্রশংসা করবেন।

ধারাবাহিক কাজ

প্রিয় শিক্ষার্থী, প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহের দ্বিতীয় সেশনের আগেই পরিবারের অন্তত একজন সদস্যের প্রতি কোনো দায়িত্ব পালন করে তোমার বইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠার কার্যসম্পাদন ছকে লিখবে যেখানে তোমার মা-বাবা/অভিভাবকের মতামত ও স্বাক্ষর থাকবে এবং শিক্ষকেরও স্বাক্ষর থাকবে। তোমার মা-বাবা/অভিভাবক ছকটি বুঝতে না পারলে তোমার বইয়ের এ অংশে নিচের ঘরের লেখাটি তাদের দেখাও।

প্রিয় মা-বাবা/অভিভাবক,

আপনার সন্তান বা পোষ্য পরিবারের কোনো সদস্যের প্রতি কিছু দায়িত্ব পালন করবে। এ কাজটি প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহের কোন তারিখে, কোন সদস্যের প্রতি করেছে এবং কীভাবে করেছে তা নিচের ছকে লিখবে। কাজটি সে করেছে কি না সে বিষয়ে আপনি ছকটিতে আপনার নির্ধারিত ঘরে মতামত লিখবেন।

শিক্ষককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

কার্যসম্পাদন ছক–

মাসের নাম ও সম্পাদনের তারিখ	পরিবারের যে সদস্যের প্রতি দায়িত্ব পালন করেছ তার পরিচয়	যে যে দায়িত্ব পালন করেছ তার তালিকা	যেভাবে দায়িত্ব পালন করেছ	তোমার অনুভূতি	এরূপ অনুভূতির কারণ	এ দায়িত্ব পালনে যিনি তোমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন তার নাম	পরবর্তী সময়ে আর যে সকল দায়িত্ব পালনে তুমি ইচ্ছুক	মা/বাবা/অভিভাবকের স্বাক্ষর	শিক্ষকের স্বাক্ষর

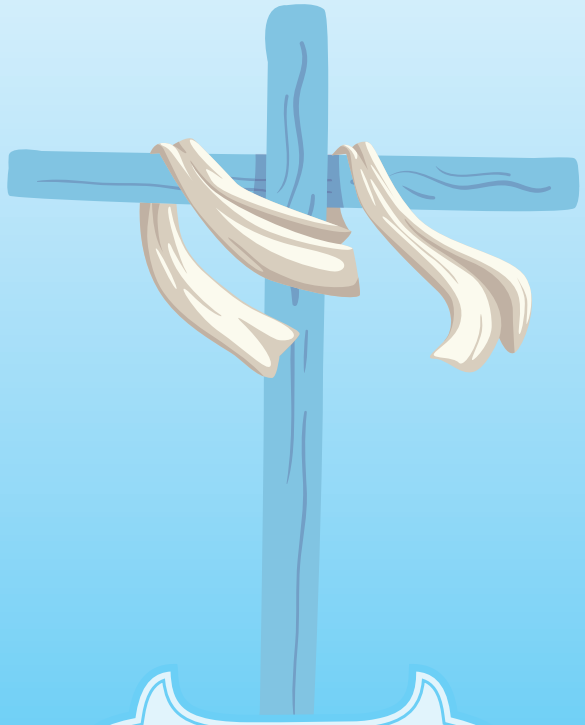

অঞ্জলি ৩

প্রিয় শিক্ষার্থী,

অঞ্জলি ৩-এ তোমরা কয়েকটি নতুন অভিজ্ঞতা পেতে যাচ্ছ। তোমাদের কাছে প্রতিটি উপহার কিছু মজার অভিজ্ঞতা দেবে যার মাধ্যমে তোমরা ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে সমাজকে উন্নয়ন করার একটি পূর্ণ ধারণা পাবে। এই অঞ্জলিতে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির (ফাদার চার্লস জে ইয়াং, মিস এলেন আর্ণল্ড ও গ্রেটা থুনবার্গ) জীবনী এবং সেবামূলক কাজে তাদের অবদান সম্পর্কে জানতে পারবে। তোমরাও কিছু বাস্তব অভিযানের মুখোমুখি হবে যাতে তোমরাও ভবিষ্যতে সমাজের কল্যাণে ত্যাগের মাধ্যমে সেবা কাজ করতে পারো। সেইসঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে সহমর্মিতায় উজ্জীবিত হয়ে মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজের কল্যাণে নিজেকে সব সময় নিয়োজিত রাখতে পারো।

অভিজ্ঞতা ১

উপহার ৩৭

চলো পরিদর্শন করতে যাই

প্রিয় শিক্ষার্থী, এই সেশনে তোমাদের শিক্ষক স্কুলের আশপাশের এলাকায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ি বা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে নিয়ে যাবেন। আশা করি তুমি খুব আনন্দিত হয়েছ যে একটি নতুন অভিযানে যুক্ত হচ্ছো এবং নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে যাচ্ছ।

পরিদর্শনের দিন

তোমার শিক্ষক যেভাবে নির্দেশ দেন সেভাবে তোমরা প্রস্তুত হয়ে আসবে। শিক্ষক যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানে তোমরা সুশৃঙ্খলভাবে থাকবে। তুমি যে বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ি বা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে যাচ্ছ, তাঁর ত্যাগ ও সেবার কাজগুলো তুমি ভালোভাবে দেখবে। সুযোগ পেলে তার সাক্ষাৎকার নিবে। তিনি কীভাবে সমাজের কল্যাণে কাজ করেছেন এবং তাঁর জীবনে এই সেবা কাজের জন্য কী কী ত্যাগ করতে হয়েছে জেনে নিবে। সাক্ষাৎকারের সুযোগ না পেলে তার প্রতিষ্ঠান বা বাড়ির সদস্যদের সাক্ষাৎকার নিবে। তার জীবনী নিয়ে যদি কোনো বই বা প্রকাশনা থাকে সেখান থেকেও তথ্য সংগ্রহ করবে। তোমাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় খাতা ও কলম নিবে যেন তোমরা তথ্যগুলো লিখতে পারো। পরিদর্শন শেষে বিশিষ্ট ব্যক্তি বা তার পরিবারকে ধন্যবাদ জানাও। এরপর শিক্ষকের নির্দেশমতে সুশৃঙ্খলভাবে ফিরে আসবে।

পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষককে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

উপহার ৩৮

পোস্টার পেপারে লিখন

প্রিয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক তোমাদের কোনো একজনকে সেশনের শুরুতে প্রার্থনা করতে বলতে পারেন, তাই প্রস্তুত থেকো।

এই সেশনে শিক্ষক তোমার একজন সহপাঠীর সঙ্গে তোমাকে জোড়ায় কাজ দিবেন। বিগত পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা জোড়ায় আলোচনা করে পোস্টার পেপারে লিখবে এবং উপস্থাপন করবে। শিক্ষক তোমাকে পোস্টার পেপার ও লেখার প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করবেন।

পোস্টার তৈরি

শিক্ষার্থী, আশাকরি তুমি তোমার একজন সহপাঠীকে পোস্টার তৈরির কাজে তোমার সঙ্গে পেয়েছ। তোমরা বিগত সেশনে যে বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ি বা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছ সে বিষয়ে দুজন মিলে আলোচনা করো। আলোচনার পর তিনি জীবনে ত্যাগস্বীকার করে যে সেবার কাজগুলো করেছেন, সে বিষয়ে কমপক্ষে ছয়টি বিষয়ের তালিকা তৈরি করো।

ছয়টি বিষয়ের তালিকা

১. বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় (মুক্তিযোদ্ধা/ মিশনারি/লেখক/ কবি/ ডাক্তার, ইত্যাদি)

২. সেবা কাজের উদ্দেশ্য

৩. সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা

৪. সেবামূলক কাজ করার উৎসাহের কারণ

৫. সেবা কাজের বিবরণ

৬. সেবা কাজের জন্য ত্যাগস্বীকারসমূহ

তোমাদের লেখার জন্য ইতোমধ্যে পোস্টার পেপার ও মার্কার পেন দেওয়া হয়েছে, সেগুলো এবার ব্যবহার করো। ছয়টি বিষয় ছাড়াও যদি অতিরিক্ত কোনো বিষয় তোমরা খুঁজে পাও সেগুলোও লিখে রাখো। লেখা শেষ হয়ে গেলে তোমাদের তৈরি পোস্টার পেপারগুলো শিক্ষকের কাছে জমা দাও। শিক্ষক তোমাদের সেবা কাজের এই তালিকাগুলো উপস্থাপন করতে বলবেন। উপস্থাপনার জন্য তুমি প্রস্তুত থেকো।

পোস্টার পেপার উপস্থাপন

তোমাদের শিক্ষক সামনে ডাকলে তার কাছ থেকে পোস্টার পেপারটি নিয়ে নির্ধারণ করে বা দেওয়ালে মাস্কিং টেপ দিয়ে ঝুলিয়ে দাও। তোমাদের প্রতিটি দলকে শিক্ষক সময় দেবেন। ঐ সময়ের মধ্যে তোমাদের উপস্থাপন করতে হবে। এরপর প্রতিটি সেবাকাজের বিবরণ বর্ণনা করো এবং তোমার কী ধারণা হয়েছে প্রকাশ করো। ছয়টি বিষয় ছাড়াও যদি অতিরিক্ত কোনো বিষয় তোমাদের চোখে পড়ে তোমরা সেগুলোও লিপিবদ্ধ করবে।

উপস্থাপনা শেষ হলে তোমাদের পোস্টার পেপারগুলো সংগ্রহ করে শিক্ষককে জমা দাও।

মনে রেখো, যে বিষয়গুলো তুমি পোস্টার পেপারে লিখেছ তা অতি মূল্যবান। তাই জমা দেওয়ার পূর্বে পোস্টার পেপারে লিখিত বিষয়গুলো তোমার নোটবুকে রেকর্ড করে রেখো।

সেশন শেষে তোমার শিক্ষককে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দাও।

উপহার ৩৯-৪০

আত্মত্যাগের মাধ্যমে অন্যকে সেবা

প্রিয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও সহপাঠীদের শুভেচ্ছা জানাও। শিক্ষক একটি গান এবং প্রার্থনা দিয়ে শুরু করবেন।

বরষ আশিষ বারি

(আজি) অবিরত ধারে যীশু সবার উপরি।

১. কি উপহার দিব আজি, গুণধাম,
এই এনেছি ভগ্ন চিত্ত হল পাপহারি।

২. জ্বাল প্রেম-অগ্নি সকল হৃদয়ে,
সবে পরসেবা তরে যেন প্রাণ দিতে পারি

৩. তব বলে কর সবে বলবান,
মোরা জীবন সংগ্রামে যেন জয়ী হতে পারি।

৪. পূর্ণ কর সবে পবিত্র আত্মায়,
যেন জগতেরে তব প্রেমে মাতাইতে পারি।

খ্রীষ্ট সংগীত ১৫৪

এ সেশন দুটিতে শিক্ষক তোমাদের এবার আরও গভীরভাবে সমাজের কল্যাণে ত্যাগের মাধ্যমে সেবা করার মনোভাবের উপর পবিত্র বাইবেল থেকে এবং একজন ঐতিহাসিক মহান ত্যাগী মিশনারির বিষয়ে আলোচনা করবেন। তার জীবনের গল্পের মাধ্যমে তোমরা খুঁজে পাবে কীভাবে নিজের জীবনের সুখ ও বিলাসিতাকে অস্বীকার করে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে তারা সাধারণ মানুষের মধ্যে বসবাস করে সেবাদান করেছেন।

পবিত্র বাইবেল পাঠ

শিক্ষক তোমাদের মধ্যে একজনকে পবিত্র বাইবেল থেকে ২ করিন্থীয় ১১:১৬-২৯ পদ পড়তে বলবেন।

প্রেরিত পৌলের কষ্টভোগ ও ত্যাগ

২ করিন্থীয় ১১:১৬-২৯ পদ

আমি আবার বলি, কেউ যেন আমাকে বোকা মনে না করে। অবশ্য যদি তোমরা তা-ই মনে করে থাক তবে বোকা হিসাবেই আমাকে গ্রহণ কর, যেন আমি একটুখানি গর্ব করতে পারি। আমি এখন যা বলছি তা প্রভুর আদেশ মত বলছি না, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে গর্ব করতে গিয়ে বোকার মতই বলছি। মানুষ যা নিয়ে গর্ব করে, অনেকেই যখন তা নিয়ে গর্ব করছে তখন আমিও করব না কেন? তোমরা জ্ঞানী বলে খুশী হয়ে বোকাদের সহ্য কর। শুধু তা-ই নয়, যদি কেউ তোমাদের দাস বানায়, তোমাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে, তোমাদের ফাঁদে ফেলে, তোমাদের মনিব হয়ে দাঁড়ায় কিম্বা তোমাদের গালে চড় মারে, তোমরা সেই সবও সহ্য কর। আমি লজ্জার সংগে স্বীকার করছি যে, এই সব ব্যাপারে আমরা তোমাদের প্রতি দুর্বল ছিলাম।

যা নিয়ে অন্যেরা গর্ব করতে সাহস করে আমিও তা নিয়ে গর্ব করতে সাহস করি; এই কথা আমি বোকার মতই বলছি। যারা গর্ব করে তারা কি ইব্রীয়? আমিও তা-ই। তারা কি ইস্রায়েলীয়? আমিও তা-ই। তারা কি অব্রাহামের বংশধর? আমিও তা-ই। তারা কি খ্রীষ্টের সেবাকারী? আমি আরও বেশি করে তা-ই। মনে রেখো, আমি মাথা-খারাপ লোকের মত কথা বলছি। খ্রীষ্টের সেবা করতে গিয়ে আমি তাদের চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রম করেছি, আরও অনেক বার জেল খেটেছি, আরও অনেক বার মার খেয়েছি, অনেক বার মৃত্যুর মুখে পড়েছি। যিহূদীদের হাতে পাঁচ বার আমি ঊনচল্লিশ ঘা চাবুক খেয়েছি, বেত দিয়ে তিন বার আমাকে মারা হয়েছে। এক বার আমাকে পাথর মারা হয়েছিল। তিন বার আমার জাহাজ-ডুবি হয়েছিল। একদিন ও একরাত আমি সমুদ্রের জলের মধ্যে ছিলাম। আমি অনেক দেশ ঘুরেছি। বন্যা, ডাকাত, নিজের জাতির লোক এবং অযিহূদীদের দরুণ আমি বিপদে পড়েছি। তা ছাড়া শহরে, মরু-এলাকায়, সমুদ্রে এবং ভণ্ড ভাইদের মধ্যেও আমি বিপদে পড়েছি।

খ্রীষ্টের সেবা করতে গিয়ে আমি কষ্টের মধ্যেও কঠিন পরিশ্রম করেছি। আমি অনেক রাত জেগেছি, খিদে ও পিপাসায় কষ্ট পেয়েছি, না খেয়ে থেকেছি, ঠাণ্ডায় ও কাপড়-চোপড়ের অভাবে কষ্ট পেয়েছি। বাইরের এই সব ব্যাপার ছাড়াও সব মণ্ডলীগুলোর জন্য রোজই আমার উপর চিন্তার চাপ পড়ছে। কেউ দুর্বল হলে আমি কি তার দুর্বলতার ভাগী হই না? কারও দরুন কেউ পাপে পড়লে আমি কি অন্তরে জ্বালা বোধ করি না?

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

প্রেরিত পৌল একজন সাহসী প্রচারক, যিনি যীশু খ্রীষ্টের জন্য মৃত্যুও গ্রহণ করতে সব সময় প্রস্তুত থাকতেন। তিনি যদিও এক সময় শিক্ষিত ফরিসী ছিলেন এবং তার বাবা একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন তারপরও যীশুখ্রীষ্টের জন্য তিনি তার ধনসম্পদ ছেড়ে সুসমাচার প্রচার করার জন্য সমস্ত কষ্ট ভোগ করেছেন। আমরা ২ করিন্থীয় ১১:১৬-২৯ পদ পেড়েছি, যেখানে পৌল তার কষ্টভোগের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি এই দুঃখভোগ সহ্য করেছেন শুধু মানুষকে মুক্তির পথ দেখাবার জন্য। প্রেরিত পৌল তার জীবনের সমস্ত আনন্দ ও সুখভোগ ত্যাগ করে শুধু যীশুখ্রীষ্টের কথা প্রচার করার জন্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কষ্টভোগ করেছেন। তিনি চার্চগুলোর জন্য চিন্তা করতেন এবং যখন কেউ কষ্টে জীবন যাপন করতো তিনিও তখন কষ্ট পেতেন। আমাদের জীবনে যখন আমরা অন্যের কষ্ট দেখি তখন তাদের জন্য আমাদেরও দুঃখভোগ করা উচিত। তাদের কষ্টের সঙ্গে এক হয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা দরকার। এই সময় একজন মহীয়সী নারীর জীবনী আলোচনা করব যিনি নিজের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে মানুষের সেবা করে গেছেন।

মিস এলেন আর্ণল্ড (১৮৫৮- ০৯ জুলাই, ১৯৩১)

জন্ম ও আহ্বান

মিস এলেন আর্ণল্ড ৫ জুলাই ১৮৫৮ সালে এস্টন, ওয়ারউইকশ্যায়ার, ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা আলফ্রেড আর্ণল্ড একজন জুয়েলারী ব্যবসায়ী ছিলেন এবং মা জেইন সপরিবারে ১৮৭৯ সালে অ্যাডিলেড, অস্ট্রেলিয়ায় অভিবাসী হন। মিস আর্ণল্ড, ফ্লিন্ডার্স স্ট্রিট ব্যাপ্টিস্ট চার্চে ১১ বছর বয়সে বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করেন। সেই চার্চের পালক রেভা, সাইলাস মিড-এর অনুপ্রেরণায় তিনি প্রথম মানবসেবা কাজের জন্য উৎসাহিত হন। তিনি মেডিকেল ট্রেনিং গ্রহণ করেন এবং অ্যাডিলেড হাসপাতালের দুইজন নার্সকে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা এবং গুটিবসন্ত রোগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তার বান্ধবী ম্যারি গিলবার্টসহ প্রথমে কলকাতায় আসেন। কলকাতা ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটির ভাষা স্কুলে বাংলা ভাষা শিখেন। এরপর মিস আর্ণল্ড ও মিস গিলবার্ট প্রথম ফরিদপুরে আসেন, কিন্তু তার পূর্ববঙ্গের আবহাওয়া সহ্য হচ্ছিল না বিধায় তিনি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়াতে ফিরে যান। ১৮৮৫ সালে তার সঙ্গে আরও নারী মিশনারি সদস্যদের নিয়ে তিনি পুনরায় পূর্ববাংলায় ফিরে আসেন।

ত্যাগ ও সেবার মহিমা

মিস এলেন আর্ণল্ড ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আরও নারী মিশনারি সদস্যদের নিয়ে কুমিল্লা জেলায় প্রথম সেবা কাজ শুরু করেন। সেখানে তিনি অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটির পক্ষে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ত্রিপুরার মহারাজার কাছ থেকে একটি জমি কিনে সেখানে একটি ইটের দালানের মিশন হাউস তৈরি করেন। একজন নারী বিদেশিনী হয়ে বার্জে করে, কয়লা আনিয়ে সেই জ্বালানি দিয়ে ইটের ভাটায় ইট পুড়িয়ে দালান তৈরি করেন। তিনি ১৮৯১-৯২ খ্রীষ্টাব্দে যখন অস্ট্রেলিয়ায় ছুটিতে ছিলেন তখন দালানের কাজ শেষ হয় কিন্তু সেই বাড়িতে তিনি ফিরে আসতে পারেননি। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সরাসরি পাবনাতে আসেন এবং নারীদের মধ্যে শিক্ষা চিকিৎসা ও প্রচার কাজ শুরু করেন। পাবনায় মিশনারিদের কোনো থাকার ঘর ছিল না। মিস আর্ণল্ড একটি ভাড়া বাসায় থেকে স্বাস্থ্য সেবা দিতেন। এর পাশাপাশি তিনি তার বন্ধুদের কাছে অর্থের জন্য চিঠি লিখতে থাকলেন যাতে পাবনাতে একটি মিশন হাউস তৈরি করতে পারেন। তার প্রার্থনা ও অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি মিশন হাউস তৈরির টাকা জোগাড় করতে পেরেছিলেন এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে একটি মিশন বাড়ি তৈরি করেন যেটি জেনানা হাউস নামে পরিচিত (প্রকৃত নাম John Price House)। ঐ বাড়িটিতে তিনি দুঃস্থ মহিলাদের জন্য আশ্রম তৈরি করেছিলেন। মিস আর্ণল্ডের সঙ্গে স্বাস্থ্য সেবায় যোগ দিয়েছিল ডা. চার্লস হোপ এবং তার স্ত্রী ডা. লারা হোপ। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি পাবনার দাশুরিয়ার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য ত্রাণ এবং কুচলিয়া বিলের কৃষকদের বীজ দিয়ে সাহায্য করেছেন। কুচলিয়াতে একটি মিশন স্টেশন করে সেখানে একটি বালিকা বিদ্যালয় এবং একটি বালক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

এই পরিশ্রমী আর্তমানবতার সেবায় রত কুমারী বিদেশিনী ভীষণভাবে চেয়েছিলেন পাবনার জেনানা হউস থেকে স্বাস্থ্যসেবা করে যাবেন। পরবর্তীকালে তাকে নিজের প্রচেষ্টায় অর্থ সংগ্রহ করে বাড়ি করা জেনানা হাউসে থাকতে দেওয়া হয়নি। তার একটি বড় কারণ অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটি তাকে পেনশন গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল এবং মিশন হাউস ছেড়ে অন্য স্থানে যেতে আদেশ করেছিল। সেই দিন তিনি একা মিশন হাউস থেকে চোখের জলে বের হয়ে যান এবং একটি খোলা গরুর গাড়িতে চড়ে ১২ মাইল পথ অতিক্রম করে আতাইকোলা মিশন স্টেশনে চলে আসেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে মিস আর্ণল্ড আতাইকুলা এবং বেড়া এই দুই স্থানে সেবাকাজ শুরু করেছিলেন। এই দুই অঞ্চল জলাশয় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও শুকনো মৌসুমে কলেরার প্রাদুর্ভাব প্রচন্ড ছিল। তিনি বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা শুরু করেন। পরবর্তীকালে আতাইকুলাতে একটি চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। সেই কেন্দ্র থেকে তিনি প্রতিদিন বিনামূল্যে রোগী দেখতেন এবং নামমাত্র মূল্যে ঔষধ দিতেন। মিস আর্ণল্ড কয়েক রকম ওষুধের মিক্সার গরম পানিতে ফুটিয়ে কাচের শিশিতে ভরে রাখতেন। অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর ছিলো বলে ওষুধের নাম পড়তে পারতো না। তাই তিনি কয়েকটি ওষুধের সংমিশ্রণে তরল ওষুধ শিশিতে করে রোগীদের দিতেন যাতে তারা সঠিক চিকিৎসা পায়।

মিস আর্ণল্ড নামে তার অমতে একটি ইনসিওরেন্স করা হয়। তিনি ১৯২৮ সালে তার চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমি কখনো আমার জীবনের বীমা করিনি এবং কখনো আমার বৃদ্ধ বয়সের জন্য সঞ্চয় করিনি, তাই আমার স্বর্গের পিতা ছাড়া আর কোনো কিছু চাওয়ার নাই।" তিনি ইনসিওরেন্স গ্রহণ করেননি। তার চিকিৎসা সেবার কথা শুনে বাংলার ব্রিটিশ গভর্নর কৌতূহলী হয়ে আতাইকুলা পরিদর্শনে আসেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারের সর্বোচ্চ সম্মানিত পদক 'কাইজার-ই-হিন্দ' পদকে ভূষিত হন। কিন্তু তিনি নম্রতায় ঐ পদক গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি যীশুখ্রীষ্টের বাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন, "আমি সেবা পেতে আসি নাই কিন্তু সেবা দিতে এসেছি।"

মৃত্যু

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে শেষবারের মতো মিস আর্ণল্ড ছুটি কাটাতে অস্ট্রেলিয়াতে যান। অথচ তার মন পড়ে ছিলো বাংলার হতদরিদ্র মানুষের জন্য, বারবার তাদের ম্লান, ক্ষুধার্ত, অসুস্থ চেহারা মনে পড়ত। তিনি দুঃস্থ মানুষদের কষ্টে ব্যথিত হয়ে আবার ফিরে যেতে চাইলেন আতাইকুলাতে, কিন্তু মিশন বোর্ড তার শারীরিক অবস্থা দেখে কোনোভাবে পাঠাতে রাজি হয়নি। অবশেষে সবার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে পাবনার আতাইকুলাতে ফিরে আসেন। বার্ধক্য ও অসুস্থ শরীর নিয়ে আবার কাজ শুরু করেন। তিনি আতাইকুলাতে আর দালান করেননি, একটি কুঁড়েঘরে থাকতেন। এক মরণ রোগ তাকে পেয়ে বসেছিল। মিশন বোর্ড তার চিকিৎসা ও অপারেশনের ব্যবস্থা করেছিল। তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন, "মিশন হাউস যেন আমাকে না নেয়, আমি এই গ্রামেই থাকতে চাই যতদিন না আমার প্রভু আমাকে তাঁর কাছে তুলে নেন।" ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুলাই এই মহীয়সী নারী আতাইকুলাতে তাঁর কুঁড়েঘরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইছামতি নদীর তীরে ঢাকা পাবনা হাইওয়ের পাশে তিনি খ্রীষ্টানদের জন্য একটি কবরস্থান তৈরি করেছিলেন। সেখানে তাকে সমাধি দেওয়া হয় যা এখনও তার সাক্ষ্য বহন করে।

এই পরিশ্রমী মহীয়সী নারী সমস্ত সুখ ত্যাগ করে নিজের দেশ ছেড়ে একটি কুটিরে এসে বসবাস করেছেন। নিজের জন্য সমস্ত সম্মান, সুবিধা ও উপহার প্রত্যাখ্যান করেছেন। ঝড়, বৃষ্টি, রোদের মধ্যে সাইকেল চালিয়ে, গরুর গাড়িতে করে এবং নৌকায় করে চিকিৎসা সেবা দিতেন। অনেকবার তিনি বর্ষাকালে বিলের মধ্যে ঝড়-বৃষ্টিতে পড়েছিলেন। প্রেরিত পৌল যেমন তার সাক্ষ্যে খ্রীষ্টের জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করে নিপীড়ন, ক্ষুধা, দারিদ্র্যে ভুগেছেন, অসুস্থতা, ঝড়, নৌকাডুবিতে পড়েছেন (২ করিন্থীয় ১১:১৬-২৯ পদ), মিস আর্ণল্ড তেমনি প্রেরিত পৌলের মতো কষ্টের জীবন যাপন করে মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র : ড. ডেনিশ দিলিপ দত্ত, আশীর্বাদের ঝর্ণাধারায়, বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ ফেলোশিপ, ঢাকা। পৃষ্ঠা নং ৩৯-৪৫, ৪৭

এসো একক কাজ করি

মানচিত্রের মাধ্যমে বর্ণনা

তোমরা একটা সাদা কাগজে নিচে ছাপানো বাংলাদেশের মানচিত্র দেখে অঙ্কন করবে। এরপর ঐ মানচিত্রে মিস এলেন আর্ণল্ড যে এলাকা (উপজেলা) ও জেলা থেকে তার সেবাকাজ শুরু করেছে, সেই স্থানগুলো সনাক্ত করতে হবে এবং তার মিশনারি যাত্রার রোডম্যাপ অঙ্কন করতে হবে। রোডম্যাপ তৈরি করার পর যে সমস্ত এলাকায় তিনি তার ত্যাগের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার কাজ করেছেন সেই স্থানসমূহ তীর চিহ্ন দিয়ে সনাক্ত করো এবং কাগজের ডান পাশে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দাও।

নিচের মানচিত্রের ছবি দেখে অঙ্কন করো।

বাংলাদেশের মানচিত্র

পরবর্তী সেশনে তোমরা বাইবেল থেকে আরও একটি ত্যাগের মাধ্যমে সেবার ব্যাখ্যা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনী সম্পর্কে জানবে।

শিক্ষক হয়তো শেষে তোমাকে প্রার্থনা করতে বলতে পারেন বা নিজে করবেন। সেশন শেষে শিক্ষককে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় জানাও।

উপহার ৪১-৪২

সমবায় উন্নয়নে ত্যাগের মাধ্যমে সেবা

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, বিগত দুটি সেশনে তোমরা পবিত্র বাইবেল থেকে এবং একজন উনিশ শতকের মিশনারির সেবা করার জন্য কষ্টভোগ ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে সেবা করার বেশ ভালো ধারণা পেয়েছ। এই দুটি সেশনেও তোমরা বাইবেল ও একজন মিশনারির জীবনী থেকে সমবায় উন্নয়নে ত্যাগের মাধ্যমে সেবা দান করে সমাজের কল্যাণ কীভাবে সাধন করা যায় তার উজ্জ্বল ধারণা পাবে । শিক্ষক তোমাকে নির্দিষ্ট পাঠ থেকে পবিত্র বাইবেল পড়তে বলবেন। তাই আগে থেকে নিচের দেওয়া বাইবেল পাঠের অংশটুকু পড়ে প্রস্তুত থেকো।

পবিত্র বাইবেল পাঠ

শিক্ষক তোমাদের মধ্যে একজনকে পবিত্র বাইবেল থেকে প্রেরিত/শিষ্যচরিত ৪:৩২-৩৭ পদ এবং মথি ৭:১২ পদ পড়তে বলবেন। প্রস্তুত থেকো বা তুমি বাইবেল পাঠ করতে চাইলে শিক্ষককে অনুরোধ করতে পারো।

শিষ্যদের মধ্যে ত্যাগের ও সেবার মনোভাব

প্রেরিত/শিষ্যচরিত ৪:৩২-৩৭ পদ

“খ্রীষ্টে বিশ্বাসীরা সবাই মনেপ্রাণে এক ছিল। কোন কিছুই তারা নিজের বলে দাবি করত না বরং সব কিছুই যার যার দরকার মত ব্যবহার করত। প্রেরিতেরা মহাশক্তিতে সাক্ষ্য দিতে থাকলেন যে, প্রভু যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন, আর তাদের সকলের উপর ঈশ্বরের অশেষ দয়া ছিল। তাদের মধ্যে কোন অভাবী লোক ছিল না, কারণ যাদের জমি কিম্বা বাড়ী ছিল তারা সেগুলো বিক্রি করে টাকা-পয়সা এনে প্রেরিতদের পায়ের কাছে রাখত। পরে যার যেমন দরকার সেইভাবে তাকে দেওয়া হত। যোষেফ নামে লেবির বংশের একজন লোক ছিলেন। সাইপ্রাস দ্বীপে তাঁর বাড়ী ছিল। তাঁকে প্রেরিতেরা বার্ণবা, অর্থাৎ উৎসাহদাতা বলে ডাকতেন। তাঁর এক খণ্ড জমি ছিল; তিনি সেটা বিক্রি করে টাকা এনে প্রেরিতদের পায়ের কাছে রাখলেন।”

মথি ৭:১২

“তোমরা অন্য লোকদের কাছ থেকে যেরকম ব্যবহার পেতে চাও তোমরাও তাদের সংগে সেইরকম ব্যবহার কোরো। এটাই হল মোশির আইন-কানুন ও নবীদের শিক্ষার মূল কথা।”

তোমাকে একটু সহজভাবে বলি

যীশুকে যারা বিশ্বাস এবং গ্রহণ করেছিল তারা প্রত্যেকে ধনী বা স্বচ্ছল ছিল না, অনেকেই ছিল দীনহীন। খ্রীষ্টের শিক্ষা এবং যীশুখ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে হলে দুনিয়ার ধনসম্পদ ত্যাগ করে অনুসরণ করতে হবে। এই শিক্ষা তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিল। যারা ধনী ছিল প্রত্যেকে তাদের ধনসম্পদ এনে এক জায়গায় রাখত। দীনহীন বা ধনী সকলে যার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সেখান থেকে নিত। এ যেন কিছুটা সমবায় সমিতির মতো, সকলে সমানভাবে জীবন যাপন করত। যীশুখ্রীষ্ট যেভাবে ত্যাগের মহিমায় নিজেকে সমর্পণ করেছেন, তেমনি তাঁর অনুসারীরা তাদের নিজেদের সম্পত্তির মায়া ত্যাগ করে তাদের খ্রীষ্টিয়ান ভাইবোনদের জন্য দিয়েছিল। এ কারণে প্রত্যেকে তাদের জীবন মান উন্নত করে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হয়েছিল। আমরাও এভাবে আমাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে যারা অভাবে আছে তাদেরকে সাহায্য করতে পারি। আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা যেমন নিজেদের জন্য অন্যের কাছ থেকে আশা করি ঠিক একই রকমভাবে অন্যরাও আশা করে। অতএব, শুধু নিজের জন্য চিন্তা না করে অন্যের দুঃখ-দুর্দশার দিনে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। ঈশ্বর আমাদের কাছে থেকে এমন সেবাই আশা করেন।

আজ আমরা এমন একজন ব্যক্তির সম্পর্কে জানব যিনি নিজের জন্য চিন্তা না করে অন্যের দুঃখ-দুর্দশার দিনে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি হলেন শ্রদ্ধেয় ফাদার চার্লস জে. ইয়াং, সিএসসি।

ফাদার চার্লস জে. ইয়াং, সিএসসি (১৯০৪-১৯৮৮)

জন্ম ও শিক্ষাজীবন

ফাদার চার্লস যোসেফ ইয়াং, সিএসসি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে জন্মগ্রহণ করেন। তার মা মেরী ও বাবা ডানিয়েল ইয়াং মিলে একটি সুখী পরিবার। পরিবারে চার সন্তানের মধ্যে চার্লস ছিলেন তৃতীয়। চতুর্থ সন্তান জন্ম দেয়ার সময় চার্লসের মা মারা যান। দানিয়েল ইয়াং সন্তানদের দেখাশোনা ও চাকুরি একসঙ্গে সামলাতে না পেরে চার্লসকে একটি অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেন। সেখান থেকে চার্লস একটি সেমিনারিতে দারোয়ানের চাকরি করা শুরু করেন। প্রাথমিক স্কুল পার হয়ে তিনি নিউইয়র্কের দ্যা মোস্ট হলি রোজারিও হাই স্কুলে ভর্তি হন। সেখানেই ঐ ধর্মপল্লীর যাজক পূর্ব বাংলায় বা বর্তমানে বাংলাদেশে মিশনারি হিসেবে যোগ দিতে উৎসাহিত করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৯ বছর বয়সে চার্লস নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পবিত্র ক্রুশ সেমিনারিতে যোগ দেন। পড়াশোনা শেষ করে ঐ একই বিশ্ববিদ্যালয়ে নভিশিয়েটে যোগ দেন।

আহ্বান

ফাদার চার্লস ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুলাই প্রথম ব্রত গ্রহণ করেন। তিনি চারটি ব্রত গ্রহণ করেছিলেন : দরিদ্রতা, কৌমার্য, বাধ্যতা এবং বিদেশে বাণী প্রচার। তার সব সময় স্বপ্ন ছিল, তিনি একজন বিদেশি মিশনারি হবেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুন তিনি যাজক পদ লাভ করেন এবং ঐ বছরের অক্টোবর মাসে ফাদার চার্লস পূর্ববঙ্গের (বর্তমানে বাংলাদেশ) উদ্দেশে রওনা দেন। ২৫শে নভেম্বর ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় এসে পৌঁছেন।

সমবায় ঋণদান সমিতির বিষয়ে প্রাথমিক চিন্তা

ফাদার চার্লস, ময়মনসিংহ এলাকায় দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। মানুষের প্রচন্ড দারিদ্র্য কাছে থেকে দেখেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন যে অর্থ দান করে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা অসম্ভব। তিনি এই দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করার নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করেন। অবশেষে তিনি বুঝতে পারেন যে, সমবায় ঋণদান সমিতি দ্বারাই মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব। এ বিষয়ে তিনি তখন তৎকালীন আর্চবিশপ লরেন্স গ্রেনারের সঙ্গে দেখা করেন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের এই ধারণা বুঝিয়ে বলেন। আর্চবিশপ মহোদয় ফাদার চার্লসের মাঝে বিপুল উৎসাহ দেখে কানাডায় অবস্থিত নোভা স্কটিয়ারি অ্যান্টিহোনিশ-এর কোডি ইনস্টিটিউটে সমবায় ঋণদান সমিতির উপর পড়াশোনা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পরবর্তী দুই বছর পড়াশোনা করে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন।

ক্রেডিট ইউনিয়নের জন্ম

১৯৫৪ সালে ঢাকায় এসে তিনি এক মিশন থেকে অন্য মিশনের যাজকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুলাই পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজার চার্চে প্রথম সমবায় ঋণদান সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই সভা হলো বাংলাদেশের প্রথম সমবায় ঋণদান সমিতির সভা। তারই ধারাবাহিকতায় ১৩ই মার্চ ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে, ১৯৪০-এর বেঙ্গল সোসাইটি অ্যাক্টের অধীনে 'দি খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড' নামে নিবন্ধন করা হয়।

দারিদ্র্য দূরীকরণে অবদান

মানুষের দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করেন। ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ মরিয়মনগর, বিড়ইডাকুনী, বারমারী, রাণীখং অঞ্চলে তিনি দীর্ঘদিন মানুষকে সমবায় ঋণদান সমিতির বিষয়ে সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ করেছেন। ঐ সমস্ত অঞ্চলে দরিদ্রদের জন্য "ধান ব্যাংক" পরিচালনা করেছিলেন। ঠিক যেমন যীশুর শিষ্যরা ও বিশ্বাসীরা সমস্ত সম্পত্তি এক জায়গায় জমা করতো এবং যার যতটুকু দরকার হতো ততটুকু নিতো; কেউ দীনহীন ছিলো না (প্রেরিত/শিষ্যচরিত ৪:৩২-৩৭ পদ)।

ফাদার চার্লসও সেইভাবে ধান ব্যাংকের মাধ্যমে হতদরিদ্রদের অভাব ঘুচাতেন। তিনি ফসলের বীজ, গৃহপালিত পশুপাখি ও অর্থ দিয়ে অভাবী মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। এছাড়াও বিদেশি সাহায্যের উপর ভরসা না করে, স্থানীয় জনগণকে অর্থ সাহায্য দেওয়ায় অনুপ্রাণিত করতেন। সেই অর্থ দিয়ে দেশের দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় ত্রাণ সহায়তা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অন্যান্য যাজকদের সমন্বয়ে 'কোর' নামক একটি ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংস্থা স্থাপন করেন। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষাধিক মানুষের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এই 'কোর' পরবর্তীকালে 'কারিতাস বাংলাদেশ' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়, যে সংস্থা বর্তমানে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করে যাচ্ছে।

মৃত্যু

ফাদার চার্লস জে. ইয়াং, সিএসসি, ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর পরলোকে গমন করেন। বর্তমান খ্রীষ্টান সমাজের উন্নয়নে তাঁর যে অবদান তা কেউ ভুলে যায়নি। কারণ 'দি খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড' এবং 'কারিতাস বাংলাদেশে'র বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে তিনি অমর হয়ে আছেন।

তথ্যসূত্র: স্মিতা ইমেল্ডা রোজারিও, ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের পথিকৃৎ ফাদার চার্লস জে ইয়ং, সিএসসি (সমবার্তা, প্রকাশনার ৩৬ বছর, বর্ষ: ৩৬* সংখ্যা ২, ২০২২ খ্রীষ্টাব্দ)। ২৬-২৮

প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করি

তোমার প্রিয় শিক্ষক তোমাদের এখন একটা সাদা কাগজে প্রত্যেকের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে বলবেন। তোমরা প্রত্যেকের প্রতিক্রিয়ায় যে সমস্ত বিষয় নিয়ে লিখবে তা হলো :

১. পবিত্র বাইবেলের ব্যাখ্যা থেকে এবং দুইজন মহান ব্যক্তির ত্যাগ ও সেবাদান থেকে কী অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ?

২. সমাজের কল্যাণে কীভাবে এই ধরনের সেবাকাজ তোমরা করতে পারো?

লেখা শেষ হয়ে গেলে কাগজগুলো শিক্ষকের নিকট জমা দাও।

আগামী সেশনের নির্দেশনা

সমাজে সেবামূলক কাজ করি

শিক্ষক তোমাদের শ্রেণিকক্ষে তোমাদের সংখ্যা অনুসারে ২/৩ দলে ভাগ করে দিবেন। এরপর প্রতিটি দল একটি সেবামূলক সংগঠন তৈরি করবে। তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী সংগঠনের নাম দিতে পারো (যেমন– সবুজ সেবা সংঘ, আনন্দ মুখ, পাশে থাকি সংঘ, এলাকার নামে সেবা সংঘ ইত্যাদি)। তোমাদেরকে সংগঠিত হয়ে সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে যে কোনো সেবামূলক কাজ করতে হবে। এর জন্য শিক্ষক তোমাদের এক সপ্তাহ সময় বা আরও বেশি সময় দিতে পারেন। এই সময়ের মধ্যে তোমরা নিজেদের এলাকায় দলগতভাবে সেবামূলক কাজ করবে এবং এই সেবাকাজ করতে গিয়ে যা তোমাদের ত্যাগ করতে হয়েছে (যেমন– সময়, অর্থ, খাবার, স্বাস্থ্য ইত্যাদি) সেই সকল বিষয় লিখে রাখবে। সংগঠনের যে কোনো একজন প্রতিদিন জার্নাল/দিনলিপি লিখবে। সেবামূলক কাজগুলোর চিত্র ধারণ করবে। যদি সম্ভব হয় সেবা গ্রহণকারীর মন্তব্য সংগ্রহ করবে। এরপর তোমরা সাংগঠনিকভাবে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করবে। আগামী সেশনে তোমার সংগঠনের ত্যাগের মাধ্যমে যে সেবামূলক কাজ করেছ তার সবকিছু যুক্ত করে একটি পোর্টফোলিও তৈরি করে নিয়ে আসবে।

পোর্টফোলিও কী?

একটি ফাইলের মধ্যে সংগঠনের প্রতিদিনের সেবা কাজের জার্নাল/দিনলিপি, ছবি, সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন ও সেবা গ্রহণকারীর মন্তব্য ইত্যাদি তারিখ অনুসারে সংরক্ষণ করা।

সেশন শেষে তোমার শিক্ষককে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

উপহার ৪৩

পোর্টফোলিও উপস্থাপন

প্রিয় শিক্ষার্থী, শ্রেণিকক্ষের সহপাঠীদের ও শিক্ষককে শুভেচ্ছা জানাও।

বিগত সেশনগুলোতে তোমরা নিজ এলাকার পরিদর্শন করে, বাইবেলের ব্যাখ্যা শোনার মাধ্যমে এবং দুইজন মহান ব্যক্তির জীবনী পর্যালোচনা করে ইতিমধ্যে ত্যাগের মাধ্যমে সেবা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পেয়েছ। তার উপর ভিত্তি করে আজ সাংগঠনিকভাবে তোমাদের নিজ এলাকায় যে সেবা কাজগুলো করেছ তার পোর্টফোলিও উপস্থাপন করতে যাচ্ছ। প্রতিটি দলকে শিক্ষক ১০ মিনিট করে সময় দেবে যাতে তোমাদের সেবামূলক কাজগুলো ছবিসহ উপস্থাপন করতে পারো। উপস্থাপনের পরে তোমার দলকে অন্য দলের সদস্যরা আরও সহজভাবে বোঝার জন্য প্রশ্ন করতে পারে এবং তুমিও অন্য দলকে প্রশ্ন করতে পারবে। তোমরা নিজেদের পোর্টফোলিওতে যে ছবি প্রিন্ট করে এনেছ, উপস্থাপনের সময় ছবি প্রদর্শনের জন্য বোর্ডে লাগিয়ে নাও যাতে তুমি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারো।

পোর্টফোলিও উপস্থাপন করি

পোর্টফোলিও উপস্থাপনের আগে তোমাদের সেবা কাজের ছবিগুলো এক এক করে বোর্ডে টানাবে যাতে পরিষ্কারভাবে সবাই দেখতে পারে। এরপর তোমাদের সংগঠনের সেবাকাজের ছবি দেখিয়ে ব্যাখ্যা করো এবং সংক্ষিপ্তভাবে প্রতিবেদন পাঠ করো। তোমাদের উপস্থাপনের জন্য শিক্ষক তোমাদের নির্দিষ্ট সময় দিবেন। সেই সময়ের মধ্যে তোমাদের উপস্থাপনা শেষ করবে।

উপস্থাপনার পরে তোমাদের দলের সব কাগজ গুছিয়ে পোর্টফোলিও শিক্ষকের কাছে জমা দাও।

অন্য দল/সংগঠনের সুন্দর সেবামূলক কাজের জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ দাও। এরপর শিক্ষককে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

অভিজ্ঞতা ২

উপহার ৪৪

ছবি দেখে ধারণা পাই

এই সেশনের শুরুতে শিক্ষক তোমাদের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কয়েকটি স্থিরচিত্র প্রদর্শন করবেন। তারপর তিনি তোমাদের একটি ভিডিও প্রদর্শন করবেন।

সম্ভাব্য ভিডিওর লিঙ্ক নিচে দেয়া হলো।

https://youtu.be/ay416AyoqRU?t=218 অথবা

https://youtu.be/OFZXxb3FNkw?t=512

ভিডিও দেখানোর জন্য শিক্ষক মাল্টিমিডিয়া ও স্ক্রিন ব্যবহার করবেন। শিক্ষক স্থিরচিত্রগুলো একটি রশি দিয়ে শ্রেণিকক্ষে ঝুলিয়ে রাখতে পারেন। তুমি এমনভাবে আসন গ্রহণ করো যেন ছবি ও ভিডিও সুন্দরভাবে দেখতে পারো।

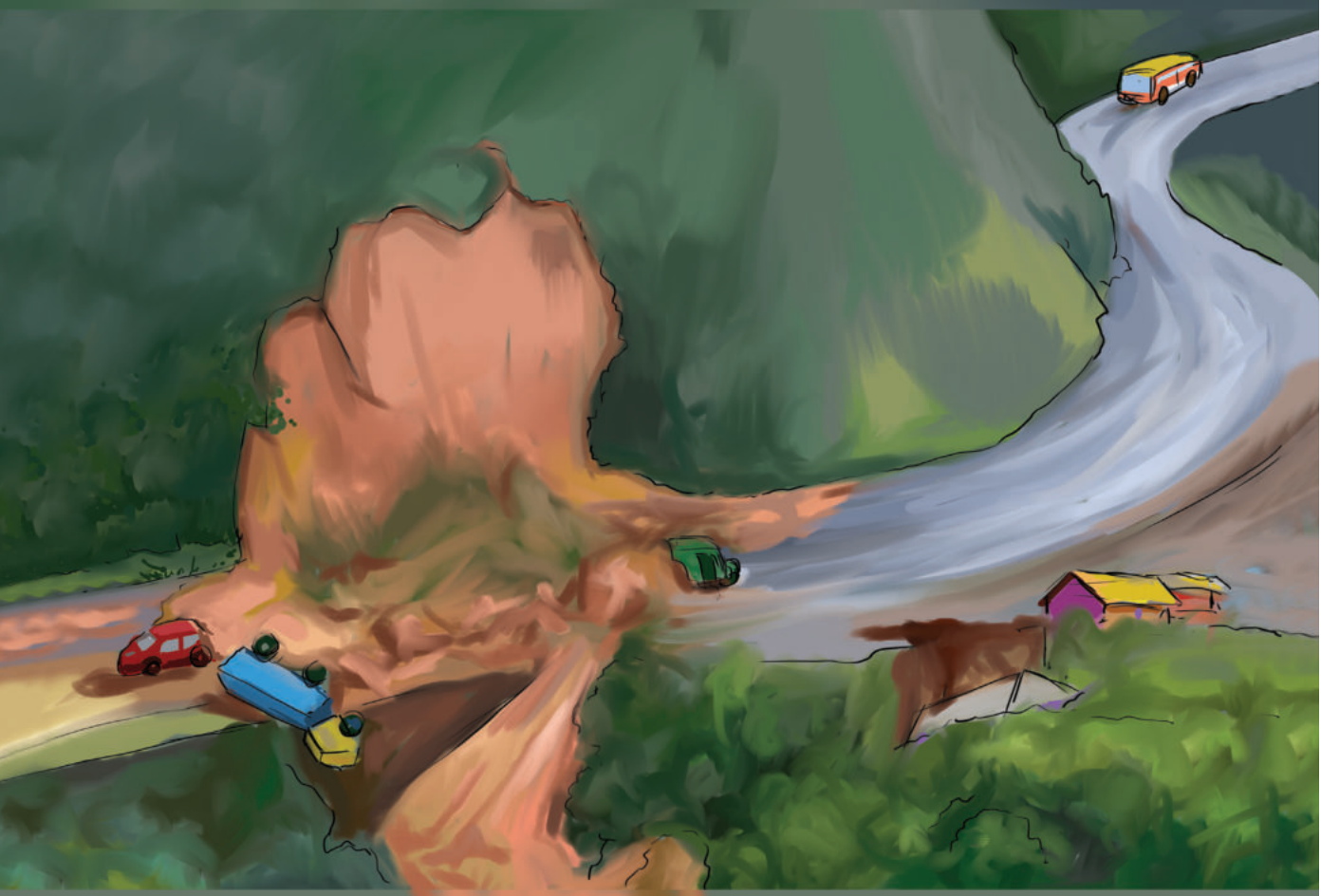

পাহাড় ধ্বস

অগ্নিকাণ্ড

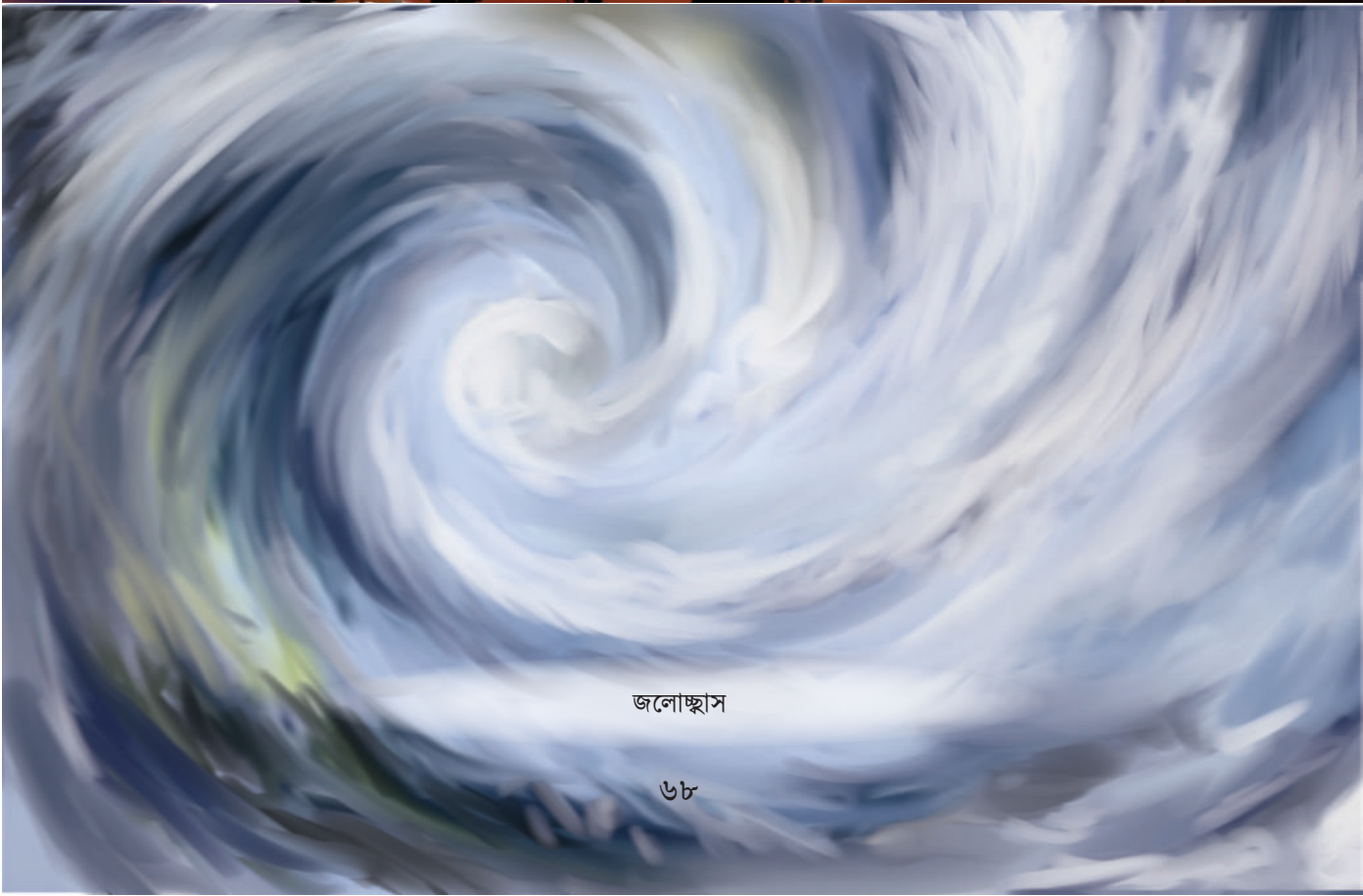

জলোচ্ছ্বাস

ভিডিও প্রদর্শন করার সময় তুমি অন্যদের সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে অংশগ্রহণ করো। তুমি মনোযোগ দিয়ে অংশগ্রহণ করো কি না শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন। রশির সঙ্গে যুক্ত থাকা স্থিরচিত্রগুলো তুমি ভালো করে দেখো। ভিডিও এবং স্থিরচিত্রগুলো দেখা শেষ হলে কিছুটা সময় ছবি ও ভিডিও নিয়ে একটু চিন্তা করো। তুমি কী দেখতে পেলে তা অনুধাবন করো। তুমি যা চিন্তা করেছ তার একটি একক কাজ করতে হবে। শিক্ষক এই কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিবেন। তোমাকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজটি শেষ করতে হবে।

ছবি ও ভিডিও দেখে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ধরন ও কারণগুলো সম্পর্কে তুমি কি কোনো ধারণা পেলে? ধারণাগুলো নিচে নমুনা ছক আকারে তোমাকে লিখতে হবে।

১। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ধরনগুলো কী কী?	যেমন ১। বন্যা ২। ৩।
২। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণগুলো কী কী?	যেমন ১। অপরিকল্পিত রাস্তা তৈরি ২। ৩।
৩। ছবি ও ভিডিওতে মানুষ কীভাবে বিপর্যয় থেকে নিজেদের রক্ষা করছে?	যেমন ১। মানুষ একে অপরকে সাহায্য করছে ২। ৩।

লেখা শেষ হলে শিক্ষকের কাছে তোমার কাজটি জমা দিবে। শিক্ষক এ কাজের জন্য তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন, তার জন্য তুমি প্রস্তুত থেকো।

পরবর্তী ক্লাসের প্রস্তুতি হিসেবে ফ্লিপ চার্ট তৈরির জন্য পুরাতন ক্যালেন্ডার ও ছবি আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে এসো।

শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ

তুমি তোমার লেখায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষের করণীয় কতটুকু প্রকাশ করতে পেরেছ শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন।

উপহার ৪৫

ফ্লিপ চার্ট তৈরি করি

এই সেশনে তোমাদের দলগত কাজ করতে হবে। দলগত কাজ করার জন্য শিক্ষক তোমাদের দুটি বা তিনটি দলে ভাগ করবেন। তোমাদের সংখ্যা অনুসারে দল বিভাগ করা হবে। শিক্ষক প্রত্যেক দল থেকে একজন করে দলনেতা মনোনীত করবেন। তুমিও দলনেতা হতে পারো। শিক্ষক যদি তোমাকে দলনেতা না করেন তাতে সমস্যা নেই। তুমি দলে অংশগ্রহণ করবে, অংশগ্রহণ করা খুবই আনন্দের।

দলগত আলোচনা ও ফ্লিপ চার্ট তৈরি

শিক্ষক তোমাদের যে ছবি ও ভিডিও দেখিয়েছেন তা তুমি মনোযোগ দিয়ে দেখেছ। তুমি তা পর্যবেক্ষণ করে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ধরন, কারণ ও প্রতিকারগুলো এককভাবে কাগজে লিপিবদ্ধ করে শিক্ষকের কাছে জমাও দিয়েছ।

আজকে তোমাকে দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে একটি ফ্লিপ চার্ট তৈরি করতে হবে। পূর্বে পর্যবেক্ষণকৃত ধারণার মধ্য দিয়ে মানুষ ও প্রকৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তোমরা অনুধাবন করতে পারবে। এক্ষেত্রে তোমার করণীয় কী তাও বুঝতে পারবে। আলোচনার সময় তুমি ভালো করে খেয়াল করো যে তোমার চারপাশে কোন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় আছে, তার কারণ ও প্রতিকারের উপায়গুলো কী কী? সে সমস্ত বিষয় তুমি দলে আলোচনা করে লিপিবদ্ধ করো।

আলোচনায় পাওয়া তথ্য দিয়ে এবার ফ্লিপ চার্ট তৈরি করো। এই কাজটির জন্য বাড়ি থেকে আনা পুরোনো ক্যালেন্ডার ব্যবহার করো। ফ্লিপ চার্টে তথ্যের পাশাপাশি ছবি ও রঙের ব্যবহারও করতে পারো।

নিচের দেয়া তথ্যগুলো দলগত আলোচনায় তোমাকে সহায়তা করবে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ধরনগুলো হতে পারে–

ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, পাহাড় ধ্বস, খড়া, দাবানল, অগ্নিকান্ড, নদী ভাঙন ইত্যাদি। তোমার চিন্তা অনুযায়ী আরও কিছু বিষয় থাকতে পারে তুমি তা আলোচনায় উল্লেখ করো। তারপর দলগতভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণগুলো বের করতে হবে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণগুলো হতে পারে–

বৃক্ষনিধন, অপরিকল্পিত রাস্তা, বাঁধ ও কালভার্ট নির্মাণ, যত্রতত্র বর্জ্য ও আবর্জনা ফেলা, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, অপরিকল্পিত ইটভাটা নির্মাণ, কলকারখানার বর্জ্য নিষ্কাশন, ড্রেনেজ ব্যবস্থার অপব্যহার ইত্যাদি। তুমি ভালো

করে চিন্তা করো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আর কী কী কারণ থাকতে পারে। তুমি যদি আরও কারণ খুঁজে পাও তাহলে তুমি তা আলোচনায় বলো।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রতিকারগুলো হতে পারে-

পরিকল্পিত রাস্তাঘাট, বাঁধ ও কালভার্ট নির্মাণ, নগরায়ণ, ইটভাটা নির্মাণ, বর্জ্য নিষ্কাশন,বৃক্ষ নিধন না করা, যত্রতত্র আবর্জনা না ফেলা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার অপব্যহার রোধ করা ইত্যাদি। তুমি যদি প্রতিকারের আরও কোনো কারণ খুঁজে পাও তাহলে তুমি তা আলোচনায় বলো।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ধরন	প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণ	প্রতিকারের উপায়

উপস্থাপন

তোমাদের দলগত আলোচনা থেকে প্রাপ্ত বিষয়গুলো নিয়ে তৈরি ফ্লিপ চার্ট পর্যায়ক্রমে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করো। উপস্থাপনকালে অন্য দলের কাছ থেকে যদি ভালো ও নতুন কোনো তথ্য খুঁজে পাও তা তোমার নোট বইয়ে লিখে রাখো।

শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ

প্রাকৃতির বিপর্যয়ের ধরন, কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে তুমি কী ধারণা লাভ করেছ শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন।

উপহার ৪৬

প্রকৃতির সুরক্ষায় বাইবেল থেকে শিক্ষা

তুমি একটু ভেবে দেখো তো পবিত্র বাইবেল হাজার হাজার বছর আগে লেখা হয়েছে কিন্তু সেখানেও মানুষ ও প্রকৃতির সুরক্ষা বিষয়ে লেখা আছে। বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক তোমাদের পবিত্র বাইবেলের আলোকে এ বিষয়ে আলোচনা করবেন। তাহলে এসো, প্রথমে পবিত্র বাইবেলে মানুষ ও প্রকৃতির সুরক্ষা বিষয়ে কী লেখা আছে তা একটু জেনে নেই। নিচে তোমার জন্য পবিত্র বাইবেল থেকে কয়েকটি পদ উল্লেখ করা হলো—

আদিপুস্তক ২:১৫, যাত্রাপুস্তক ২৩:১০-১১, দ্বিতীয় বিবরণ ২০:১৯, দ্বিতীয় বিবরণ ২২:৬-৭, যিশাইয় ৩২:২০, হিতোপদেশ ১২:১০।

প্রকৃতির তত্ত্বাবধান করা

“সদাপ্রভু ঈশ্বর সেই মানুষটিকে নিয়ে এদন বাগানে রাখলেন যাতে তিনি তাতে চাষ করতে পারেন ও তার দেখাশোনা করতে পারেন।”- (আদিপুস্তক ২:১৫)

ভূমির প্রতি যত্ন

“পর পর ছয় বছর তোমরা ক্ষেতে চাষ করবে এবং ফসল কাটবে, কিন্তু সপ্তম বছরে জমি চাষও করবে না এবং কোন কিছু বুনবেও না। তাতে এমনি যা জন্মাবে তোমাদের মধ্যেকার গরীব লোকেরা তা থেকে খাবার পাবে আর যা পড়ে থাকবে তা বুনো পশুরা খেতে পারবে। তোমাদের আংগুর ও জলপাই বাগানের ব্যাপারেও ঐ একই নিয়ম পালন করবে।” - (যাত্রাপুস্তক ২৩:১০-১১)

গাছপালার প্রতি যত্ন

“তোমরা অনেক দিন ধরে যখন কোন গ্রাম বা শহর ঘেরাও করে রেখে তা দখল করবার জন্য যুদ্ধ করতে থাকবে তখন কুড়াল দিয়ে সেখানকার কোন গাছ নষ্ট করবে না, কারণ সেগুলোর ফল তোমরা খেতে পারবে। সেগুলো তোমরা কেটে ফেলবে না।” - (দ্বিতীয় বিবরণ ২০:১৯)

পাখির প্রতি যত্ন

“তোমরা চলতে চলতে পথের পাশে কোন গাছে কিম্বা মাটির উপরে যদি এমন কোন পাখীর বাসা দেখতে পাও যেখানে পাখীর মা বাচ্চাদের উপর বসে আছে কিম্বা ডিমের উপর তা দিচ্ছে, তবে বাচ্চা সুদ্ধ মাকে তোমরা ধরে নিয়ে যাবে না। তোমরা বাচ্চাগুলো নিতে পার কিন্তু মাকে অবশ্যই তোমাদের ছেড়ে দিতে হবে। এতে তোমাদের মংগল হবে আর তোমরা অনেক দিন বেঁচে থাকবে।” - (দ্বিতীয় বিবরণ ২২:৬-৭)

পশুর প্রতি যত্ন

যিশাইয় ৩২:২০ পদে লেখা আছে, "কিন্তু প্রত্যেকটা স্রোতের ধারে বীজ লাগিয়ে আর তোমাদের গরু ও গাধাগুলো নিরাপদে চরতে দিয়ে তোমরা সুখী হবে।" হিতোপদেশ ১২:১০ পদে লেখা আছে, "ঈশ্বরভক্ত লোক তার পশুদের যত্ন করে, কিন্তু দুষ্টদের মমতাও নিষ্ঠুরতায় পূর্ণ।"

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

ঈশ্বর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করার পর আদম-হবাকে প্রকৃতির সুরক্ষার দায়িত্ব দিলেন। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট গাছপালা, পশুপাখি, জমি-ভূমি, নদ-নদী, বন, পাহাড়-পর্বত এবং সকল মানুষের যত্ন নিতে পরামর্শ দিয়েছেন। ঈশ্বর আদম-হবাকে আশীর্বাদ করলেন। আদম-হবাকে বংশবৃদ্ধি করতে ও পৃথিবীকে ভরে তুলতে বললেন। ঈশ্বর সমস্ত কিছু উত্তম করে সৃষ্টি করেছিলেন। আমাদের দায়িত্ব হলো ঈশ্বরের উত্তম সৃষ্টির প্রতি যত্ন নেয়া ও সুরক্ষা করা। সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করা আমাদের প্রত্যেকেরই নৈতিক দায়িত্ব। আমরা প্রকৃতির সুরক্ষার এ মহান দায়িত্ব অবহেলা করব না। মানুষ মানুষের প্রতি এবং সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করবো, এটি ঈশ্বরের প্রত্যাশা। আমরা অবশ্যই ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ভালোবাসব ও যত্ন করব।

পরিবেশ ও প্রকৃতির সুরক্ষা বিষয়ে পবিত্র বাইবেলের পদগুলো শিক্ষক নিজে পড়তে পারেন। তিনি তোমাদের দিয়েও পদগুলো পড়াতে পারেন। পদগুলো তুমি আগে পড়ে নাও যাতে সুন্দর করে উচ্চারণ করতে পারো। এই পদগুলো নিয়ে শিক্ষক তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। বাইবেলের এই পদগুলো তোমার বুঝতে কঠিন হলে আলোচনার সময়ে শিক্ষককে বলো। শিক্ষক তোমাকে সহজ করে বুঝিয়ে বলবেন। আলোচনা শেষে শিক্ষক তোমাদের নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। তোমাদের উত্তর দিতে হবে। তুমি প্রস্তুত থেকো এবং প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণ করো।

এসো প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানি

১. পবিত্র বাইবেলে জলাশয়, নদী, পাহাড়, ভূমি ও গাছপালা সুরক্ষা বিষয়ে কী লেখা আছে?

২. পবিত্র বাইবেলে পশু, পাখি, মাছ ও বীজের সুরক্ষা বিষয়ে কী লেখা আছে?

৩. বাইবেলে গ্রাম, শহর, ফসল ও ফলের গাছের যত্ন সম্পর্কে কী লেখা আছে?

৪. বাইবেলে গরিব, অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের যত্ন সম্পর্কে কী লেখা আছে?

উপহার ৪৭-৪৮

প্রকৃতির সুরক্ষায় গ্রেটা থুনবার্গ

শিক্ষক তোমাদের গ্রেটা থুনবার্গ (Greta Thunberg)-এর ছবি দেখাবেন। গ্রেটা থুনবার্গ প্রকৃতির সুরক্ষা বিষয়ে যা বলেছেন তা আলোচনা করবেন। মজার বিষয় হলো কী জানো, গ্রেটা থুনবার্গ তোমাদের চেয়ে বয়সে খুব বেশি বড়ো নয়, কিন্তু তিনি প্রকৃতির সুরক্ষায় খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তাহলে এসো, গ্রেটা থুনবার্গ সম্পর্কে জেনে নেই।

গ্রেটা থুনবার্গের পরিচয়

গ্রেটা থুনবার্গ (Greta Thunberg) একজন সুইডিশ কিশোরী। পরিবেশ আন্দোলনের পরিচিত মুখ। স্কুল পালিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব রুখতে আন্তর্জাতিক আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে বিশ্বব্যাপী তার পরিচয় আছে। গ্রেটার বাবার কাছ থেকে জানা গেছে যে, গ্রেটা আট বছর বয়সে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জানতে পারে।

গ্রেটা থুনবার্গ (Greta Thunberg)

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে গ্রেটার ক্যাম্পেইনিং

২০১৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ১৫ বছর বয়সে গ্রেটা স্থানীয় এক পত্রিকায় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করেন। তিনি তিন মাস পর আগস্টে সুইডেনের পার্লামেন্ট ভবনের সামনে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বিক্ষোভ করা শুরু করেন । ২০১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস সম্মেলনে বিশ্বের শীর্ষ নেতাদের আলোচনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্বন নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়ে সুইডেন সরকার যেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। ২০১৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের ২০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী গ্রেটার প্রতি সমর্থন জানিয়ে নিজ নিজ দেশে বিক্ষোভ প্রকাশ করেন।

গ্রেটার অর্জন

২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলনে বক্তব্য দিতে তিনি নিউ ইয়র্কে যান। যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার জন্য তিনি বিমানে উঠতে অস্বীকৃতি জানান, কারণ বিমানের জ্বালানি পোড়ালে পরিবেশের উপরে বিরূপ প্রভাব পড়ে। গ্রেটা নিউ ইয়র্কে একটি রেসিং ইয়টে করে যান, সেই যাত্রায় তার সময় লাগে দুই সপ্তাহ। জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনে গ্রেটা রাজনীতিবিদদের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, তারা জলবায়ু পরিবর্তনে প্রশ্নের উত্তরের জন্য তরুণদের ওপর নির্ভর করছেন। গ্রেটা বলেন, 'আপনাদের কত দুঃসাহস! আমার এখানে থাকা উচিত না, আমার স্কুলে থাকার কথা। তবুও আপনারা আমাদের মতো তরুণদের ওপর নির্ভরশীল হচ্ছেন কীভাবে!' তাকে ঐ বছর টাইম ম্যাগাজিনের বর্ষসেরা ব্যক্তিত্ব হিসেবে ঘোষণা করা হয়। দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সম্মেলন ছাড়াও বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তব্য দেন তিনি।

গ্রেটার চাওয়া

১. বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলোর সরকার এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো কার্বন নিঃসরণ সীমিত রাখার জন্য দ্রুততার সঙ্গে পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তিনি দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানান।

২. তরুণদের পরিবেশগত ভবিষ্যৎ ঝুঁকির মধ্যে না ফেলার জন্য নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান।

৩. বিশ্বজুড়ে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান যেন তারা নিজ নিজ দেশে একই ধরনের দাবি তুলে প্রতিবাদ শুরু করে।

৪. পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বিশ্বের নানা দেশের সরকারের কাছে বিভিন্ন ধরনের দাবি তুলে ধরেন।

প্রকৃতির সুরক্ষা বিষয়ে গ্রেটা থুনবার্গের চিন্তা সত্যিই চমৎকার, তাই না? গ্রেটা থুনবার্গের মতো তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হলো প্রকৃতির সুরক্ষা নিশ্চিত করা। তোমাদের বাড়ির চারপাশে, বিদ্যালয়ে, পাড়া ও মহল্লায় সকল ক্ষেত্রে তোমাদের প্রকৃতির যত্ন নিতে হবে যেন সকলে মিলে সুন্দর পরিবেশে বসবাস করতে পারো। প্রকৃতির সুরক্ষা নিশ্চিত করা শুধু কোনো একশ্রেণির লোকের দায়িত্ব নয়, এই দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের।

গ্রেটা থুনবার্গ কর্তৃক পরিবেশ ও প্রকৃতি সুরক্ষার ঘটনা বিবরণী শিক্ষক তোমাদের পড়ে শোনাবেন। তিনি তোমাদের দিয়েও পড়াতে পারেন। শিক্ষক খুব সহজ করে উপরের বিষয়টি আলোচনা করবেন। আলোচনার সময় তোমাকে মনোযোগী হতে হবে। তোমার যদি কোনো অস্পষ্টতা থাকে তাহলে আলোচনার সময় শিক্ষককে প্রশ্ন করে জেনে নিও। আশা করি আলোচনার মধ্য দিয়ে জানতে তোমার খুব মজা লাগবে। শিক্ষক তোমাদের নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। তার নির্দেশনায় উত্তরগুলো নিচে লিখতে চেষ্টা করো।

গ্রেটা থুনবার্গের পরিবেশ ও প্রকৃতি সুরক্ষা বিষয়ে তথ্যাবলি

গ্রেটা থুনবার্গ ও পরিবেশ সুরক্ষার তথ্যাবলি	উত্তরমালা
গ্রেটা থুনবার্গ কে?	
গ্রেটা থুনবার্গ কত বছর বয়সে পরিবেশ নিয়ে কাজ শুরু করেন?	
গ্রেটা থুনবার্গ কী কী বিষয় নিয়ে ক্যাম্পেইন করেছিলেন?	
গ্রেটা থুনবার্গ কী কী অর্জন করেছিলেন?	
গ্রেটা থুনবার্গ বিভিন্ন দেশ ও নেতাদের কাছে কী কী দাবি করেন?	
প্রকৃতির সুরক্ষায় তুমি কী করতে পারো?	

গ্রেটা থুনবার্গ পরিবেশ সুরক্ষায় যেভাবে ভূমিকা রেখেছেন, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সেভাবে পরিবেশের যত্ন রেখেছেন। তার মধ্যে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস “লাউদাতো সি” (প্রভুর প্রশংসা) নামক বইয়ে প্রকৃতি পরিবেশের সাথে মানবকুলের সুসম্পর্ক স্থাপন ও প্রকৃতি পরিবেশ রক্ষায় মানুষের অংশগ্রহণমূলক দায়িত্ব সম্পর্কে চেতনা প্রদান করেন।

চলো গাছ লাগাই

তোমাকে একটি মজার কাজ করতে হবে। তুমি প্রকৃতির সুরক্ষায় তোমার নিজ বাড়ি, পাড়া, মহল্লা ও বিদ্যালয়ে ছোটো ছোটো অনেক কর্মসূচি সম্পন্ন করতে পারো। তার মধ্যে বৃক্ষরোপণ করাও একটি ভালো কাজ হতে পারে। বৃক্ষরোপণ করা একটি সহজ কাজ কিন্তু প্রকৃতির সুরক্ষায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তোমাকে এই সেশনে ২টি কাজ করতে হবে। প্রথমত : তোমার নিজ বাড়ি, পাড়া, মহল্লা বা বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ করে তার একটি ভিডিও চিত্র শিক্ষককে প্রদান করতে হবে। দ্বিতীয়ত : তুমি যে বৃক্ষরোপণ করবে তার একটি তথ্য সিট তৈরি করে শিক্ষকের কাছে জমা দিতে হবে।

নিচে তোমার জন্য বৃক্ষরোপণের একটি তথ্য সিটের নমুনা দেয়া হলো—

বৃক্ষরোপণ

বৃক্ষরোপণের তথ্য সিট

শিরোনাম তুমি যে কাজটি করেছ সেই কাজের শিরোনাম লেখো যেমন ‘বৃক্ষরোপণ’।
বৃক্ষের নাম তুমি যে বৃক্ষ রোপণ করেছ সেই বৃক্ষের নামগুলো লেখো যেমন ‘আম, জাম, পেয়ারা’।
বৃক্ষরোপণের স্থান তুমি কোথায় বৃক্ষ রোপণ করেছ সেই স্থানের নাম লেখো যেমন ‘বাড়ির আঙ্গিনায়’।
বৃক্ষরোপণের বর্ণনা তোমাকে কয়েকটি লাইনে বৃক্ষরোপণ সম্পর্কে লিখতে হবে, যেমন– কাজটি কত তারিখ করেছ, কখন কাজটি করেছ, কাজটি করতে তোমাকে কে কে সাহায্য করেছে ইত্যাদি।
তোমার অনুভূতি বৃক্ষরোপণ কাজটি করতে তোমার কেমন লেগেছে তা একটি অনুচ্ছেদে লেখো।
শিক্ষার প্রতিফলন বৃক্ষরোপণ করার মাধ্যমে যীশুর শিক্ষার প্রতিফলন কীভাবে ঘটেছে তা একটি অনুচ্ছেদে লেখো।

উপহার ৪৯-৫০

প্রকৃতির সুরক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি- সেমিনার

এই দুটি সেশনে তোমাকে মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে কাজ করতে হবে। তোমরা ভিডিও চিত্র প্রদর্শন ও প্রচারণামূলক কাজে অংশগ্রহণ করবে।

সেমিনার আয়োজন

সেশন দুটিতে তোমাদের একটি সেমিনারের আয়োজন করতে হবে। তুমি তোমার বাড়ি, পাড়া, মহল্লায় বা বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সম্পন্ন করে যে ছবি/ভিডিও ধারণ করেছ তা সেমিনারে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। এই সেমিনারের মাধ্যমে মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে তুমি কীভাবে ভূমিকা রেখেছ তা অন্যকে দেখাতে পারবে। এটি প্রচারণামূলক কাজের একটি অংশ তা যেন আগত অতিথিরা বুঝতে পারে। ভিডিও চিত্র দেখতে দেখতে তুমি কীভাবে আরও বেশি প্রকৃতির কল্যাণে অংশগ্রহণ করতে পারো সে বিষয়ে চিন্তা করো। সেমিনারের শিরোনাম হতে পারে **"প্রকৃতির সুরক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি"**। সেমিনারটি আয়োজন করতে শিক্ষক তোমাদের সাহায্য করবেন এবং কক্ষ ব্যবস্থাপনায় তুমি শিক্ষককে সহায়তা করবে। সেমিনার আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পূর্ব থেকে প্রস্তুত রাখো।

সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য তুমি অন্য শ্রেণির শিক্ষকদের আমন্ত্রণ করতে পারো। পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ে অভিজ্ঞ এমন একজন ব্যক্তিকেও শিক্ষকের সহায়তায় আমন্ত্রণ করতে পারো। যিনি সেমিনারের বক্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সেমিনারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তার সঙ্গে আগেই আলোচনা করো। তিনি যেন তোমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বক্তব্য রাখতে পারেন। সেমিনারের আগের দিন বক্তাকে মনে করিয়ে দিও যেন তিনি সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে উপস্থিত হতে পারেন।

যেখানে সেমিনার আয়োজন করা হবে তার পেছনে **"প্রকৃতির সুরক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি সেমিনার"** শিরোনামে লেখা ব্যানারটি টানিয়ে দাও। তারপর শিক্ষকের সহযোগিতায় সেমিনারটি ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়ন করো। সেমিনার বাস্তবায়নের জন্য নিচের ছক অনুসরণ করতে পারো।

১. অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।

২. সেমিনারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা।

৩. বারবার স্লোগান দেয়া– "আমি পরিবেশের যত্ন নিব, অন্যকেও যত্ন নিতে বলব।"

৪. অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

সেমিনার শেষে শিক্ষক তোমাদের ফিডব্যাক দিবেন। শিক্ষকের দেয়া মন্তব্যগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনো। শিক্ষক তোমাকে সেমিনারের সবল দিকগুলো সম্পর্কে বলবেন। কোন দিকগুলো আরও উন্নয়ন করা প্রয়োজন

তাও বলবেন। মানুষ সেমিনারের মূল বার্তা কতটুকু বুঝতে পেরেছে এবং সেমিনারের মধ্য দিয়ে কতটুকু সচেতন হতে পেরেছে, শিক্ষক তাও তোমাদের জানাবেন। সকলের সহযোগিতায় সেমিনারটি সুন্দরভাবে আয়োজন করার জন্য শিক্ষক তোমাদের ধন্যবাদ জানাবেন। শিক্ষকের সহযোগিতার জন্য তুমিও শিক্ষককে ধন্যবাদ জানাও।

আলোচনা

সেমিনার আয়োজন করতে তোমাদের কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে সহযোগিতা পেয়েছ এবং কোন কোন বিষয় ভালো লেগেছে? কী কী অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা কতটুকু উৎসাহ লাভ করেছে এবং প্রচারণায় কতটুকু সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা সকলে মিলে আলোচনা করো।

অভিজ্ঞতা ৩

উপহার ৫১

সকলের প্রতি সহমর্মী হই

প্রিয় শিক্ষার্থী, সেশনের শুরুতে তোমার শিক্ষক ও সহপাঠীকে শুভেচ্ছা জানাও। একটি প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সকলের সুস্থতা কামনা করো। প্রার্থনা পরিচালনায় শিক্ষক তোমাদের সহযোগিতা করবেন।

বিগত কয়েকটি সেশনে তুমি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কিছু ধরন, তার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে কাজ করেছ। পরবর্তী সেশনগুলোয় তুমি অনেক অজানা ও মজার বিষয় জানতে পারবে। আমরা আমাদের চারপাশে নানা ধরনের সমস্যা দেখতে পাই। এই সমস্যাগুলো হতে পারে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক অথবা আন্তর্জাতিক। যা আমাদের জীবনকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে।

একক কাজ

এই পর্যায়ে শিক্ষক তোমাকে একটি একক কাজ দিবেন। তোমার চারপাশে বিদ্যমান এমন কিছু সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ খুঁজে বের করে তার একটি তালিকা তৈরি করো। নিচের ছকে সমস্যা বা চ্যালেঞ্জগুলো লিখে রাখো। তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে এমন সমস্যা চিহ্নিত করবে যার সমাধানে তুমি নিজেও ভূমিকা রাখতে পারো।

চারপাশে বিদ্যমান কিছু সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ
১।
২।
৩।
৪।

শিক্ষককে ধন্যবাদ দিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শেষ করো।

উপহার ৫২

সমস্যার সমাধান খুঁজি

শুভেচ্ছা বিনিময় করো এবং সমবেত প্রার্থনা করে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশ নাও।

দলগত আলোচনা

পূর্ববর্তী শ্রেণি কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় পরবর্তী কাজের জন্য শিক্ষক তোমাদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিবেন। প্রতিটি দলের একজন দলনেতা থাকবে। তুমিও দলনেতা হতে পারো, তাই নিজেকে প্রস্তুত রেখো।

এবার দলের সকল সদস্যদের সঙ্গে পূর্ববর্তী সেশনে আমাদের চারপাশের যে সমস্যা বা চ্যালেঞ্জগুলোর তালিকা তৈরি করেছিলে তা আলোচনা করো। প্রথমে সকলের তালিকা থেকে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি সমস্যা বাছাই করে তার সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে বের করো। সমাধান খুঁজে বের করতে তোমার দলের প্রত্যেক সদস্যের প্রতি সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব রাখবে।

পোস্টার তৈরি

দলগত আলোচনায় যে সমস্যা ও তার সমাধান খুঁজে পেয়েছ তা একটি পোস্টার পেপারে ছক আকারে উল্লেখ করো। পোস্টার তৈরির প্রয়োজনীয় সামগ্রী শিক্ষক তোমাদের সরবরাহ করবেন। একটি নমুনা ছক দেওয়া হলো :

সমস্যা	সম্ভাব্য সমাধান

শিক্ষকের দেয়া নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে পোস্টার তৈরির কাজ শেষ করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। অন্য দলগুলোর উপস্থাপনা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।

শিক্ষককে ধন্যবাদের সঙ্গে বিদায় সম্ভাষণ জানাও।

উপহার ৫৩-৫৪

বাইবেলের ব্যাখ্যায় সহমর্মিতা

প্রিয় শিক্ষার্থী, বিগত দুটি সেশনে আমরা আমাদের চারপাশের বিভিন্ন সমস্যা শনাক্ত করেছি। মানুষ ও প্রকৃতির এই সমস্যাগুলোর উৎস অনুধাবন করলাম এবং কীভাবে তার সমাধান করা যায় তাও খুঁজে দেখলাম—এই কাজগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা অন্যের প্রতি কীভাবে আমাদের সহমর্মিতা প্রকাশ করতে পারি তা জেনেছি। আমাদের অন্তরের এই সহমর্মিতাবোধ কোনো নির্দিষ্ট প্রাণী, ব্যক্তি, লিঙ্গ, শ্রেণি, সম্প্রদায়, অঞ্চল ইত্যাদির বিবেচনা করে আসে না। প্রকৃত সহমর্মী মানুষ স্থান-কাল-পাত্র ভেদ না করে, সকলের জন্যই সহমর্মিতা অনুভব করেন। অন্যের সুবিধা-অসুবিধাকে নিজের সুবিধা-অসুবিধার চেয়ে বড়ো করে দেখেন।

এই সেশন দুটিতে পবিত্র বাইবেল থেকে সহমর্মী হওয়া বিষয়ে শিক্ষক তোমাকে জানাবেন। শিক্ষক তোমাকে কিছু ছবি ও ভিডিও দেখাতে পারেন। এর মধ্য দিয়ে মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি সহমর্মী হওয়া বিষয়ে তোমার ধারণা আরও সুস্পষ্ট হবে। মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি সহমর্মি হওয়া বিষয়ে বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে চমৎকার কিছু বিষয় লেখা আছে তা তুমি হয়তো কখনও শোননি। তুমি তোমার শ্রেণিতে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সহপাঠীদের সঙ্গে সহমর্মিতা বিষয়ে আলোচনাও করতে পারো। একটু ভেবে দেখো তো এটা কত মজার হবে যে তুমি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে সহমর্মী হওয়া বিষয়ে জানতে পারবে। এগুলো জানা তোমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক যখন আলোচনা করবেন তখন খুব মনোযোগ দিয়ে বিষয়গুলো শুনবে কারণ কোনো কোনো বিষয় তোমার কাছে অজানা বা নতুন মনে হতে পারে।

পবিত্র বাইবেল থেকে সহমর্মিতা বিষয়ে কয়েকটি পদ তোমার জন্য উল্লেখ করা হলো–

লেবীয় ২৫:৩৫, ১ পিতর ৩:৮ ও মথি ২৫:৩৫-৪০।

অসহায়, অভাবী, গরিব দুঃখীদের প্রতি সহমর্মিতা: “যখন আমার খিদে পেয়েছিল তখন তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; যখন পিপাসা পেয়েছিল তখন জল দিয়েছিলে; যখন অতিথি হয়েছিলাম তখন আশ্রয় দিয়েছিলে; যখন খালি গায়ে ছিলাম তখন কাপড় পরিয়েছিলে; যখন অসুস্থ হয়েছিলাম তখন আমার দেখাশোনা করেছিলে; আর যখন আমি জেলখানায় বন্দী অবস্থায় ছিলাম তখন আমাকে দেখতে গিয়েছিলে”। “আমার এই ভাইদের মধ্যে সামান্য কোন একজনের জন্য যখন তা করেছিলে তখন আমারই জন্য তা করেছিলে।” - (মথি ২৫:৩৫-৩৬,৪০)।

একে অপরের প্রতি সহমর্মিতা : “সবশেষে বলি, তোমরা সবাই পরস্পরের সঙ্গে মিল রেখে বসবাস করো; তোমরা সহানুভূতিশীল, একে অপরকে ভালোবাসো, দরদি ও নতনম্র হও।” - ১ পিতর ৩:৮।

অসহায়, অভাবীদের ও অসমর্থদের প্রতি সহমর্মিতা : “যদি তোমাদের দেশবাসীর মধ্যে কেউ দরিদ্র ও তোমাদের মাঝে নিজের ভরণ-পোষণ চালাতে অসমর্থ হয়, তাহলে তাকে সাহায্য করো, যেমন তোমরা বিদেশী এবং অপরিচিতদের প্রতি করে থাকো; যেন তোমাদের মাঝে সে বসবাস করতে পারে।” - লেবীয় ২৫:৩৫ পদ।

তোমাকে একটু সহজ করে বলি

সহমর্মিতা হলো অন্যের দুঃখকষ্টে সমব্যথী হওয়া। পবিত্র বাইবেলে অসহায়, অসমর্থ, গরিব, দুঃখী, পিছিয়ে পড়াসহ সকল মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি সহমর্মী হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি সহমর্মী হওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা স্রষ্টার সেবা করতে পারি। আমাদের নৈতিক দায়িত্ব হলো মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি সহমর্মী হওয়া। আমরা মানুষসহ সকল সৃষ্টির প্রতি সহমর্মী হবো।

সকল ধর্মে সহমর্মিতা

পবিত্র বাইবেল ও বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে সহমর্মী হওয়া বিষয়ে কী লেখা আছে তা দলগতভাবে আলোচনা করে তোমাদের লিখতে হবে। শিক্ষক তোমাদের সংখ্যা অনুসারে ২টি বা ৩টি দলে ভাগ করবেন। শিক্ষক তোমাদের যে কাজ করতে বলবেন তা নিচের বক্সে দলনেতাকে লিখতে হবে। শিক্ষক তোমাদের আলোচনার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিবেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তোমাকে শেষ করতে হবে। সবাই গুরুত্ব সহকারে আলোচনায় অংশগ্রহণ করো কি না শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন। এই কাজটি করার সময় তুমি তোমার শ্রেণিতে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সহপাঠীদের কাছথেকে সহমর্মিতা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও আলোচনা করতে পারো।

আলোচনা শেষে প্রত্যেক ধর্মীয় গ্রন্থাবলি উল্লেখ করে সহমর্মিতা বিষয়ে একটি করে অনুচ্ছেদ লিখো।

প্রত্যেক ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে সহমর্মিতা বিষয়ে এখানে একটি করে অনুচ্ছেদ লেখো।

পবিত্র কুরআন-

পবিত্র ভগবদ্‌গীতা-

পবিত্র ত্রিপিটক-

পবিত্র বাইবেল-

উপহার ৫৫-৫৬

একাত্মতা কর্নার

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক তোমাদের বসে চোখ বন্ধ করে এক মিনিট নীরব থেকে ধ্যানের মাধ্যমে মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি সহমর্মী হওয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করতে বলবেন। তোমরা শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে কাজ করো কিন্তু।

অন্যের বিপদে সহমর্মী হয়ে তাদের পাশে থাকার জন্য শিক্ষক তোমাদের একটি 'একাত্মতা কর্নার' তৈরি করতে বলবেন। 'একাত্মতা কর্নার' তৈরির পরিকল্পনা শিক্ষকের কাছ থেকে ভালোভাবে জেনে নাও।

প্রস্তুতি

প্রথমেই সহপাঠী, শিক্ষক ও অভিভাবকের সঙ্গে আলাপ করে একাত্মতা কর্নারে কী কী জিনিস রাখতে পারো তার একটা তালিকা তৈরি করো। তালিকাটি নিম্নরূপ হতে পারে :

শুকনো খাবার	পোশাক	বই...		

তালিকা তৈরি হয়ে গেলে একাত্মতা কর্নারের জন্য কাগজ (কার্টুন) বা অন্য কোনো সহজলভ্য বস্তু দিয়ে একটি বাক্স তৈরি করবে। তৈরিকৃত বাক্সে সুস্পষ্টভাবে 'একাত্মতা কর্নার' লিখবে। বাক্সটি প্রধান শিক্ষক বা বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষে রাখতে পারো যেন নিরাপদে থাকে। এরপর সকলে তাদের সুযোগ ও সামর্থ্য অনুযায়ী তালিকার জিনিসগুলো সংগ্রহ করতে শুরু করো। এটি বাধ্যতামূলক নয়, স্বপ্রণোদিত হয়ে সকলে কাজ করবে। নিজ শ্রেণির পাশাপাশি বিদ্যালয়ের অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরকেও 'একাত্মতা কর্নার' সম্পর্কে জানাতে পারো। তারাও বিভিন্ন জিনিস এই বাক্সে রাখতে পারবে।

যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কোনো ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক সংকটে 'একাত্মতা কর্নার'-এ সংগৃহীত বিভিন্ন জিনিস বিতরণ করবে। এর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে তোমরা তোমাদের চারপাশের মানুষ, প্রকৃতির প্রতি সদয় ও সহমর্মী হয়ে উঠবে। আর মনে রেখো একজন নৈতিক ও মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ যীশুখ্রীষ্টের শিক্ষা অনুসরণ করে পরিবার, সমাজ ও প্রকৃতির জন্য কল্যাণমূলক কাজ করে।

শিক্ষার্থীরা সকলে মিলে ‘একাত্মতা কর্নার’ — এর বাক্সে বিভিন্ন জিনিস দিয়ে সহযোগিতা করছে।

খ্রীষ্টধর্মের বিশেষ শব্দসমূহের বানানগুলোর একটি তালিকা

খ্রীষ্টধর্মের বিশেষ শব্দসমূহের বানানগুলোর একটি তালিকা এবং তার ভিন্ন ও একটু বদলে যাওয়া রূপগুলো নিচে দেখতে পারো। এই তালিকাটি একটু ধারণা দেওয়ার জন্যে রাখা হলো, এর বাইরেও কিন্তু এরকম খ্রীষ্টধর্মের অনেক বিশেষ শব্দ তুমি দেখতে পাবে।

এই বইয়ে ব্যবহৃত বানান/শব্দ	বাংলা একাডেমি প্রস্তাবিত এবং অন্যান্য রূপ	ইংরেজি শব্দ ও তার উচ্চারণ
খ্রীষ্ট	খ্রিস্ট/খ্রীস্ট/খ্রিষ্ট	Christ (ক্রাইস্ট/ক্রাইস্ ট্)
যীশু	যিশু	Jesus (জীজাস্/জীসাস্)
খ্রীষ্টধর্ম	খ্রিস্টধর্ম/খ্রীস্টধর্ম/খ্রিষ্টধর্ম	Christianity (ক্রিসটিঅ্যানাটি/ ক্রিসচিয়ানিটি)
খ্রীষ্টান	খ্রিস্টান/খ্রীস্টান/খ্রিষ্টান/খ্রিস্তান/খ্রীশ্চান	Christian (ক্রিস্ চান্/ক্রিশ্চিয়ান/ক্রিস্ টিয়ান্)
অব্রাহাম	আব্রাহাম/ইব্রাহিম/ইব্রাহীম	Abraham (এইব্রাহ্যাম্/এইব্রাহাম্)
ইব্রীয়	হিব্রু	Hebrew (হীব্রু)
গাব্রিয়েল	গ্যাব্রিয়েল/জিবরাঈল/জিব্রাঈল/জিব্রাইল	Gabriel (গ্যাব্রিয়েল্)
থোমা	থমাস/টমাস/ঠমাস	Thomas (ঠমাস্/থমাস্)
দায়ূদ	দাউদ/ডেইভিড/ডেভিড/দাবিদ	David (ডেইভিড্)
নাসরত	নাসরৎ/নাজারেথ/নাজারথ	Nazareth (নাজারেথ্/নাজারথ্)
মথি	ম্যাথিউ	Matthew (ম্যাথিউ/মাথেয়)
মরিয়ম (মারীয়া)	মেরি/মারিয়া	Mary (ম্যারি)
যর্দন নদী	জর্দান নদী/ জর্ডান নদী	Jordan River (যর্ডান্ রিভার্)
যিরূশালেম	জেরুসালেম/জেরুজালেম	Jerusalem (জেরুসালেম্/যেরুশালেম)
যিহূদী	ইহুদি/ইহুদী	Jew (যু/জু)
যোষেফ	যোসেফ	Joseph (জোযেফ্/জোসেফ্)
যোহন	জন	John (জন্)
লূক	লুক	Luke (লুক)
শমরীয়	সামারিটান/সাম্যারিটান্	Samaritan (সামারিটান/সাম্যারিটান্)
শিমোন-পিতর	সাইমন পিটার	Simon Peter (সাইমন পিটার)

রোগ প্রতিরোধে সুষম খাবার

চাহিদা অনুযায়ী শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি খাদ্য উপাদান যতটুকু দরকার আমাদের খাদ্য তালিকায় সেই উপাদানগুলো ততটুকু থাকলেই তা সুষম খাদ্য।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ
নবম শ্রেণি
খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

স্বল্পে তুষ্টি সুখের শর্ত

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য